প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৬২
প্রকাশক : সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপেরা ॥ ২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর : মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস ॥ ৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদ : জহরলাল দাস

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ উৎসর্গ ॥

অভিনেতা নাট্যপরিচালক চিত্রপরিচালক

সাধন সরকার-কে

লেখকের অন্যান্য নাটক

পূর্ণাঙ্গ

বারুদে ফুলের গন্ধ
গারদ
জীবন্ত স্ট্যাচু
ক্লান্ত রূপকার (২য় সং)
ফাঁস (৫ম সং)
অভিনেত্রীর স্বামী
বৌদির বিয়ে (৫ম সং)
দমকল (২য় সং)
পাহাড়ী ফুল (৩য় সং)
ঝর্ণা
গোলাপ কাঁটা
ক্যাম্প-থ্রি (৪র্থ সং)
উত্তাল তরঙ্গ (৩য় সং)
কলেজ হোস্টেল (৩য় সং)
সেমসাইড (Film ফুলু ঠাকুরমা)
ডাইভোর্স (২য় সং)

একাঙ্ক

সাচ্চা ভগবান
গভীর জলের মাছ
অনশনভঙ্গ (Megaphone Record)
স্পুটনিক (H. M. V. Record)
ফ্লু (৪র্থ সং)
প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ (৪র্থ সং)
ঝুমুর
পলিটিক্স (২য় সং)
রিহার্সাল (২য় সং)
ভূতের মুখে রাম নাম (২য় সং)
ভগবান গ্রেপ্তার
টেক্কা
বিদিশ (৪র্থ সং)
গোলপার্ক

অবচেতন মনটাকে আমরা জোর ক'রে অস্বীকার করতে চাই। কারণ মনের মালিক আমি হলেও তার গার্জিয়ান হচ্ছেন—সমাজ। সমাজের সিলেকশনের বাইরে মনের কোনো কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা চলবে না। আমরা সমাজের বাচ্চা। সমাজ যা বলেন, তাই পালন করাই আমাদের ধর্ম। অতএব মন যদি কখনও অবাধ্য হয়ে ওঠে আমরা তখন ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে তাকে দমন করি।

কিন্তু বাপের সব ক'টিই তো সুপুত্র হয় না! দু'একটি দুষ্টু সন্তানও জন্মায়। তারা যদি সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়?

'জীবনরঙ্গ' মূলতঃ এই ধরণের কাহিনী-আশ্রিত সিরিও-কমেডি নাটক। সংযত হাসির প্রলেপ দিয়ে একটি সিরিয়াস কাহিনী ও বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছি এই নাটকে। 'জীবন-রঙ্গ' অভিনয় ক'রে শিল্পীরা আনন্দিত হবেন এই কারণে যে, প্রতিটি চরিত্রে অভিনয় ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ রয়েছে।

শৈলেশ গুহ নিয়োগী
ব্লক—এইচ্, ফ্ল্যাট—৮
৫৯, দমদম রোড
কলকাতা—২৮

'জীবন রঙ্গ' মঞ্চস্থ করার পূর্বে শ্রীমতী বন্দনা গুহ নিয়োগীর নিকট ২৫ টাকা রয়াল্টি পাঠিয়ে অনুমতি নিতে হবে। ঠিকানাঃ ৫৯ দমদম রোড, ব্লক—এইচ্, ফ্ল্যাট—৮, (মতিঝিল গভঃ কোয়ার্টার্স) কলিকাতা—২৮

—চ রি ত্র লি পি—

• •

দীপক

ত্রিদিব

রাধাকান্ত

তরুণ

ধীরেন

বিশ্বনাথ

রমেন

অনল

জগা

অম্বিকা

হরি

• • • • • • • • • •

মিতা

মঞ্জু

—প্রযোজনা—

গ্র্যাণ্ট এ্যাড্‌ভারটাইজিং রিক্রিয়েশন্‌ ক্লাব

চরিত্র	শিল্পী
....	....
দীপক	চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রিদিব	প্রভাস দাস
তরুণ	ধীরেন রায়
বিশ্বনাথ	তিমির বরণ দাস
রাধাকান্ত	নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
জগা	রবীন চক্রবর্ত্তী
অনল	বলাই কর্মকার
রমেন	সুখেন পোদ্দার
ধীরেন	ভক্ত কৃষ্ণ নন্দী
অম্বিকা	বটকৃষ্ণ মণ্ডল
হরি	শীতল নাথ
মিতা	শিবাণী ভট্টাচার্য্য
মঞ্জু	মীরা কাকৃকার

মঞ্চের অন্তরালে

পরিচালনা : পিবলু নিয়োগী

সহকারী : চুণী বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিকল্পনা : কিশোর চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ ব্যবস্থাপনা : শিব শঙ্কর বোস

ও

প্রণব কুমার দে

সাজ-পোশাক : বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী

আলোক-সম্পাত : স্টার থিয়েটার

শব্দ প্রেক্ষণে : অজয় গড়াই

সংলাপ-স্মরণে : নীলমণি সেন

ও

দেবাশিস্ ভট্টাচার্য

জীবনরঙ্গ

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[একটি মাঝারী আকারের ঘর। মাঝখানে একটি চৌকি, চাদর দিয়ে ঢাকা। পাশে একটি ছোট টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের ওপর ফুল সমেত একটি ছোট ফুলদানী। এক কোণে রাখা টুলের ওপর একটি স্যুটকেস। ঘরে দুটো দরজা আছে। একটি ভেতরের, অপরটি বাইরের। এই বাড়ীতে বাস করে দীপক ও মিতা। বিশেষ কোন কারণে এরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে কিছুদিন থেকে নাটকীয় ভাবে একসঙ্গে বাস করতে শুরু করে। কিন্তু এদের আসল পরিচয় ভিন্ন।

পর্দা খুলতে দেখা যায় দীপক চৌকিতে পাতা বিছানায় শুয়ে কি যেন ভাবছে। টেবিলের ওপর প্লেট উল্টে ঢাকা দেওয়া রয়েছে এক কাপ চা। সন্ধ্যে ছ'টা পার হয়ে গেছে। কিছু সময় চলে যায়। দীপক একই ভাবে শুয়ে আছে। ভেতর থেকে প্রবেশ করে মিতা। ঘরে ঢুকে চায়ের কাপটা নজরে পড়তেই তার ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে। দীপকের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন করে।]

মিতা॥ আপনি চা-টা এখনও খাননি? এতক্ষণে তো ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে! আগে বললেই পারতেন। কষ্ট ক'রে চা বানাতাম না।

দীপক॥ নিজের জন্যও কি বানাতেন না?

মিতা ॥ না। অফিস থেকে চা খেয়েই আমি বেরোই। এত তাড়াহুড়ো ক'রে চা বানাবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না!

[দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ। মিতা ঘর গোছাতে থাকে]

মিতা ॥ কি হয়েছে আপনার? চা খেলেন না কেন?

দীপক ॥ মাথা ধরেছে।

মিতা ॥ চা খেলে তো মাথা ধরা ছেড়ে যেতো।

দীপক ॥ পেট ব্যথা করছে।

মিতা ॥ যখন চা বানাতে গেলাম, তখন পেট ব্যথার কথা বললেন না কেন? আমাকে না খাটালেই বুঝি চলছিল না?

দীপক ॥ এক কাপ চায়ের জন্য এত কথা!

মিতা ॥ নিশ্চয়ই। আপনার মত আমিও অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরি।

[দীপক রেগে উঠে চায়ের কাপটা নিয়ে ঢক ঢক ক'রে চা খেয়ে ফেলে এবং আবার শুয়ে পড়ে]

ঠাণ্ডা চা-টা গিলে ফেললেন? বললেই তো আর এক কাপ বানিয়ে দিতাম। কথা বলছেন না যে—

দীপক ॥ বললাম যে পেট ব্যথা করছে।

মিতা ॥ ডাক্তার নিয়ে আসছি—

[মিতা দরজার দিকে যেতে থাকে]

দীপক ॥ (ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে) আরে না—না। কি করতে যাচ্ছেন এসব? সামান্য পেটে ব্যথার জন্য কেউ ডাক্তার ডাকে!—শুনুন, শুনুন, পেট ব্যথা সেরে গেছে!

মিতা ॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) কখন সারল?

দীপক ॥ (আমতা আমতা ক'রে) এই মাত্র—চা-টা খাবার সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল।

[মিতা ফিরে আসে]

মিতা ॥ এই সব ছেলেমানুষীগুলো কি আপনার যাবে না ?

দীপক ॥ আপনি তো আমার সব কিছুতেই ছেলেমানুষী দেখেন। এদিকে যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল সেটা তো বুঝবেন না।

মিতা ॥ কি সর্বনাশ হলো ?

দীপক ॥ পানিশমেণ্ট, পানিশমেণ্ট !

মিতা ॥ কিসের পানিশমেণ্ট ?

দীপক ॥ অফিসে আমাকে ক্যাশ কাউণ্টারে ট্রান্সফার ক রে দিয়েছে। কাল থেকে সকাল ন'টায় অফিসে হাজিরা দিতে হবে।

মিতা ॥ হঠাৎ ট্রান্সফার করল কেন ?

দীপক ॥ দশটায় অফিসে পৌঁছুতে লেট্ করতাম ব'লে। ক্যাশ কাউণ্টার মানে বুঝতে পারছেন ? সকাল সাতটা থেকে শয়ে শয়ে পাবলিক কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে থাকবে। এক মিনিট যদি দেরী ক'রে যাই, তাহলে গোটা অফিসে তারা আগুন লাগিয়ে দেবে। আপনার জন্যেই আমার এইসব ভোগান্তি !

মিতা। আমি কি করলাম ? আমার ওপর রাগ কেনো ?

দীপক ॥ দিব্যি বোর্ডিং-এ ছিলাম ! মাস পয়লা টাকা ফেলে দিতাম। ল্যাঠা চুকে যেতো। এখন বাজার করো, রেশন আনো, তেলের লাইন দাও। কোথায় কাঠ, কোথায় কয়লা—এই করতে করতে দশটা বেজে যায়। আমার তো পানিশমেণ্ট হবেই।

মিতা ॥ আপনি বিয়ে করলেও তো আপনাকে এই ঝামেলা পোহাতে হতো।

দীপক ॥ আরে মশাই সেইজন্যেই তো বিয়ে না ক'রে বোর্ডিং-এ পড়েছিলাম। (মিতা হাসে) আপনি আমাকে যে প্যাঁচে ফেলেছেন আমার চোদ্দ পুরুষের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়ছেন। বিয়ে করলেও সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু বিয়ে না ক'রে মিথ্যে স্বামী সেজে সংসারের বোঝা কে টানে বলুন তো ?

মিতা ॥ (স্মিত হেসে) অনেকেই তো অনেক রকমের উপকার করে, আপনি মনে করুন না আমার মত একটি অসহায় মেয়ের উপকার করছেন।

দীপক ॥ আমার যে হালুয়া টাইট হচ্ছে। আচ্ছা, আমি তো আপনার স্বামী সেজে তিন মাস সার্ভিস দিলাম। এবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে এই পোস্টের কাজটা চালিয়ে নিন না।

মিতা ॥ উঁহু। এই বাজারে আপনার মত বিশ্বস্ত মিথ্যে-স্বামী পাওয়া দুষ্কর। সেইজন্যেই আপনাকে ছাড়তে পারব না।

দীপক ॥ সে আমি জানি। একবার যখন মেয়েছেলের খপ্পরে পড়েছি, তখন অত সহজে পার পাওয়া যাবে না।

মিতা ॥ আফশোষ হচ্ছে তো ?

দীপক ॥ আফশোষ! নিজের গলা নিজে কেটে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

মিতা ॥ আপনিইবা পাকামী ক'রে কেন সহানুভূতি দেখাতে এসেছিলেন ?

দীপক ॥ অত রাত্রে একজন মহিলাকে পার্কে বসে কাঁদতে দেখলে সহানুভূতি দেখাব না ? আমার দোষের মধ্যে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এত রাত্রে এখানে বসে কাঁদছেন কেন ? ব্যাস্— আপনি অমনি ভেউ ভেউ করে কেঁদে বললেন—আমাকে একটু আশ্রয় দিন, আমি বিপদগ্রস্তা। একথা শুনলে কে না সহানুভূতি দেখাবে ?

মিতা ॥ দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন জীবন হারায়, তেমনি আবার নূতন ক'রে বাঁচবার পথও খুঁজে পায়। আমার ব্যাপারটাও ধরুন না তাই।

দীপক ॥ আপনার অফিসের ব্যাপারটাকে আপনি দুর্ঘটনা বলছেন ?

মিতা ॥ কিছুটাতো নিশ্চয়ই। অফিসের বস্ যখন গোঁ ধরে বসল, আমাকে সে বিয়ে করবেই, তখন তার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই আমি বেপরোয়াভাবে তাকে ব'লে ফেলেছিলাম—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সাতদিন পরেই আমার বিয়ে। এরপরতো আমার একজন বর যোগাড় না ক'রে উপায় ছিল না।

দীপক ॥ মেয়েরা অফিসে চাকরী করলে, এরকম দু'একটা ব্যাপার হয়ই—

মিতা ॥ শুধু তাই নয় দীপকবাবু, আপনাকে এতদিন সব কথা বলিনি। আমার বন্ধুর দিদির বাড়ীতে পেইং গেস্ট হয়ে থাকতাম। বন্ধুর দিদি চার বছরের শয্যাশায়ী রুগী। তার স্বামী একটি লম্পট। তাকে নিয়েও আমার আরেক দুশ্চিন্তা ছিল। যেদিন অফিসের বস্‌কে আমার বিয়ের কথা জানিয়ে দিলাম, সেদিন বাড়ী ঢুকেই শুনলাম বন্ধুর দিদিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুঝতে বাকী রইল না, বদমাসটা আমাকে দিয়ে তার লালসা চরিতার্থ করার মস্ত ফন্দী এঁটে রেখেছে। সব কিছু বুঝতে পেরে সেই রাত্রেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দীপক ॥ অফিসের বস্‌কেই আপনার বিয়ে করা উচিত ছিল। তাহলে সব দিক দিয়েই আপনার মঙ্গল হতো।

মিতা ॥ আপনাকে তো প্রথম দিনই বলেছি আমার সংকল্পের কথা—বিয়ে আমি করব না।

দীপক ॥ তা করবেন কেন? করলে যে আমি বেঁচে যাই—

[মিতা মুখ টিপে হাসতে থাকে। বাইরে কড়া নাড়া ও সঙ্গে সঙ্গে গলা শোনা যায়—দীপকবাবু আছেন?]

বাড়ীওয়ালা এসেছে। আপনি সব ঠিক ঠাক ক'রে নিন। (বাইরের উদ্দেশ্যে) খুলছি, একটু দাঁড়ান।

মিতা ॥ আমি ভেতরে যাচ্ছি।

[মিতা ভেতরে চলে যায়। দীপক দরজা খুলে দেয়]

দীপক ॥ আসুন রাধাকান্তবাবু।

[মধ্যবয়সী রাধাকান্ত প্রবেশ করে]

রাধাকান্ত ॥ ভাল আছেন?

দীপক ॥ না। ভাল নেই।

রাধাকান্ত ॥ কি হয়েছে?

দীপক ॥ অফিসে অশান্তি।

রাধাকান্ত ॥ অফিসে আবার কি হলো ?

দীপক ॥ শুনে আর কি করবেন! ঘুরছেন ফিরছেন, বাড়ী ভাড়া আদায় করছেন। অফিসে এ্যাটেণ্ডেন্সের বালাইতো আর নেই। (চেয়ার দিয়ে) বসুন।

[রাধাকান্ত বসে]

রাধাকান্ত ॥ তা ঠিক। পৈতৃক সম্পত্তি ছিল ব'লেই ওসব ঝামেলা থেকে বেঁচে গেছি। মা লক্ষী এখনও অফিস থেকে ফেরেনি ?

দীপক ॥ হ্যাঁ—অনেকক্ষণ ফিরেছে। (ডাকে) মিতা, একবার এখানে এসো, রাধাকান্তবাবু এসেছেন।

রাধাকান্ত ॥ থাক না, সংসারের কাজকর্ম করছে হয়তো।

দীপক ॥ দু'জনের সংসারে ভারি না কাজ!

রাধাকান্ত ॥ তা বটে! সংসার বলতে হয় আমার বাড়ীর। ঠাকুর-দেবতার একটা সংসার, নিজের একটা সংসার, গরুর আরেকটা সংসার।

দীপক ॥ গরুর সংসারও করেছেন ?

রাধাকান্ত ॥ আর বলেন কেন ? কতবার ভেবেছি, বাড়ী থেকে গরুর পাট তুলেই দেব। অনেক খদ্দের ডেকে এনে দামদস্তুর ঠিক ক'রে যখনই গরুগুলোকে তাদের হাতে দিতে গেছি, তখনই বুকটা কেঁদে উঠেছে। মনে হয়েছে—ওরা পশু ব'লে তো কথা বলতে পারছে না। মানুষ হলে নিশ্চয়ই বলতো—বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিও না। আর পারিনি খদ্দের ফিরিয়ে দিয়েছি।

[ভেতর থেকে ঘোমটা মাথায় কাপালে বড় সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে চায়ের কাপ হাতে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে মিতা]

এসো—এসো মা লক্ষী। খবর সব ভাল ?

মিতা ॥ (চা দিয়ে) হ্যাঁ। চা খান।

রাধাকান্ত ॥ মা লক্ষ্মী, এই যে তুমি আমার একটা বদ অভ্যেস করিয়ে দিয়েছ —এলেই চা।

মিতা ॥ শুধু চা—আর তো কিছু নয়।

রাধাকান্ত ॥ শুধু চা! আর এই আন্তরিকতাটা? সেটা বুঝি কিছু নয়? জানো মা লক্ষ্মী, তোমাদের আগে যে দু'জন ভাড়াটে ছিল, তাদের আমলে এই ঘরে ঢুকতে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করতো!

মিতা ॥ কেন?

রাধাকান্ত ॥ প্রথম জন ছিল ব্যাচেলার। কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখি মদ খেয়ে সেকি চিৎকার চেঁচামেচি। নেশার ঘোরে একদিন আমার বাড়ীর ঝিটাকে—যাকৃগে সন্ধ্যেবেলা ওসব কথা মুখে আনব না। অনেক কষ্টে তাকে তো তাড়ালাম।

মিতা ॥ পরের জন?

রাধাকান্ত ॥ পরের জন মহিলা। কোন্ একটা অফিসে রিসেপ্‌শনিস্ট্। তার সম্বন্ধে ভেবেছিলাম—মেয়েছেলে অত উচ্ছৃঙ্খল হবে না। ও বাবা, দু'দিন যেতে না যেতেই দেখি সে তো গুরুদেব মেয়েছেলে! যাক, তোমাদের মত স্বামী-স্ত্রী-পরিবার আমি পেয়ে গেছি। আর আমার কোনো চিন্তা নেই।

মিতা ॥ আপনার মত ভাল বাড়ীওয়ালা পেয়ে আমরাও নিশ্চিন্তে আছি।

রাধাকান্ত ॥ তোমাদের একটা কথা ব'লে রাখি মা লক্ষ্মী। এই বাড়ীতে এখন তোমাদের দু'জনের থাকতে বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। তবে শুধু তোমরা তো নয়। এরপর আমার দাদুভাই আসবে। তখন একটু অসুবিধে হবে। সেটা কিন্তু মানিয়ে নিতে হবে।

[দীপক কথা শুনে কাশতে আরম্ভ করে। তারপর হাত দিয়ে মাথা চাপড়ায়]

কি হলো আপনার? হঠাৎ দমকা কাশি উঠল কেন?

মিতা॥ ওর এরকম মাঝে মাঝে হয়। এ্যাজমার টেণ্ডেন্সী আছে।

রাধাকান্ত॥ এ্যাজমার টেণ্ডেন্সী থাকলে ভাল করে চিকিৎসা করান। খুব বাজে রোগ। ফ্যামেলীতে কারো থাকলে এই রোগ বংশানুক্রমে চলে আসে।

মিতা॥ হ্যাঁ—ওর ঠাকুরদার ছিল।

দীপক॥ (রাগ দেখিয়ে) তুমি কি ক'রে জানলে, আমার ঠাকুরদার ছিল?

মিতা॥ আমি শাশুড়ীর কাছে শুনেছি। (দীপক কিছু বলতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়) চুপ করে গেলে কি হবে? যা শুনেছি, তাই বললাম।

রাধাকান্ত॥ না, না দীপকবাবু, আপনি নেগ্‌লেক্ট্‌ করবেন না। ঠাকুরদার থেকে আপনার যেমন হয়েছে, আবার আপনার থেকে দাদুভাই যখন আসবে, তারওতো হতে পারে।

দীপক। আমি একটু জল খেয়ে আসছি।

মিতা॥ (বাধা দিয়ে) এই তো একটু আগে গরম গরম চা খেলে। এখুনি জল খেতে হবে না, বস।

[দীপক অগত্যা বসে]

রাধাকান্ত॥ দাদুভাইয়ের আসবার কথা বললাম বলে, দীপকবাবু, আপনারা আমার কথায় দোষ ধরবেন না যেন।

দীপক॥ (বিকৃত হেসে) এ তো আনন্দেরই কথা! আপনার দাদুভাই আসবে, দিদিভাই আসবে। তারপর আবার দিদিভাইয়ের ছোট ভাই আসবে—এ তো পর পর লাইন ক'রে আসবেই। এতে দোষের কি আছে! মিতা, তুমি রাধাকান্তবাবুকে বাড়ী ভাড়াটা দিয়ে দাও। ওনার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

রাধাকান্ত॥ এখনতো বাড়ী ভাড়া আমি নেব না। আমি একটা কাজে যাব। ফেরার পথে আমি আবার আসব।

দীপক ॥ আপনি আবার আসবেন?

রাধাকান্ত ॥ হ্যাঁ—আমি আবার আসব। তখন বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে।

দীপক ॥ আপনি আবার কষ্ট ক'রে আসবেন কেন? ভাড়াটা আমিই আপনার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।

রাধাকান্ত ॥ কষ্ট কিসের? আপনাদের ঘরে আসতে আমার খুব ভাল লাগে।

দীপক ॥ (গম্ভীরভাবে) আমার ভাল লাগে না।

রাধাকান্ত ॥ (হকচকিয়ে যায়) এ্যাঁ—কি বললেন?

মিতা ॥ (অবাকভাবে) কি বলছ তুমি?

দীপক ॥ (চড়া গলায়) ঠিকই বলছি। দিনের মধ্যে দু'বার তিনবার ক'রে এসে কেন আমাদের সময় নষ্ট করবেন? আমাদের কাজ নেই, বিশ্রাম নেই?

রাধাকান্ত ॥ (আহতস্বরে) ও—আচ্ছা।

মিতা ॥ আপনি মনে কিছু করবেন না রাধাকান্তবাবু।

রাধাকান্ত ॥ কেন এখানে আসি, জানো মা লক্ষ্মী? তোমার মত আমার একটি মেয়ে ছিল। অনেক টাকা খরচ ক'রে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এমনই আমার দুর্ভাগ্য বিয়ের তিনমাস পরেই মোটর এ্যাক্‌সিডেন্টে মেয়ে-জামাই দু'জনেই মারা যায়!

মিতা ॥ মোটর এ্যাক্‌সিডেন্টে মারা যায়! কোথায়?

রাধাকান্ত ॥ মুসৌরী বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে গাড়ী একেবারে গভীর খাদে পড়ে যায়। কেউ বাঁচেনি। সিঁদুরের-টিপ পরে তুমি যখন সামনে এসে দাঁড়াও, আমার মনে হয়, প্রতিমাই আমার সমানে এসেছে। (চোখে জল আসে) আমার মেয়ের প্রতিচ্ছবি দেখার লোভেই আমি ছুতো ক'রে বার বার এখানে

আসি মা। আর আসব না। ভগবান যখন আমার বুকটা খালি ক'রে দিয়েছেন, আমি কেন জোর ক'রে সেটা পূরণ করার চেষ্টা করি! আর আসব না মা—আর আসব না—

[রাধাকান্ত চলে যায়]

মিতা ॥ রাধাকান্তবাবুকে ওভাবে আঘাত না করলেই কি চলছিল না!

দীপক ॥ আমার না হয় ভুলই হয়ে গেছে। আপনি হাত ধরে বসিয়ে ভুলটা শুধরে দিতে পারলেন না? এদিকে তো আমার স্ত্রী সেজে বসে আছেন, স্ত্রীর কর্তব্য না হয় একটু করতেন।

মিতা ॥ আপনি করলেন অন্যায়, আর উল্টে আমাকে দোষারোপ করছেন!

দীপক ॥ তা—আমি কি ক'রে জানব ওনার মেয়ে-জামাই মারা গেছে। আমি মরছি আমার জ্বালায়, উনি এসে আরেক অশান্তি মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন! আর কি করব—কাল ডেকে নিয়ে আসব। বাজারের ব্যাগটা দিন।

মিতা ॥ সন্ধ্যেবেলা বাজারের ব্যাগ দিয়ে কি হবে?

দীপক ॥ বাজার ক'রে রাখি। কাল ন'টায় অফিসে হাজিরা দিতে হবে না?

মিতা ॥ আপনার অফিসারকে বুঝিয়ে বলতে পারলেন না যে, ন'টায় হাজির দেওয়া আপনার পক্ষে অসুবিধে হবে।

দীপক ॥ বাঘ দেখেছেন—বাঘ?

মিতা ॥ বাঘ দেখব না কেন!

দীপক ॥ কোথায় দেখেছেন?

মিতা ॥ চিড়িয়াখানায় দেখেছি, সার্কাসে দেখেছি।

দীপক ॥ সে তো খাঁচায় বন্দী করা বাঘ। মানুষ-খেকো খোলা বাঘ যদি দেখতে চান, আমার অফিসারকে দেখে আসবেন।

মিতা ॥ ঠিক আছে, দেখে আসব আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন তো।

[বাইরে থেকে দীপকের অফিসের বন্ধু তরুণ প্রবেশ করে]

তরুণ॥ (দীপককে) তুই আছিস, ভাবছিলাম তোকে হয়তো পাওয়াই যাবে না।

দীপক॥ তুই আবার জ্বালাতে এসেছিস কেন?

তরুণ॥ দেখেছেন বৌদি, কারো বাড়ীতে এলে এরকম কথা বলে? তুই জাহান্নামে যাবিরে উল্লুক।

দীপক॥ কি জন্যে এসেছিস—চা গিলতে? চা নেই! গেট্ আউট্ ফ্রম হিয়ার।

তরুণ॥ আচ্ছা বৌদি, এই অসভ্যটাকে একটু সভ্য করতে পারলেন না? কি ক'রে এটাকে নিয়ে ঘর করেন বুঝতে পারি না।

মিতা॥ কি করব—স্বামী ব'লে কথা! বিয়ে হয়ে গেছে, ত্যাগ করতে তো পারি না।

তরুণ॥ এই অপদার্থটাকে পচ্ছন্দ করলেন কেমন ক'রে, ভেবেই পাই না। কবেই বা পছন্দ করলেন, কবেই বা বিয়ে হলো টেরই পেলাম না। মাইরী বলছি বৌদি আগে যদি একটু টের পেতাম যে এই গবেটটার সঙ্গে আপনার মন দেওয়া-নেওয়া চলছে, তাহলে আপনাকে বিয়ে না করাই সৎপরামর্শ দিতাম। বাংলা দেশে কি ছেলের অভাব আছে?

মিতা॥ ওর মত ছেলের সত্যিই অভাব আছে।

তরুণ॥ আহা—কি আমার গুণের নিধি যে তার মত ছেলের অভাব আছে। আপনার মত সুন্দরী মেয়ে ওর গলায় মালা দিয়ে সমগ্র পুরুষ জাতিকে অপমান করেছেন।

দীপক॥ মিতা, এটাকে এক কাপ চা দিয়ে ভাগিয়ে দাও না। যতক্ষন চা না দেবে, বকে বকে কানের পোকা বার করবে।

মিতা॥ আমি তো গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া চা দিতে পারি না। এখন অনুমতি পেলাম, চা বানাতে যাচ্ছি। তরুণবাবু বসুন।

দীপক ॥ না, বসার দরকার নেই। ওখান থেকে দাঁড়িয়ে খেয়েই চলে যাক।

[মিতা হেসে ভেতরে যায়]

তরুণ ॥ (বসে) একটা সিগারেট দে—

[দীপক উঠে গিয়ে টেবিল থেকে একটা সিগারেট প্যাকেট দেয়। তরুণ প্যাকেট খুলে একটা বিড়ি বার করে]

এরই মধ্যে বিড়ি!

দীপক ॥ অবাঞ্ছিত অতিথির জন্য ঐ ব্যবস্থা।

[দীপক নিজের পকেট থেকে আরেকটা প্যাকেট বার ক'রে সিগারেট ধরায়]

তরুণ ॥ তোরটা খেয়ে আধখানা দিস।

[দু জনে একটু সময় চুপচাপ থাকে]

দীপক ॥ আমি অফিস থেকে চলে আসার পর আর কোনো আলোচনা হল নাকি?

তরুণ ॥ তোর ব্যাপার নিয়েই এতক্ষণ হৈ হৈ হলো। ইউনিয়নের সেক্রেটারী তোর ট্রান্সফার নিয়ে সাহেবকে বলতে গিয়েছিল। কিছুতেই রাজী করাতে পারল না।

দীপক ॥ কি করি বলতো তরুণ? এই সংসার সামলে কি ক'রে ক্যাশ কাউণ্টারে কাজ করব! ছুটি নেব?

তরুণ ॥ তাতে কি লাভ হবে? ছুটি ফুরিয়ে গেলে তো সেই ক্যাশ কাউণ্টারে গিয়েই জয়েন করতে হবে।

দীপক ॥ সেই তো। আচ্ছা তরুণ, মিতাকে তোর তো ভালই লাগে—নারে?

তরুণ ॥ নিশ্চয়ই। ওরকম বৌ ক'জনের ভাগ্যে জোটেরে!

দীপক ॥ তুই মিতাকে নিয়ে নে না?

তরুণ ॥ তুই একটা রাস্কেল! তোর বিয়ে-করা বৌ আমি নেব মানে?

দীপক ॥ সেটাও তো ঠিক। অন্যের বৌ তো নেওয়া যায় না।

তরুণ ॥ কেন, বৌদি তোর কি ক্ষতি করল?

দীপক ॥ না, ক্ষতি নয়। তবে ঝামেলা আর কি!

তরুণ ॥ ঝামেলা! প্রেম ক'রে বিয়ে ক'রে এখন বলছিস বৌ ঝামেলা। তুই তো আচ্ছা লোক দেখছি।

দীপক ॥ লোকে বলে না গ্রহের ফের, আমিও সেই গ্রহের ফেরে পড়েছি! আগে যদি জানতাম এই গ্যাঁড়া কলে পড়ব, কোন্ শা—

[মিতা চা নিয়ে প্রবেশ করে]

মিতা ॥ দুই বন্ধুতে মিলে কি শলা-পরামর্শ হচ্ছে? আমার নিন্দে করা হচ্ছে বুঝি!

[চা দেয়]

তরুণ ॥ (অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে) না—আপনার মত গুণী মেয়ের কেউ নিন্দে করতে পারে? দীপকের ট্রান্সফারের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল।

মিতা ॥ আপনারাই বা কেমন বন্ধু, এর কোনো প্রতিকার করতে পারলেন না!

তরুণ ॥ সব রকম চেষ্টা করা হয়েছে বৌদি। ত্রিদিব মুখার্জী সে জাতের অফিসার নয়! একবার যদি না বলে, কারো সাধ্য নেই হ্যাঁ বলায়। যা হবার হয়েছে। ও যাতে কাল থেকে ঠিক ন'টায় অফিসে পৌছুতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন।

মিতা ॥ আমারও তো অফিস আছে। ও যদি সময়মত বাজার ক'রে দেয়, আমি তাড়াতাড়ি রান্না ক'রে দিতে চেষ্টা করব, এটুকু বলতে পারি।

তরুণ ॥ কি বললেন—বাজার? ইস্—সর্বনাশ হয়ে গেল আজ।

মিতা ॥ আপনার আবার কি সর্বনাশ হলো?

তরুণ ॥ কাকীমারা দিল্লী থেকে বিকেলের ট্রেনে এসেছেন। মা আমাকে

কখন বলেছে বাজার ক'রে নিয়ে যেতে। (পকেট থেকে থলে বার ক'রে) এই দেখুন ব্যাগ। আমি চললাম।

মিতা ॥ আরে চা-টা শেষ ক'রে যান।

তরুণ ॥ চা শেষ করতে গেলে মা আমাকে শেষ ক'রে ছাড়বে—

মিতা ॥ আরে শুনুন—শুনুন—

[তরুণ ঝড়ের বেগে চলে যায়। মিতা হেসে ওঠে। দীপকের গম্ভীর মুখ দেখে হাসি সামলে নেয়]

মিতা ॥ চলুন ঘুরে আসি।

দীপক ॥ আপনি যান, আমার ভাল লাগছে না।

মিতা ॥ আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ ক'রে থাকবেন?

দীপক ॥ (রেগে) না—আপনাকে ভালবাসব!

মিতা ॥ (স্থির দৃষ্টিতে) কি বললেন?

দীপক ॥ (একই ভাবে) বললাম যে রাগ করব কেন? আপনাকে শুধু ভালই বাসব! (মিতা কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যেতে থাকে) কিছু না ব'লে চলে যাচ্ছেন যে?

মিতা ॥ (দাঁড়িয়ে) আপনার সব কিছু আমি সহ্য করতে পারব। কিন্তু ঐ কথাটা বিকৃত ক'রে বলা আমি সহ্য করতে পারব না!

[মিতা দ্রুত ভেতরে চলে যায়। দীপক সেই দিকে চেয়ে থাকে]

—দৃশ্যান্তর—

জীবনরঙ্গ
দ্বিতীয় দৃশ্য

[ত্রিদিব মুখার্জীর বাড়ীর ড্রইং রুম। দামী আসবাবপত্র দিয়ে ঘর বোঝাই করা। কিন্তু সুসজ্জিত নয়। মধ্য বয়সী ত্রিবিদ সোফায় ব'সে উত্তেজিতভাবে পাইপ টানছে। তারই সামনে দাঁড়ানো—তার অফিসের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট ধীরেনবাবু। ধীনেরবাবু বয়সে তরুণই বলা চলে। কুটীল স্বভাবের জন্য তার চোখে-মুখে অকাল বার্দ্ধক্যের ছাপ। হাতে কিছু ফাইলপত্র নিয়ে সে ত্রিদিবের মুখের দিকে চেয়ে আছে। ত্রিদিব মুখার্জী চড়া গলায় বলতে শুরু করে]

ত্রিদিব॥ হোয়াই—? ইউ আর অফিস সুপরিনটেন্‌ডেণ্ট। ইউ মাস্ট লুক আফ্‌টার দি অফিস। বাবুরা সারাদিন কাজ করবেন না, আর তাদের এ্যালোটেড্‌ কাজগুলো করার জন্য ওভার টাইম দিতে হবে! এ কি ধরণের আব্দার? কোম্পানীর পয়সা কি সস্তা হয়েছে যে, ওভার টাইম চাইলেই পাওয়া যাবে!

ধীরেন॥ আমারওতো সেই কথা স্যার। সারা দিন ফাঁকি মেরে, বিকেল হলেই কেন ওভার টাইম চাইবে?

ত্রিদিব॥ সারাদিন ফাঁকি মারে কি ক'রে? আপনি দেখতে পারেন না?

ধীরেন। আমি তো দেখি স্যার। তবে দিন-কালতো ভাল নয়—বেশি কিছু বললে অফিসের বাইরে ছোরা মেরে দেবে।

ত্রিদিব॥ আপনার এত ভয় থাকলে ইউ আর আন্‌ফিট্‌ ফর দি পোস্ট। প্লিজ ভ্যাকেট দি চেয়ার।

ধীরেন॥ চেয়ার ভ্যাকেট করলে আমার সংসার কি ক'রে চলবে স্যার!

ত্রিদিব॥ আমি তো ভাবতেই পারি না, আমার আগে যিনি অফিসার ছিলেন,

কি ক'রে আপনাকে এই রকম একটা রেস্‌পন্‌সিবল্‌ পোস্টে প্রোমোশন দিয়ে গেছেন।

ধীরেন॥ দাস সাহেব আমার কাজে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা।

ত্রিদিব॥ আমি তো আপনার ভাল কাজের নমুনা একটুও দেখতে পাচ্ছি না।

ধীরেন॥ আমি অন্য ধরণের কাজে ওনাকে সন্তুষ্ট করেছিলাম। তখন ঘেরাওয়ের যুগ চলছিল। রোজই অফিসে একটা-না-একটা গণ্ডগোল লাগাই ছিল। সেই ডিস্‌টারবেন্স পিরিয়ডে আমি দাস সাহেবকে গোপনে আগেই সব খবর জানিয়ে আসতাম। যার ফলে অনেক বড় বড় ঝামেলা থেকে উনি রেহাই পেয়ে যেতেন।

ত্রিদিব॥ আই সী! আপনি ইন্‌ফরমারের কাজ ক'রে প্রোমোশন পেয়েছেন। সেই জন্যেই অফিস স্টাফ আপনাকে মানে না, আর আপনিও তাদের ম্যানেজ করতে পারেন না। আপনার তো পুলিশে চাকরী করাই ভাল ছিল।

ধীরেন॥ পুলিশে চাকরী করার মত আমার বডি কোথায় স্যার?

ত্রিদিব॥ শুনুন ধীরেনবাবু, আফিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের যে দায়িত্ব আছে, আপনাকে তা করতেই হবে। সব ব্যাপারেই যদি আমার কাছে রিপোর্ট করেন, তাহলে তো আমাকে কাজ ছেড়ে দিয়ে অফিসের মাঝখানে গিয়ে বসে থাকতে হয়। কে দশ মিনিট লেটে এলো, কে গল্প করল, কে ফাইল ছুঁড়ে দিল—এসব ব্যাপার নিজেই ট্যাক্‌ল করবেন। আমার কানে আর এগুলো দিতে আসবেন না।

[বেয়ারা হরি প্রবেশ করে]

হরি॥ চা দেব সাহেব?

ত্রিদিব॥ দাও।

[হরি চলে যায়]

ধীরেন ॥ ওভার টাইমের ব্যাপার নিয়ে কাল কিন্তু অফিসে একটু গণ্ডগোল হতে পারে স্যার।

ত্রিদিব ॥ কিসের গণ্ডোগোল ?

ধীরেন ॥ ইউনিয়ন ঠিক করেছে—কাল আপনার কাছে কয়েকটা দাবী জানাবে।

ত্রিদিব ॥ তারজন্য গণ্ডগোল কি হবে ?

ধীরেন ॥ ওরা ঠিক করেছে, ওভার টাইমের দাবী যদি না মানেন, তাহলে আপনার ঘরের মধ্যেই কিছু লোক হৈ-চৈ ক'রে একটা সীন ক্রিয়েট্ করবে। ওরা চাইছে, আপনি পুলিশ ডাকুন। ওদের আশা, পুলিশ এলেই, বোম্বে অফিস ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে কমিশন বসাবে।

ত্রিদিব ॥ (চিন্তিতভাবে) হুঁ !

ধীরেন ॥ আরেকটা গোপন খবর দিচ্ছি স্যার—দীপক মিত্তিরের ট্রান্সফারের ব্যাপার নিয়ে ওরা ঠিক করেছে—দীপক মিত্তিরকে দিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে স্লো ওয়ার্ক করাবে যাতে পাবলিক হ্যারাস্‌ড্ হয়।

ত্রিদিব ॥ এত খবর আপনি পেলেন কি ক রে ?

ধীরেন ॥ এই গুণটার জন্যেই দাস সাহেব আমাকে এত ভালবাসতেন। আপনিতো স্যার সব সময় আমাকেই ধমকান। সত্যি কথা বলতে কি ঐ ভয়েই আপনার চেম্বারে ঢুকতে সাহস হয় না।

ত্রিদিব ॥ আচ্ছা—আপনি এখন আসুন।

ধীরেন ॥ যাবার সময় স্টাফের পোষ্টিং সম্বন্ধে আপনাকে ছোট একটা সাজেশন দিয়ে যাচ্ছি স্যার। দীপক মিত্তিরের বন্ধু তরুণ সরকারকে এ্যাকাউন্টসে দিয়ে দিন। বড্ড ফাজিল ছেলে। দিন-রাত সবার পেছনে লেগে থাকে।

ত্রিদিব ॥ আপনার সঙ্গে কিছু কি ?

ধীরেন ॥ আমার সঙ্গেই তো বেশী করে স্যার। আসলে কি জানেন স্যার,

হিংসে করে। ওদের সাত-আটজনকে টপকে আমি সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হলাম। সেটাই সহ্য করতে পারে না।

ত্রিদিব। ধীরেনবাবু, আপনার বক্তব্য আমি বুঝেছি। এই সামান্য কারণে ট্রান্সফার করা যায় কিনা, আমি ভেবে দেখব। আরেকটা কথা ধীরেনবাবু,—

ধীরেন॥ বলুন স্যার—

ত্রিদিব॥ অফিসের পর আপনি আমার বাড়ীতে আর আসবেন না। আফ্‌টার অফিস আওয়ার্স, অফিসের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।

ধীরেন॥ ওটা আপত্তি করবেন না স্যার। সারাদিনের আফিসের সব কথা আপনার কাছে রিপোর্ট করতে না পারলে পেট ফুলে মরে যাব স্যার। এটা আমার বহুদিনের অভ্যেস স্যার।

ত্রিদিব॥ (গম্ভীরভাবে) প্লিজ গো—

[ধীরেন নমস্কার ক'রে চলে যায়। ত্রিদিব পাশের বুককেস থেকে একটা বই বার ক'রে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পায়চারী করতে থাকে। বাইরে থেকে হঠাৎ মিতা প্রবেশ করে]

মিতা॥ নমস্কার। আপনিই সম্ভবতঃ মিস্টার ত্রিদিব মুখার্জী?

ত্রিদিব॥ আপনি কে?

মিতা॥ আমি মিতা মিত্র।

ত্রিদিব॥ কি চাই?

মিতা॥ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। ভেতরে যেতে পারি?

ত্রিদিব॥ আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী তো নেই।

মিতা॥ উনি কি বাইরে বেরিয়েছেন? আমাকে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে।

ত্রিদিব ॥ আমার স্ত্রী ব'লেই কোনো পদার্থ নেই।

মিতা ॥ ও! সেইজন্যেই আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই।

ত্রিদিব ॥ (চমকে) তার মানে?

মিতা ॥ সংসার না করলে, সংসারের সুবিধে-অসুবিধেগুলো আপনি কি ক'রে বুঝবেন? চাকর-বাকর দিয়ে বাড়ীর কাজগুলো মেশিনের মত করিয়ে নিচ্ছেন। আর গাড়ীতে ক'রে অফিস যাতায়াত করছেন। আপনার তো কোনো সমস্যাই নেই।

ত্রিদিব ॥ (গম্ভীর গলায়) আপনি কি বলতে চান পরিষ্কার ক'রে বলুন।

মিতা ॥ আপনি কোনো দিন রেশনের লাইন দিয়ে রেশন তুলেছেন? তোলেন নি। এক লিটার কেরোসিন তেলের জন্য টিন হাতে দোকানে ধর্ণা দিয়েছেন? দেননি। গম ভাঙ্গিয়েছেন?

ত্রিদিব ॥ ওসব করার জন্য আমার লোক আছে।

মিতা ॥ যাদের লোক রাখার সামর্থ নেই, তাদের তো নিজেদেরই এসব করতে হয়। এই কাজগুলো করতে গিয়ে অফিসে পৌছুতে যদি কারো কুড়ি-পঁচিশ মিনিট দেরী হয়ে যায়, সেটা কি খুবই দোষণীয় ব্যাপার হয়?

ত্রিদিব ॥ আপনি কি আমার অফিসের কোনো স্টাফের স্ত্রী?

মিতা ॥ সেই পরিচয় দিলে বোধ হয় সেই স্টাফটিকে গুরুতর শাস্তি দিতে খুব সুবিধে হয়, না?

ত্রিদিব ॥ আপনিতো অদ্ভুত কথাবার্তা বলছেন! আমার নামটাই শুধু জেনে এসেছেন। আমার আসল পরিচয়টা নিশ্চয়ই জানেন না। জানলে আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে এ ধরণের কথাবার্তা বলতে আপনার সাহস হতো না।

মিতা ॥ সেটাও জেনেছি। আপনি একজন বাঘ। স্বচক্ষে আপনাকে দেখে বলতে এসেছি—লোকালয় বড় কঠিন জায়গা। আজ চাল পাবেন তো

তেল পাবেন না। তেল পাবেন তো কয়লা পাবেন না। যেদিন চাল তেল কয়লা পাবেন তো, অফিস যাবার বাস পাবেন না। এই অবস্থায় যদি কোনো বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ে নিজের স্বভাব জাহির করার জন্য লোককে শুধু ভয়ই দেখায়, তাহলে তো দু' দিনেই লোকালয় শূন্য হয়ে যাবে।

ত্রিদিব ॥ এসব কথা কেন বলছেন ?

[হরি ট্রেতে করে চায়ের পট, কাপ এবং একটি ডিসে অমলেট নিয়ে প্রবেশ করে]

হরি ॥ সাহেব চা—

ত্রিদিব ॥ বানাও।

মিতা ॥ দেখি, আমার হাতে ট্রেটা দাও তো—

হরি ॥ (অবাক হয়ে) আপনার হাতে ?

মিতা ॥ হ্যাঁ—আমার হাতে।

হরি ॥ সাহেব আমাকে চা বানাতে বললেন।

মিতা ॥ মেয়েছেলে সামনে থাকতে ব্যাটাছেলে কখনও চা বানায় ? দাও।

[মিতা হরির হাত থেকে ট্রে নিয়ে অন্য একটা সোফায় বসে, কাপে চা ঢেলে দুধ চিনি মেশাতে থাকে]

ত্রিদিব ॥ আপনি কি বলছেন, কি করছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিতা ॥ এই নিন আপনার চা।

[ত্রিদিব অবাকভাবে চা নিয়ে খেতে আরম্ভ করে]

(হরিকে) অমলেটের সঙ্গে শুধু একটু নুন দিয়েছি। বাড়ীতে পেঁয়াজ নেই, গোলমরিচের গুঁড়ো নেই ?

হরি॥ আছে।

মিতা॥ যাও, দৌড়ে নিয়ে এসো।

[হরি ছুটে ভেতরে যায়। মিতা উঠে ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকে]

ত্রিদিব॥ আপনি কি জন্যে আমার স্ত্রীর খোঁজ করছিলেন, এখনও কিন্তু বললেন না।

মিতা॥ এটা তো আপনার অফিস নয় যে নিয়ম মাফিক কথা বলতে হবে! চা-টা শেষ করুন। মুখ দেখে তো মনে হয় বাড়ী ফেরার পর এতক্ষণে চা জুটল।

ত্রিদিব॥ অপনার কথা শুনে আমার যেমন রাগও হচ্ছে, তেমনি অবাকও হচ্ছে।

মিতা॥ আপনার মত লোকের রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে অবাক হবার কিছু নেই। মেয়েরা মায়ের জাত। পুরুষদের মুখ দেখে ব'লে দিতে পারে, তাদের খিদে পেয়েছে কিনা—

[হরি একটা প্লেটে পেঁয়াজ কুঁচো আর গোল মরিচের গুঁড়ো নিয়ে আসে। মিতা তার হাত থেকে নিয়ে অমলেটের সঙ্গে সাজিয়ে দেয়। হরি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।]

ত্রিদিব॥ হরি তুমি এইভাবে খাবারটা ঠিকঠাক ক'রে দিতে পার না ?

হরি॥ কাল থেকে এইভাবে দেব সাহেব।

[মিতা বুককেসের ওপর থেকে শূন্য ফুলদানী নিয়ে আসে।]

মিতা ॥ হরি, এই ফুলদানীটা খালি কেন? এর মধ্যে ফুল দিয়ে রাখতে পার না?

হরি ॥ সাহেব তো কখনও বলেননি।

মিতা ॥ সব কিছুই সাহেবকে ব'লে দিতে হবে? তোমাদের বুদ্ধি নেই? গেট্ দিয়ে ঢোকবার সময়তো দেখলাম লনের চারধারে ফুলগাছ।

[মিতা ফুলদানীটা হাতে ক'রে হন্ হন্ ক'রে বাইরে চলে যায়।

হরি ॥ ইনি কে সাহেব?

ত্রিদিব ॥ কি জানি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেনই বা এলো, কি যে চায়, কিছুই তো পরিষ্কার ক'রে বলছে না।

হরি ॥ আমি তো ভেবেছিলাম আপনার কোনো আত্মীয় হবেন।

ত্রিদিব ॥ না—আত্মীয়, চেনা-পরিচিত কেউ নয়। হুট্ ক'রে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

হরি ॥ আমি কি ভেতরে যাব সাহেব?

ত্রিদিব ॥ তুমি—(একটু ভেবে) না, থাকো। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ছাখোতো কি করে?

হরি ॥ (দরজায় উঁকি মেরে) এখান থেকে তো দেখা যাচ্ছে না। দামী ফুলদানীটা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল না তো?

ত্রিদিব ॥ এঁ্যা!

হরি ॥ আজকাল কতরকমের ঠগ বেরিয়েছে। বাইরে গিয়ে দেখব না কি?

ত্রিদিব ॥ আরেকটু অপেক্ষা ক'রে ছাখো।

[মিতা ফুলদানীতে ফুল সাজিয়ে বাইরে থেকে ঢোকে]

মিতা ॥ এত ফুল—অথচ ফুলদানীটা ফাঁকা পড়ে থাকে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড

কোথাও দেখিনি। (ফুলদানীটা বুককেসের ওপর রেখে দেয়) আপনার খাওয়া হয়েছে ?

ত্রিদিব ॥ হ্যাঁ—হয়েছে। হরি, ওনাকে এক কাপ চা এনে দাও।

মিতা ॥ এতক্ষণে ? অনেক আগেই সেটা বলা উচিত ছিল। চা আনতে হবে না। আমি একটু আগে খেয়ে এসেছি। হরি, তুমি বরং দু'টো ধূপকাঠি এনে ঘরে জ্বেলে দাও।

হরি ॥ আজ্ঞে ধূপকাঠিতো—

মিতা ॥ নেই।

হরি ॥ আজ্ঞে না।

মিতা ॥ কিছ্ছু থাকবে না। মেয়েছেলে যে বাড়ীতে নেই, সেই বাড়ীর হাল এই রকমই হবে। সাহেবের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে ধূপকাঠি নিয়ে এসো।

হরি ॥ সাহেবের পয়সা আমার কাছে থাকে।

মিতা ॥ তবে যাও।

[হরি ত্রিদিবের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যায়]

ত্রিদিব ॥ (স্মিত হেসে) অপনি বসুন। (মিতা গম্ভীরভাবে বসে) এক রাশ কথাতো ব'লে গেলেন। চা বানিয়ে খাওয়ালেন ফুলদানীতে ফুল সাজিযে দিলেন। আপনার বক্তব্যটা এবার খুলে বলুন তো ?

মিতা ॥ যাঁকে বললে সহজে বুঝতেন তিনি তো আবার এ বাড়ীতে নেই। আপনাকে বললে কি আপনি বুঝতে পারবেন ?

ত্রিদিব ॥ আপনি যদি ধরেই নেন যে আমি বুঝতে পারব না, তাহলে অবশ্য আপনার বলার প্রয়োজন নেই। তবে আমি বোঝবার জন্য চেষ্টা করতে পারি।

মিতা ॥ আপনি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বলুন তো—যে লোক চেষ্টা ক'রেও দশটায়

অফিসে পৌঁছুতে লেট করে তার পক্ষে ন'টায় পৌঁছানো কখনও সম্ভব ?

ত্রিবিদ ॥ আপনি কার কথা বলছেন ?

মিতা ॥ আমার স্বামী—দীপক মিত্র।

ত্রিদিব ॥ (একটু ভেবে) ইয়েস্, এরকম একটা ট্রান্সফার অর্ডার আমি আজ করেছি। ছাট্ ইজ্ পানিশমেণ্ট টু হিম। লেট্ ক'রে অফিসে যায় কেন ?

মিতা ॥ আপনার ঠাকুর, চাকর আর গাড়ীটা আমাদের দিয়ে দিন। তাহলে কোনো দিন ও লেট ক'রে অফিসে যাবে না। দশটায় বলুন, ন'টায় বলুন—ঠিক টাইমে অফিসে পৌঁছে যাবে।

ত্রিদিব ॥ (হেসে) ঠাকুর, চাকর, গাড়ী দিলে আমার চলবে কি ক রে ?

মিতা ॥ আমাদের, যেমন ক রে চলে। নিজেই বাজার-হাট করবেন, রান্না করবেন। আমাদের মত আধঘণ্টা/পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাসের জন্য অপেক্ষা ক'রে শেষকালে জীবন বিপন্ন ক'রে বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে যাবেন।

ত্রিদিব ॥ (একইভাবে হেসে) আপনার কথা যতো শুনছি ততোই আপনাকে ইণ্টারেস্টিং লাগছে। আই এ্যাম্ হ্যাভিং সাম্ প্লেজার। এ্যাতো স্ট্রেট্ কথা কেউ আমাকে কোনা দিন বলেনি। এ্যানি ওয়ে—আপনি কি হলে খুশী হন ?

মিতা ॥ ট্রান্সফার আর্ডারটা ক্যানসেল ক'রে দিন।

ত্রিদিব ॥ টু স্পিক ইউ ফ্র্যাংকলি—ট্রান্সফার অর্ডারটা আমি সই করেছি ঠিকই। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না। ইট্ হ্যাজ্ বিন্ ডান্ অন্ দি রিপোর্ট অফ দি ও. এস্.। যাই হোক আপনার হাজব্যাণ্ডকে কাল অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

মিতা ॥ আজই যদি দেখা করে ?

ত্রিদিব ॥ আজ—আপনি যাবেন তারপর সে আসবে, অনেক রাত হয়ে যাবে।

[মিতার চোখে হাসির ঝিলিক খেলে]

মিতা ॥ আমার সঙ্গেই এসেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রিদিব ॥ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে! এতক্ষণ বলেননিতো? (একটু ভেবে) আচ্ছা—ডাকুন।

[মিতা বাইরে যায়। একটু পরে হরি ধূপ-কাঠির প্যাকেট ও দু'টো জ্বলন্ত ধূপকাঠি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে]

হরি ॥ কোথায় লাগিয়ে রাখি?

ত্রিদিব ॥ বুদ্ধি ক'রে লাগাওনা কোথাও।

হরি ॥ উনি তো বললেন আবার আসবেন। মনমতো না হলেই তো দু' কথা শুনিয়ে দেবেন। কি করব, ধরে দাঁড়িয়ে থাকব?

ত্রিদিব ॥ তাই থাকো।

[মিতা দীপককে সঙ্গে ক'রে প্রবেশ করে। দীপক নমস্কার করে]

আপনি দীপক মিত্র?

দীপক ॥ ইয়েস্ স্যার্।

ত্রিদিব ॥ আপনার ডিফিকাল্টিস্ নিজে এসে বলতে পারলেন না?

দীপক ॥ (ভয়ে ঢোক গিলে) ইট্ ইজ অল্সো এ্যানাদার ডিফিকাল্টি!

ত্রিদিব ॥ আর লেট করবেন না। ট্রাই টু এ্যাটেণ্ড অফিস পান্চুয়ালী।

দীপক ॥ আই মাস্ট।

ত্রিদিব ॥ আপনার পারসোনাল ফাইলটা কাল আমার কাছে নিয়ে যাবেন।

দীপক ॥ আই মাস্ট।

ত্রিদিব ॥ আপনি এখন বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

দীপক ॥ আই মাস্ট।

[দীপক বাইরে চলে যায়]

মিতা ॥ অনেক ধন্যবাদ। আমি তাহলে আজ যাচ্ছি।

ত্রিদিব ॥ একটু দাঁড়ান। হরি বুঝতে পারছে না ধূপকাঠি কোথায় লাগাবে। আপনি ওকে ব'লে দিয়ে যান।

মিতা ॥ (হেসে) দাও—(ধূপকাঠি দু'টো নিয়ে ফুলদানীর ফুলের মধ্যে গুঁজে দেয়) রোজ সন্ধ্যেবেলা ফুলদানীর ফুল পাল্টে দু'টো ক'রে ধূপ-কাঠি এইভাবে জ্বেলে দেবে।

হরি ॥ তাই দেব।

মিতা ॥ এখন যাই, ও দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে।

ত্রিদিব ॥ আজ অফিসের পর ইভিনিংটা আমার ভালই কাটল। আপনি কিছুক্ষণের জন্য এসে অন্য এক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন। এর স্বাদ আগে কখনও পাইনি। ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব।

মিতা ॥ বলুন।

ত্রিদিব ॥ যদি অসুবিধে না থাকে, আরেকদিন আসবেন। আই লাইক টু মিট ইউ এগেন্।

মিতা ॥ আসব। নমস্কার।

[মিতা চলে যায়। ত্রিদিব তার গন্তব্যের দিকে চেয়ে থাকে]

—দৃশ্যান্তর—

জীবনরঙ্গ

তৃতীয় দৃশ্য

[বিশ্বনাথ গাঙ্গুলীর ঘর। বিশ্বনাথের শালীকা মঞ্জু একটা চেয়ারে বসে বিশ্বনাথের জন্য অপেক্ষা করছে। মঞ্জু বারবার ঘড়ি দেখে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছবি দেখতে থাকে। একটু পরে বিশ্বনাথ কিছুটা মাতাল অবস্থায় প্রবেশ করে। তার বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। মঞ্জুকে দেখে সে অবাক হয়ে যায়]

বিশ্বনাথ॥ আরে মঞ্জু, তুমি?

মঞ্জু॥ (গম্ভীরভাবে) হ্যাঁ—আমি। ভয় পেয়ে গেছেন নাকি?

বিশ্বনাথ॥ ভয়! যুবতী শালীকাকে দেখলে ভগ্নীপতিরা কখনও ভয় পায়? এ তো রীতিমতো উৎফুল্ল হবার ব্যাপার!

মঞ্জু॥ মদ খেয়েছেন নিশ্চয়ই।

বিশ্বনাথ॥ ও কিছু নয়—সামান্য! একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বাড়ীতে ঢুকলে কি ক'রে বলতো? ঘরে তো তালা দেওয়া ছিল।

মঞ্জু॥ তালা ভেঙ্গে ঢুকিনি। রাধার মা খুলে দিয়ে গেছে। বলল—অন্য বাড়ীতে ঠিকা কাজ নিয়েছে। সেই কাজ সেরে এখানে আসবে।

বিশ্বনাথ॥ তালা ভেঙ্গে ঢুকলেও আমার আপত্তি নেই। তোমাকে দেখলে তো আমার ভালই লাগে।

মঞ্জু॥ আপনাকে দেখলে আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে।

বিশ্বনাথ॥ এই তো বেসুরো কথা বললে। জানোতো—ভগ্নীপতিরা হচ্ছে শালীকাদের আন্-অফিসিয়াল হাজ্‌ব্যাণ্ড! তাদের কখনও, আঘাত করতে নেই।

মঞ্জু ॥ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

বিশ্বনাথ ॥ মেজাজটা খুব উগ্র মনে হচ্ছে! আচ্ছা কি জিজ্ঞেস করবে করো।

মঞ্জু ॥ দিদিকে আর কতদিন হাসপাতালে রাখবেন?

বিশ্বনাথ ॥ আমি রাখার কে? ডাক্তার না ছাড়লে আমি কি করতে পারি?

মঞ্জু ॥ আপনি মনে করবেন না, আপনি শুধু চালাক। আপনার বজ্জাতি আর কেউ বুঝতে পারবে না মনে করেছেন?

বিশ্বনাথ ॥ এর মধ্যে বজ্জাতি কোথায় দেখতে পেলে?

মঞ্জু ॥ ক্রনিক রুগীকে এতদিন কখনও হাসপাতালে রাখে না। আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে দিদিকে সেখানে মাসের পর মাস আটকে রেখেছেন।

বিশ্বনাথ ॥ বাড়ীতে এসেই বা কি লাভ আছে? সেখানেও শুয়ে আছে, এখানেও এসে শুয়ে থাকবে। বরং ওখানে ভালভাবে চিকিৎসা হবে।

মঞ্জু ॥ আপনার মত স্বার্থপর লোকের মুখেই একথা মানায়। বাড়ীতে বৌ না থাকলে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। আপনার চরিত্রের কথা জানতে তো আমার কিছু বাকী নেই!

বিশ্বনাথ ॥ কার কাছ থেকে জানলে? তোমার বান্ধবী মিতা?

মঞ্জু ॥ সে যদি ব'লেই থাকে অন্যায় কিছু করেনি। তার জীবন আপনি দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিলেন। নাহলে একটা অসহায় মেয়ে কখনও অতরাত্রে আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে যায়?

বিশ্বনাথ ॥ আমার চরিত্র নিয়ে এত কথা বলছ, তার চরিত্র সম্বন্ধেও তোমার জানা উচিত ছিল।

মঞ্জু ॥ ওর নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করবেন না। তার লোভেই দিদিকে আপনি হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন, এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন?

বিশ্বনাথ ॥ তুমি আমার প্রাপ্তবয়স্কা শালীকা। তোমাকে বলতে তো আমার কোন বাধা নেই। তোমার বান্ধবীর চরিত্র একটু ঢিলে-ঢালা—মানে

লুজ বুঝতে পেরে আমি একটু চান্স নেবার চেষ্টা করতাম আর কি! পাখী যে এত তাড়াতাড়ি ফুরুত ক'রে উড়ে যাবে, আগে বুঝতে পারিনি।

মঞ্জু॥ বিয়ে করা একটা বৌ থাকতে একথা বলতে আপনার লজ্জা করল না?

বিশ্বনাথ॥ বিয়ে করা বৌ! বছরের পর বছর ওষুধের শিশি মাথার কাছে রেখে বিছানায় শুয়ে থাকে। ঐ দৃশ্য দেখে দেখে আমিও অসুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। সেই সময় সামনে দেহ আর মনের খোরাক দেখে আমি যদি সেই দিকে হাত বাড়াই, সেটা এমন কি দোষণীয় ব্যাপার আমি তো বাবা বুঝতে পারি না।

মঞ্জু॥ আপনি বুঝতে পারবেন না! দিদির অসুখের সুযোগ নিয়ে আপনি আরেকটা ভাল মেয়ের সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন।

বিশ্বনাথ॥ ভাল মেয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ। হ্যাঁ—মেয়েটা পরমা সুন্দরী না হলেও চাল-চলন বেশ এ্যাট্রাক্‌টিভ্‌। আকর্ষণ-শক্তি খুব। এখন সে কোথায় বলতো?

মঞ্জু॥ জেনে আপনার কোনো লাভ হবে না। বিয়ে ক'রে সে এখন সংসার করছে।

বিশ্বনাথ॥ এ হে হে! এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে ফিউচার ব্লক ক'রে দিল? অনেকগুলোতো ক্যানডিডেট ছিল। কাকে বিয়ে করল?

মঞ্জু॥ বাজে কথার উত্তর দেবার আমার সময় নেই। দিদির পুরোনো প্রেসক্রিপশনগুলো দিন তো।

বিশ্বনাথ॥ ওগুলো দিয়ে কি করবে?

মঞ্জু॥ অন্য ডাক্তার দিয়ে আমি দিদির চিকিৎসা করাবো। সেইজন্যেই পুরোনো প্রেসক্রিপশগুলো আমার দরকার।

বিশ্বনাথ॥ হাসপাতালে স্পেশালিস্ট দেখছে, তাতে ভরসা হচ্ছে না?

মঞ্জু॥ না।

বিশ্বনাথ ॥ তোমাকে তাহলে অনেকক্ষণ বসতে হবে। ওগুলো খুঁজে বার করতে টাইম লাগবে।

মঞ্জু ॥ বসতে পারব না। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ ॥ আজ থেকে যাও না। দু জনে বেশ জমিয়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

মঞ্জু ॥ লাগবে না প্রেসক্রিপশন। আমি চলে যাচ্ছি।

বিশ্বনাথ ॥ (হাত ধরে) আরে বস বস। তোমার সঙ্গে একটু রসিকতা করলাম, বুঝতে পারলে না ?

মঞ্জু ॥ হাত ছাড়ুন।

[হাত ছাড়িয়ে নেয়]

বিশ্বনাথ ॥ হাত ধরার লাইসেন্সটুকু যদি না দাও, তাহলে তুমি কেমন শালী গো ?

মঞ্জু ॥ তাহলে প্রেসক্রিপশন দেবেন না ?

বিশ্বনাথ ॥ থাকলে তো দেব। ওসব কি আর আছে নাকি !

মঞ্জু ॥ না দিলেন। আমি নিজে হাসপাতালের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে কথা বলব। এই রকম একটা বে-আইনী কাজ হাসপাতালে দিনের পর দিন কি ক'রে চলে সেটাও আমি দেখব।

[যেতে উদ্যত হয়। বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি দরজা আগলে দাঁড়ায়]

বিশ্বনাথ ॥ এভাবে রাগ ক'রে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।

মঞ্জু ॥ দরজা ছাড়ুন আমাকে যেতে দিন।

[পকেট থেকে একটা মদের বোতল বার ক'রে একটু খেয়ে নেয়]

বিশ্বনাথ ॥ কেউ জানবে না মঞ্জু। শুধু তুমি আর আমি—

মঞ্জু ॥ দরজা না ছাড়লে আমি চেঁচাব !

বিশ্বনাথ ॥ চেঁচালে আমার কিছু হবে না। সবাই আমাকে খারাপ ব'লেই

জানে। তোমারই বদনাম হবে। তোমার দিদির কানে গেলে সে তোমাকেই দোষ দেবে।

মঞ্জু॥ চরিত্রহীন—লম্পট!

বিশ্বনাথ॥ (চড়া গলায়) হ্যাঁ—আমি লম্পট! লম্পটের কাছে তুমি কোন্ সাহসে এসেছ? আমি রক্ত-মাংসের মানুষ। দিনের পর দিন আমি ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতে পারি না। বারবার শিকার আমার সামনে থেকে চলে যাবে—আর আমি বোকার মত শুধু বদনামই কুড়িয়ে যাব, তা আর হবে না।

মঞ্জু॥ কি চান আপনি?

বিশ্বনাথ॥ আকাশের চাঁদ আমি চাই না। আমি যা চাই, তোমার হাতের নাগালেই তা আছে।

মঞ্জু॥ স্কাউণ্ড্রেল! আমার জীবন থাকতে আমি তা হতে দেব না।

বিশ্বনাথ॥ (খানিকটা মদ খেয়ে) কাজটা সহজে হতো, জিদ ক'রে জট পাকিয়ে দিচ্ছ। যে-ভাবে আপত্তি জানাচ্ছ, তাতে আমাকে জোর করতেই হবে।

[বিশ্বনাথ আরোও মদ খেয়ে দরজা বন্ধ ক রে দেয়]

মঞ্জু॥ (চড়া গলায়) দরজা খুলে দিন!

বিশ্বনাথ॥ (টলতে টলতে এগোতে থাকে) দরজা খোলা থাকলে একটা অব্‌সীন হয়ে যাবে। সেটা কি ভাল হবে?

[মঞ্জু আতঙ্কিতভাবে গলায় অস্পষ্ট আওয়াজ করে। মাথা টলতে থাকে এবং অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। বিশ্বনাথ ঐ দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে যায়]

এ আবার কি হলো? যা বাবা—এ তো আরেক ঝনঝাট হয়ে গেল!

কপালটাই খারাপ। কোনোটাতেই সাকসেসফুল হতে পারছি না। (আরো মদ খায়) কি যেন তখন জীবন-জীবন বলছিল। মরে গেল না তো ?

[কাছে গিয়ে মঞ্জুর হাতের নাড়ি টেপে। তারপর তার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতের নাড়ি টিপে ধরে]

আমার যা পাল্সের অবস্থা, আমিই না মরে যাই ! অজ্ঞান হয়ে গেল, এখন কি করি ? এক বালতি জল ঢেলে দিই গায়ে, যা হবার হোক]

[বিশ্বনাথ জল আনবার জন্য টলতে টলতে ভেতরে যায়। পরমুহূর্তে মঞ্জু লাফ দিয়ে উঠে একবার ভেতরের দরজায় দৃষ্টি দিয়ে, পরক্ষণেই বাইরের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। একটু পরে এক বালতি জল হাতে বিশ্বনাথ বেরিয়ে আসে]

বিশ্বনাথ ॥ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, কি ক'রে চলে গেল ? জোর ভড়কী দিলতো ! আমিও শালা এক নম্বরের বোকা ! প্রথমেই যদি খপ্ ক'রে ধরে ফেলতাম ! সবাই চরিত্রহীন ব'লে জেনে গেল অথচ এত চেষ্টা ক'রেও আমি চরিত্রটাকে কিছুতেই নষ্ট করতে পারলাম না।

[বালতি রেখে একটা জায়গায় বসে। বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা যায়]

কড়া নাড়ছে কে ? পুলিশ ডেকে নিয়ে এল নাকি ?

[নেপথ্যে শোনা যায়—বিশ্বনাথবাবু আছেন ?]

বিশ্বনাথবাবু ! বিশ্বনাথ তো আমারই নাম। ফলস্ কেসে ঝুলিয়ে দিল !

[আবার শোনা যায়—ও বিশ্বনাথবাবু]

বলাৎকারের দায়ে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড! জেলখানায় মেয়েছেলে কয়েদীরা আলাদা জায়গায় থাকে। শালা জেলে গিয়েও লাভ নেই।

[নেপথ্যের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে আসে—
বিশ্বনাথবাবু আছেন?]

(উচ্চস্বরে উত্তর দেয়) আছেন—।

[দীপক প্রবেশ করে]

দীপক ॥ আমি মিতার কাছ থেকে আসছি।

বিশ্বনাথ ॥ তবু ভাল, আমি ভাবলাম থানা থেকে আসছেন। কি নাম বললেন, মিতা?

দীপক ॥ হ্যাঁ!

বিশ্বনাথ ॥ সে এই বাড়ীতে এখন থাকে না। তার বিয়ে হয়ে গেছে। আপনার কোনো চান্স নেই।

[দীপক বুঝতে পারে বিশ্বনাথ মাতাল হয়ে গেছে]

দীপক ॥ (হেসে) মিতাই আপনার কাছে একটা দরকারে পাঠিয়েছে?

বিশ্বনাথ ॥ আমার কাছে দরকারে পাঠিয়েছে?

দীপক ॥ ওর একটা স্যুটকেস্ যাবার সময় নিয়ে যেতে পারেনি। আমাকে বলেছে সেটা নিয়ে যেতে।

বিশ্বনাথ ॥ হ্যাঁ—ওর একটা স্যুটকেস্ পড়ে আছে।

দীপক ॥ মেয়েছেলের স্যুটকেস্ না খুলে ভালই করেছেন। অনেক কিছু গোপনীয় জিনিস থাকতে পারে।

বিশ্বনাথ ॥ হ্যাঁ—বিশেষ করে তার মত মেয়ে।

দীপক ॥ মেয়েটা কিরকম বলুন তো?

বিশ্বনাথ ॥ সাসপেন্স—সাসপেন্স! প্রতিটি পদক্ষেপে রহস্যময়! এখানে যত

দিন ছিল, আমি তো আগুন হয়ে তার কাছাকাছিই থাকতাম। কিন্তু গলল কই?

দীপক॥ ডালাডা মেশানো ঘী তো, তাই গলেনি।

বিশ্বনাথ॥ আপনার কথাই ঠিক। আসলে মেয়েটাই ভেজাল।

দীপক॥ স্যুটকেসটা তাহলে এবার দিয়ে দিন।

বিশ্বনাথ॥ আপনি বসুন, আমি নিয়ে আসছি। আমার স্ত্রী বাড়ী নেই তো, তাই স্যুটকেস্‌টাকে আমার ডামি স্ত্রী বানিয়ে বিছানায় শুইয়ে রেখেছি।

[বিশ্বনাথ বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। দীপক হাসতে থাকে। বাইরে থেকে এক যুবক সন্তর্পণে প্রবেশ করে। সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। তার নাম রমেন। ঘরে ঢুকেই দীপকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়। তারপর দীপকের দিকে এগিয়ে যায়]

রমেন॥ আপনি কি এই বাড়ীতে থাকেন?

দীপক॥ না। এখানে একটা দরকারে এসেছি।

রমেন॥ আমি কিছুদিন থেকেই দেখছি এই বাড়ীটা তালা বন্ধ থাকে। ভেবেছিলাম এরা বোধ হয় চলে গেছে। যাক লোকজন আছে তাহলে!

দীপক॥ বিশ্বনাথবাবু আছেন। আপনি বসুন, এক্ষুণি আসবেন।

রমেন॥ না—বিশ্বনাথবাবুকে আমার প্রয়োজন নেই।

দীপক॥ বিশ্বনাথবাবু ছাড়া আর কেউ এ বাড়ীতে থাকে ব'লে তো আমার মনে হচ্ছে না।

রমেন॥ আপনার মনে না হতে পারে, কিন্তু থাকে। আচ্ছা—আপনার কাজ সেরে আপনি চলে যান। আমি একটু পরেই আসব।

[রমেন ভেতরের দরজায় অনুসন্ধান দৃষ্টি দিয়ে

বাইরে চলে যায়। দীপক কৌতূহল অনুভব করে। ভেতর থেকে স্যুটকেস্ হাতে বেরিয়ে আসে বিশ্বনাথ]

বিশ্বনাথ ॥ মিতার শেষ চিহ্নটুকু আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাচ্ছে। একেই বলে বিচ্ছেদ, বিরহ, বেদনা! এই নিন স্যুটকেস্। ওকে বলবেন স্যুটকেস্ আমি ওর প্রতীক মনে ক'রে যথেষ্ট আদর-যত্নেই রেখেছিলাম।

দীপক ॥ এই কথাটা আপনিই ওকে গিয়ে ব'লে আসুন না।

বিশ্বনাথ ॥ কোথায় তাকে পাচ্ছি?

দীপক ॥ ষোলো নম্বর নিউ রোডে গেলে তার দেখা পাবেন।

বিশ্বনাথ ॥ ষোলো নম্বর নিউ রোড! না, সেখানে গেলে ও আমাকে মারবে।

দীপক ॥ আপনার ভয় নেই, আমি থাকব সেই বাড়ীতে।

বিশ্বনাথ ॥ আপনি কে বলুন তো?

দীপক ॥ আমি তেমন কেউ নই। ওর স্বামীর পোস্টে আছি আর কি।

বিশ্বনাথ ॥ এই মরেছে! এতক্ষণ ধরে আমি আপনার কাছেই তার কেচ্ছা গাইছি। আপনি কিরকম ভদ্রলোক মশাই, এতক্ষণ পরিচয় না দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছেন!

দীপক ॥ আজ তাহলে আসি।

[দীপক চলে যায়]

বিশ্বনাথ ॥ আমিও একটা উল্লুক! পরিচয় না নিয়েই অত কথা ব'লে গেলাম। (খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে) শালা মদ-মাতালের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা!

[বাইরে থেকে রমেন প্রবেশ করে]

কে?

রমেন ॥ আমাকে আপনি কয়েকবার বাড়ীতে আসতে দেখেছেন।

বিশ্বনাথ ॥ (ভাল ক'রে দেখে) ও হ্যাঁ! এসে মিতার সঙ্গে ফিসফিস করতেন।

রমেন ॥ মিতা কোথায়?

বিশ্বনাথ ॥ মিতা—সে তো ভাগল্‌বা!

রমেন ॥ সে তো বুঝতেই পারছি। কোথায় গেছে?

বিশ্বনাথ ॥ শ্বশুরবাড়ী।

রমেন ॥ তার মানে?

বিশ্বনাথ ॥ শ্বশুরবাড়ী মানে বুঝতে পারলেন না? কোন্ দেশের লোক আপনি?

রমেন ॥ পরিষ্কার ক'রে বলুন। তাকে আমার জরুরি দরকার।

বিশ্বনাথ ॥ আপনাদের মত লোকগুলোকে খিস্তি ক'রে না বললে মাথায় কিছু ঢোকে না। শালা বিয়ে মানে বোঝ? সেই বিয়ে সে করেছে!

[রমেনের চোখে কুটিল দৃষ্টি ফুটে ওঠে]

রমেন ॥ বিয়ে তো সে করতে পারে না।

বিশ্বনাথ ॥ আর করতে পারে না! বিয়ে হয়ে গেল, ছেলে হয়ে গেল—(একটু ভেবে) না, ছেলে হয়নি এখনও।

রমেন ॥ তার ঠিকানা আমাকে দিন।

বিশ্বনাথ ॥ এই মরেছে, আমি তো ভাবছিলাম ঠিকানা নিয়ে তার কাছে যাব। আপনিও যাবেন? লম্বা লাইন হয়ে গেলে তো কারুরই চান্স হবে না।

রমেন ॥ বিয়ে করেছে! বিয়ে করাচ্ছি তাকে—ঠিকানা দিন।

বিশ্বনাথ ॥ দেখুন তো দেওয়ালে লেখা আছে নাকি?

রমেন ॥ কোন্ দেওয়ালে?

বিশ্বনাথ ॥ না, দেওয়ালে নয়—ক্যালেণ্ডারে লেখা আছে বোধ হয়।

[রমেন ক্যালেণ্ডার দেখে]

রমেন ॥ না—ক্যালেণ্ডারে নেই।

বিশ্বনাথ ॥ তাহলে কোথায় ঠিকানা ফেলে দিলাম!

রমেন ॥ আপনি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কী করছেন?

বিশ্বনাথ ॥ মাইরী বলছি ঠিকানা হারিয়ে গেছে।

[রমেন বিশ্বনাথের জামা চেপে ধরে]

রমেন ॥ চালাকী পেয়েছ? দাও তার ঠিকানা—

বিশ্বনাথ ॥ নিউ রোড।

রমেন ॥ কত নম্বর নিউ রোড?

বিশ্বনাথ ॥ মাল টেনে অত কথা মনে থাকে না। যেটুকু স্মরণ করতে পেরেছি, আপনার বাপের ভাগ্যি!

রমেন ॥ ঠিক আছে, নিউ রোডের সমস্ত বাড়ী আমি খুঁজব। আমার চোখের আড়ালে সে যেতে পারবে না। আমি তাকে খুঁজে বার করবই।

[রমেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বেরিয়ে যায়]

বিশ্বনাথ ॥ সামান্য মেয়েছেলের জন্যে আরেকটু হলে আমাকে মার্ডার ক'রে ফেলছিল। লোকটার চরিত্র একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! ছি!

—দৃশ্যান্তর—

জীবনরঙ্গ

চতুর্থ দৃশ্য

[দীপক-মিতার সেই ঘর। একটু আগে দীপক অফিস থেকে ফিরে এসে গুন গুন ক'রে গান ক'রে জুতোর ফিতে খুলছে। রাধাকান্ত প্রবেশ করে]

রাধাকান্ত ॥ বাইরে থেকে আপনার গানের গলা শুনে ঢুকে পড়লাম।

দীপক ॥ আমার গানের গলা—হাঃ হাঃ হাঃ !

রাধাকান্ত ॥ হাসছেন কেন, গলাটিতো আপনার খারাপ নয়।

দীপক ॥ এ সংগীতের নাম কি জানেন ? বাথরুম সংগ্।

রাধাকান্ত ॥ বাথরুম সংগ্ !

দীপক ॥ হ্যাঁ, চান করার সংগীত। এই সংগীতের কোনো সুর নেই, তাল নেই, কথার মানে নেই। যেভাবে খুশী রচনা ক'রে গাওয়া যায়। শ্যামা সংগীতের সঙ্গে হিন্দী সিনেমার গান যুক্ত হয়ে যেতে পারে। আবার তার সঙ্গে জাজ্ মিউজিক জুড়ে গিয়ে স্বরচিত রবীন্দ্র সংগীতও হয়ে যেতে পারে ? হাঃ হাঃ হাঃ। মুডের ওপর সব নির্ভর করে।

রাধাকান্ত ॥ আজ তাহলে আপনার মুড ভালই আছে বলতে হবে।

দীপক ॥ তা বলতে পারেন।

রাধাকান্ত ॥ অফিসের কি সব অশান্তি হয়েছিল না ?

দীপক ॥ সে সব মিটে গেছে। অফিসের বস্ একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

রাধাকান্ত ॥ মা লক্ষ্মী তো এখনও ফেরেনি ?

দীপক ॥ হ্যাঁ—ওই এক অফিস বটে! অফিসারটি বজ্জাতের ঝাড়। সব সময় ফন্দী খোঁজে কি ক'রে মেয়েদের বেশিক্ষণ অফিসে আটকে রাখা যায়।

রাধাকান্ত ॥ সেরকম বিপজ্জনক অফিস হলে, মা লক্ষ্মীকে অফিস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন।

দীপক ॥ ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন! ছাড়িয়ে নিয়ে এলে তার খাওটা জুটবে কি ক'রে?

রাধাকান্ত ॥ কেন, আপনার রেজগারেই তার খাওয়া জুটবে।

দীপক ॥ আমার টাকায় তাকে খাওয়াব কেন? হিজ্ হিজ্ হুজ্ হুজ্—'যার যার, তার তার'!

রাধকান্ত ॥ এ আবার কি কথা? স্বামীর টাকায় স্ত্রী খাবে, এর মধ্যে 'যার যার, তার তার'-এর কি আছে?

দীপক ॥ (খেয়াল করে) ও হ্যাঁ—তাইতো! আমার টাকায় আমার স্ত্রীর খাবার রাইট্ তো থাকবেই। মানে দু'জনে চাকরী করি তো। তাই সব সময় মনে হয় আমার টাকায় আমি খাব, তোমার টাকায় তুমি খাবে।

রাধাকান্ত ॥ এ ধারণা মনে আসা ঠিক নয়। কেন যে আপনারা বাড়ীর বৌদের চাকরী করতে পাঠান!

[নেপথ্য থেকে শোনা যায়—"দীপক মিত্র ব'লে কেউ এখানে থাকেন?" বাইরের কণ্ঠস্বর শুনে ঘাবড়ে গিয়ে দীপকের চোখ দু'টো ছানাবড়া হয়ে যায়]

দীপক ॥ (চাপা গলায়) রাধাকান্তবাবু, আপনি ব'লে দিন ও নামে কেউ এখানে থাকে না।

রাধাকান্ত ॥ কেন বলুন তো?

দীপক ॥ উপকার—উপকার হয় আর কি ! বলুন না দয়া ক'রে—

[বাইরে থেকে আচমকা দীপকের ছোটভাই অনল কাঁধে এবার ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রবেশ করে। তার বয়স পঁচিশের মধ্যে। তাকে দেখে দীপক অপ্রস্তুতের হাসি হাসে]

অনল ॥ একি তুমি বোর্ডিং ছেড়ে দিয়ে এখানে আছ, অথচ বাড়ীতে জানাওনি কেন ?

দীপক ॥ চিঠি লিখে রেখেছি বুঝলি। পোস্ট করা হয়নি।

অনল ॥ কবে লিখে রেখেছ ?

দীপক ॥ মাস তিনেক আগে—

অনল ॥ তিন মাসের মধ্যে তুমি চিঠি পোস্ট করার সময় পেলে না ?

দীপক ॥ রাধাকান্তবাবু, আপনি তাহলে কোথায় যাচ্ছিলেন যান। এ আমার দেশের লোক, একটু কথা-টথা হবে।

অনল ॥ (অবাক হয়ে) দেশের লোক ?

দীপক ॥ এই ছাখ, কি বলতে কি ব'লে ফেলছি। আমার বাড়ীর লোক—আমার ছোট ভাই। খুব ভাল ছেলে। বোডিং-এ থাকতে কত বলেছি—আমার কাছে কযেক দিন থেকে যা। থাকেনি। এখন এলো তো—একটু পরেই চলে যাবে।

[অনল আরোও অবাক হয়]

রাধাকান্ত ॥ সে কি ক'রে হয় ? দাদার কাছে এসেছে, দু'টো দিন অন্ততঃ থাকবে।

দীপক ॥ সেইতো—

রাধাকান্ত ॥ মা লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হলো না। আমি তাহলে যাচ্ছি।

দীপক ॥ (ঢোক গিলে) আচ্ছা।

[রাধাকান্ত চলে যায়]

অনল ॥ মা লক্ষ্মী কে ?

দীপক ॥ ওর একটা মেয়ে আছে তাকে খুঁজছে।

অনল ॥ তাকে এখানে এসে খুঁজছে কেন ?

দীপক ॥ ওই এক ধরণের লোক আর কি! ছিটেল—ছিটেল—

অনল ॥ তুমি বোর্ডিং ছেড়ে দিয়ে এখানে বাড়ী ভাড়া করলে কেন ?

দীপক ॥ জায়গা হচ্ছিল না— বুঝলি।

অনল ॥ অত বড় ঘরে তোমার জায়গা হচ্ছিল না ?

দীপক ॥ তুই যে ঘরটা দেখেছিলি, সেটা নয়। আরেকটা ছোট্ট ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছিল। একেবারে নড়া-চড়া যেতো না। ভীষণ রাগ হয়েছিল। তাই রাগ ক'রে চলে এলাম।

অনল ॥ বোর্ডিং-এর ম্যানেজারতো সে কথা বলল না। সে বলল—তুমি একদিন এক ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে, হুটপাট ক'রে জিনিসপত্র নিয়ে চলে এসেছ।

দীপক ॥ (আমতা আমতা ক'রে) না—হুটপাট ঠিক নয়।

অনল ॥ তোমার কথাতো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে ছিল ?

দীপক ॥ আচ্ছা অনল, তুই এসে অব্দি তো শুধু জেরাই করছিস। বাড়ীর খবরতো কিছুই বলছিস না।

অনল ॥ বাড়ীর খবর জানার ইচ্ছে থাকলে, তুমি চিঠিপত্র দেওয়া বন্ধ ক'রে দিতে না। মা তোমার খবর না পেয়ে পাগলের মত হয়ে গেছে। কি যে তুমি করছ, আমার কিরকম সন্দেহ হচ্ছে।

দীপক ॥ এই ত্মাখ, সন্দেহ করার কি আছে! একটু জায়গা পাল্টাপাল্টির ব্যাপার হয়েছে আর কি!

অনল ॥ একটু নয়, আমার মনে হচ্ছে, অনেকটাই হয়েছে। (ভেতরের দিকে তাকিয়ে) ভেতরে একটা ঘর আছে বুঝি ?

দীপক ॥ হ্যাঁ—ছোট্ট একটা ঘর আছে।

অনল ॥ দু'খানা ঘর নিয়ে তুমি কর কি?

দীপক ॥ কিছ্ছু না। এমনি পড়ে থাকে।

অনল ॥ দেখে আসি তো ঘরটা কি রকম।

দীপক ॥ ঘর দেখার কি আছে! বস বস।

অনল ॥ না—মা আমাকে সব কিছু দেখেশুনে খোঁজখবর নিয়ে যেতে বলেছে। ঘরটা দেখেই আসি।

দীপক ॥ একটু বিশ্রাম না ক'রেই কেন যে এত ছট্‌ফট্‌ করছিস!

[অনল ভেতরের ঘরে ঢোকে। দীপক অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে অনল বেরিয়ে আসে]

অনল ॥ ঘরটাতো একেবারেই পড়ে থাকে না। রীতিমত ব্যবহার করা ঘর। সব কিছু পরিপাটি ক'রে সাজানো গোছানো।

দীপক ॥ আমিই গুছিয়ে রাখি।

অনল ॥ তুমিই গুছিয়ে রাখ! জন্মে কোনোদিন ওসব কাজ করেছ?

দীপক ॥ আমি না করলে আর কে করবে বল? বিদেশে থাকলে ওসব করতে হয়।

অনল ॥ ভেতরের ঘরে আনলায় দেখলাম অনেক শাড়ী-ব্লাউজ ভাঁজ করে রাখা আছে। ওগুলো কার?

দীপক ॥ ওগুলো—ওগুলো তো রাঁধুনীর।

অনল ॥ রাঁধুনীর!

দীপক ॥ ওহো—তোকে তো বলাই হয়নি। আমি একজন রাঁধুনী রেখেছি। রান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা সব কাজই করে। খুব কাজের মেয়েছেলে। স্বামী খেতে-পরতে দেয় না ব'লে নিজেই কাজ করে খায়।

অনল ॥ তুমি জোটালে কি ক'রে ?

দীপক ॥ ঐ ইয়ে হয়ে গেল। একদিন বলল—দাদাবাবু আমি খুব কষ্টে আছি। আপনি যদি আমাকে একটু আশ্রয় দেন, আপনার সব কাজ আমি ক'রে দেব। শুনে আমার খুব দুঃখ হলো! আমি কাজে নিয়ে নিলাম। ভাল করিনি অনল ?

অনল ॥ ভাল খারাপ তুমিই জানো। তবে তার শাড়ী-ব্লাউজের সঙ্গে তোমার জামা-প্যাণ্ট একই আনলায় রাখাটা আমার খুব ভাল ঠেকছে না।

দীপক ॥ রেখেছে বুঝি ? বকে দেব! খুব বকে দেব আজকে। চল অনল বাড়ীর জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসি। তুই তো আবার একটু পরে চলে যাবি।

অনল ॥ আজ আমি যাব না, কাল যাব।

দীপক ॥ (বিমর্ষভাবে) কাল যাবি! যাক্ তাহলে তোর সুমতি হয়েছে।

[বাইরে থেকে মিতা প্রবেশ করে]

মিতা ॥ (দীপককে) অফিস থেকে কখন ফিরলেন ?

দীপক ॥ (রাগ দেখিয়ে) যখনই ফিরি তা দিয়ে তোমার দরকার কি ? রাঁধুনী রাঁধুনীর মত থাকবে।

মিতা ॥ (অবাকভাবে) রাঁধুনী!

দীপক ॥ (একইভাবে) স্বামী অত্যাচার করে ব'লে আশ্রয় চেয়েছিলে। দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছি। সেই সুযোগ নিয়ে তুমি যদি মাথায় ওঠার চেষ্টা ক'রো দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব।

মিতা ॥ কি আবোল-তাবোল বকছেন আপনি ?

দীপক ॥ যতো বড় মুখ নয় ততো বড় কথা! আমার খেয়ে, আমার পরে, আমার কথাকে আবোল-তাবোল বলা হচ্ছে ?

মিতা ॥ আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

দীপক ॥ কি—আমার মাথা খারাপ! দেখেছিস অনল, আজকালকার রাঁধুনী-ঝি-দের এ্যাটিটিউড্ ?

মিতা ॥ বাইরের লোকের সামনে আমাকে এভাবে অপমানকর কথা বলছেন কেন ?

দীপক ॥ বাইরের লোক মানে—এতো আমার ছোট ভাই। ওই তো আমাকে তোমার বাড়াবাড়িটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল !

মিতা ॥ ব্যাপারটা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

দীপক ॥ বুঝতে পারছ না ?

মিতা ॥ না, বুঝতে পারছি না।

দীপক ॥ (আরোও চেঁচিয়ে) কিছুই বুঝতে পারছ না ?

মিতা ॥ না।

দীপক ॥ ভেতরে চলো ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছি। এত বড় স্পর্ধা তোমার। এসো শীগ্গীর—

[দীপক হন হন ক'রে ভেতরে যায়। মিতা একবার অনলের দিকে চেয়ে দীপকের পেছন পেছনে ভেতরে যায়। ভেতরে কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। হঠাৎ দীপকের উত্তেজিত গলা শোনা যায়। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার সেই চিৎকার। একটু পরে দীপক উত্তেজিত ভাব দেখিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। পেছন পেছন 'আবেদন' করার ভঙ্গী ক'রে মিতা আসে। তার বগলে কিছু শাড়ী-ব্লাউজ পুঁটলী করা]

মিতা ॥ আমাকে ক্ষমা ক'রে দিন দাদাবাবু। আর এমনটি হবে না। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ। কোন্টা করলে খারাপ হয় ঠিক বুঝতে পারি না।

দীপক ॥ না—তুমি চলে যাও। দূর হয়ে যাও এখান থেকে। তোমার এত বড় দু'সাহস তুমি আমার জামা-কাপড়ের সঙ্গে তোমার শাড়ী-ব্লাউজ রাখ! তাইত বলি—আমার জামা-প্যাণ্টে কেন হলুদ হলুদ গন্ধ!

মিতা ॥ ব্যাটাছেলের জামা-কাপড়ে হলুদ গন্ধ—আরে ছি—ছি! আমি খুবই অন্যায় করেছি দাদাবাবু!

দীপক ॥ লিভ্ দিস্ প্লেস এ্যাট্ ওয়ান্স—গেট্ আউট্ আই সে।

মিতা ॥ আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না দাদাবাবু। স্বামীর ঘর করতে পারলাম না। আপনার এখানে দু'মুঠো খাচ্ছিলাম। আপনিও যদি তাড়িয়ে দেন কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? (কাঁদতে থাকে)

দীপক ॥ আর কোনো দিন এরকম হবে না তো?

মিতা ॥ (চোখ মুছে) কোনো দিন হবে না। এক্ষুণি আমার জামা-কাপড় মেঝেতে রেখে দিচ্ছি।

দীপক ॥ যাও।

মিতা ॥ দাদাবাবু, আপনার ছোটো ভাই এসেছেন; ওনার জন্য চা বানাব?

দীপক ॥ বানাও।

মিতা ॥ আর কিছু খাবার বানাতে হবে?

অনল ॥ না—আমি খেয়ে এসেছি।

দীপক ॥ শুনতে পাচ্ছ না যে ও খেয়ে এসেছে, তবু হাঁ ক'রে কি দেখছ? যাও—

[মিতা ধমক খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়]

দীপক ॥ (অনলকে) যা ধমক দিয়েছি—খুব ভয় পেয়ে গেছে!

অনল ॥ আচ্ছা দাদা, এর চেহারা, জামা-কাপড় দেখে তো রাঁধুনী ব'লে মনে হয় না।

দীপক ॥ মনে হয় না?

অনল ॥ না। কি রকম ভাল শাড়ী পরে আছে দেখেছ? যে কখানা শাড়ী

হাতে ক'রে এনেছিল সবগুলোই দামী শাড়ী। ভাল ক'রে খোঁজখবর নিয়ে কাজে লাগিয়েছ তো?

দীপক এতটা তো খেয়াল করিনি। (চেঁচিয়ে ডাকে) রাঁধুনী—রাঁধুনী—

[নেপথ্যে মিতা উত্তর দেয়—যাই দাদাবাবু]

অনল ॥ সেকি? রাঁধুনী ব'লে ডাকছ কেন? ওর নাম নেই?

দীপক ॥ হ্যাঁ—নাম আছে। তবে আমি রাঁধুনী ব'লেই ডাকি।

[মিতা প্রবেশ করে]

মিতা ॥ কি বলছেন দাদাবাবু?

দীপক ॥ শোনো রাঁধুনী, এত দামী দামী শাড়ী তুমি কোথায় পাও? উঁ?

মিতা ॥ ও সেই কথা! এসব তো আমার বিয়েতে পাওয়া দাদাবাবু। আসবার সময় শ্বশুরবাড়ী থেকে সব পুঁটলী ক'রে সব নিয়ে এসেছি।

দীপক ॥ রাঁধুনীর চাকরী ক'রে ভাল ভাল শাড়ী পর, তাই সন্দেহ হয়।

মিতা ॥ সন্দেহ করার কিছু নেই দাদাবাবু, আমি চুরি করিনি।

দীপক ॥ ব্যাস্, আর কথা নয়—চলে যাও।

মিতা ॥ (অনলকে) বসুন ছোটো দাদাবাবু। চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি —এক্ষুনি হয়ে যাবে।

[মিতা চলে যায়]

দীপক ॥ কাজকর্মে খুব চটপটে। সেইজন্যেই আমি ছোটো-খাটো দোষ-ত্রুটি ধরি না।

অনল ॥ হঠাৎ তোমার এই পরিবর্তন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দাদা। দু'টো ঘর ভাড়া করেছ, রাঁধুনী রেখেছ।

দীপক ॥ কমফোর্ট—একটু আরাম, বুঝলি না। বয়স হচ্ছে তো—

অনল ॥ মাকে গিয়ে তাহলে বলতে হয়।

দীপক ॥ মাকে আবার কি বলবি?

অনল ॥ তোমার বয়স হচ্ছে!

দীপক ॥ এসব কথা আবার মাকে বলার কি আছে? আচ্ছা অনল, মুরগী খাবি, মুরগী?

অনল ॥ মুরগী!

দীপক ॥ হ্যা—। রাঁধুনী যা মুরগীর রোস্ট রাঁধে না—ফার্স্ট ক্লাস! চা-টা খেয়ে চল, তুই ভাই-এ গিয়ে মুরগী কিনে নিয়ে আসি—

অনল ॥ আমার একটা হকিষ্টিক কিনতে হবে।

দীপক ॥ কিনে দেব। আর কি দরকার তোর বলতো?

[মিতা চা নিয়ে প্রবেশ করে]

মিতা ॥ এই নিন্ ছোটো দাদাবাবু, চা খান।

[অনল মিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে]

দীপক ॥ অনল, চা-টা নে। (অনল চা নেয়) রাঁধুনী, আমরা মুরগী আনতে যাচ্ছি, বুঝলে। খুব ভাল ক'রে রোস্ট তৈরী করা চাই কিন্তু!

মিতা ॥ সে আর বলতে হবে না দাদাবাবু। ওনাকে ভাল ক'রে না খাওয়ালে তো আবার বাড়ী গিয়ে নিন্দে করবেন।

দীপক ॥ বেশি কথা বলবে না বুঝলে। একদম বেশি কথা বলবে না।

মিতা ॥ ছোটো দাদাবাবুকে দেখছিতো, তাই একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

দীপক ॥ ইচ্ছে করলেও দমন করবে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? আর, এই ঘরে বেশি আসবে না। যাও!

[মিতা চলে যায়। বাইরে থেকে তরুণ প্রবেশ করে]

তরুণ ॥ এই অপগণ্ড, আমাকে না ব'লেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিস! আমি তো তোকে গরু-খোঁজা খুঁজে শেষকালে নিজেই রামছাগল হয়ে গেছি। বৌদি কোথায়? চা-টা পাওয়া যাবে?

দীপক ॥ (হঠাৎ রেগে) তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। যখন-তখন বাড়ীতে এসে ঢুকলেই হলো ?

তরুণ ॥ ষ্টুপিড্। আমি কি তোর কাছে এসেছি, বৌদির হাতের চা খেতে এসেছি।

[দীপক তরুণকে একবার আড়চোখে দেখে নেয়]

দীপক ॥ (নরম সুরে) তরুণ, এ আমার ছোটো ভাই, অনল। ওর সামনে ওভাবে ইয়ার্কী করতে নেই।

তরুণ ॥ তোর ছোটো ভাই! তবে তো আজ জোর খাওয়া-দাওয়া হবে। আমি বাবা আজ রাত্রে না খেয়ে যাচ্ছি না। বৌদিকে ব'লে দে আরেকজন হেড্ বেড়ে গেল।

[বসে পড়ে]

দীপক ॥ কি আপদ এসে জুটল! ওঠ, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

তরুণ ॥ বল না, আমি তো বসে বসেই শুনছি।

দীপক ॥ (হাত ধরে টানে) এখানে হবে না, ভীষণ ব্যাপার—

তরুণ ॥ মোষের মত টানছিস্ কেন ?

দীপক ॥ (দরজার কাছে টানতে টানতে নিয়ে যায়) বিপদ বোঝ না শালা—

তরুণ ॥ কিসের বিপদ ?

[দীপক টানতে টানতে তরুণকে বাইরে নিয়ে যায় এবং একটু পরে নিশ্চিন্ত মনে ঢোকে]

দীপক ॥ (একগাল হেসে) দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছি। আর আসতে পারবে না।

অনল ॥ তাতো বুঝলাম কিন্তু টানতে টানতে ওভাবে নিয়ে গেলে কেন ?

দীপক ॥ বড্ড পেটুক, খেতে না দিলে ভেতরে ঢুকে এটা ওটা সব ছড়িয়ে ফেলবে।

অনল ॥ বৌদি-বৌদি করছিল কেন ?

দীপক ॥ ঠাট্টা করছিল। চল, মুরগী কিনে নিয়ে আসি।

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়]

অনল ॥ বাইরে কে কড়া নাড়ছে ?

দীপক ॥ নাড়ুক, আমরা চুপ ক'রে বসে থাকি।

অনল ॥ কেন ?

দীপক ॥ আমরা যেন বেশ ঘুমিয়ে পড়েছি—এঁ্যা ?

অনল ॥ সে আবার কি কথা। দরজা খুলে দেখ, জরুরী ব্যাপারও তো হতে পারে।

দীপক ॥ কোনো জরুরী ব্যাপার নয়। ঐ শালাই কড়া নাড়ছে। দরজা খুলেই এক ঘুসি ঝাড়ব।

[দীপক দরজা খুলেই শূন্যে একটা ঘুষি চালায়। দীপকের অফিসার ত্রিদিব প্রবেশ ক'রে মাথা সরিয়ে নেয়]

ত্রিদিব ॥ হ্যালো মিত্র—একি! হাত-পা ছুঁড়ে এক্সাসাইজ করছিলেন নাকি ?

[অফিসারকে দেখে দীপক কেঁচোর মত হয়ে যায়]

দীপক ॥ নমস্কার স্যার। হাতে একটা ব্যথা হয়েছে। তাই ছুঁড়ে দেখছিলাম হাতটা খেলছে কিনা। (চেয়ার এগিয়ে দেয়) বসুন স্যার!

ত্রিদিব ॥ এই বাড়ীটা আপনাদের পক্ষে ভালই হয়েছে।

দীপক ॥ গরীব মানুষ, কোনো রকম ক'রে চলে যায় স্যার।

ত্রিদিব ॥ ওকথা বললে হবে না মিত্র, জয়েণ্ট, ইন্‌কাম।

[দীপক অনলের দিকে আড়চোখে তাকায়]

দীপক ॥ তা ঠিক স্যার।

ত্রিদিব ॥ আপনার স্ত্রী বাড়ীতে নেই ?

দীপক ॥ এ্যাঁ ? হ্যা—আছে স্যার—আছে। ডেকে দিচ্ছি স্যার—

[অনল দীপকের দিকে তাকায়। দীপক অসহায়ভাবে ভেতরে যায়]

অনল ॥ আমি বাইরে যাচ্ছি।

ত্রিদিব ॥ হোয়াই ?

অনল ॥ এমনি—

[অনল গম্ভীরভাবে বাইরে চলে যায়। দীপক ভেতর থেকে প্রবেশ করে]

দীপক ॥ আসছে স্যার। অনল কোথায় গেল ?

ত্রিদিব ॥ বাইরে গেল।

দীপক ॥ একটা ম্যাসাকার হয়ে গেল !

ত্রিদিব ॥ কি হলো ?

দীপক ॥ না—কিছু নয় স্যার।

[মিতা হাসিমুখে প্রবেশ করে]

মিতা ॥ নমস্কার।

ত্রিদিব ॥ আমি দেখতে এসেছি, মিত্রের অফিস যাতায়াতের জন্য তাঁর স্ত্রীর আর কোনো অসুবিধে আছে কিনা !

মিতা ॥ আপনি তো সুবিধেই ক'রে দিয়েছেন। আর অসুবিধে হবে কেন ? (দীপককে) তোমার ভাই কোথায় গেল ?

দীপক ॥ বাইরে গিয়ে গাড়ী-ঘোড়া দেখছে। গ্রামের ছেলে তো !

মিতা ॥ এই শোনো—

ত্রিদিব ॥ মিসেস মিত্র, আগেই কিন্তু বলে দিচ্ছি আমি কিছু খাব না। নট্ ইভন্ এ কাপ অফ্ টি।

দীপক ॥ তা কি ক'রে হয় স্যার, দয়া ক'রে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।

ত্রিদিব ॥ আই উইল্ কাম্ এগেন। সেই সময় হবে।

মিতা ॥ ঠিক আছে জোর করব না। আপনাদের ব্যাংকের লোককে জোর করা মানে অভদ্রতা।

ত্রিদিব ॥ ইউ আর্ ভেরী প্রম্‌ট্ ইন রিপ্লাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে। আমার অফিসে মেয়েদের চাকরীতে নেবার নিয়ম থাকলে, আপনাকে ভাল পোস্টেই নিয়ে নিতাম।

মিতা ॥ ধন্যবাদ।

ত্রিদিব ॥ মিসেস মিত্র, আপনি বলেছিলেন একদিন আমার বাড়ীতে আসবেন।

মিতা ॥ হ্যাঁ—দু একদিনের মধ্যেই যাব।

ত্রিদিব ॥ অবশ্য মিত্র যদি আপত্তি না করে।

দীপক ॥ আজই নিয়ে যান না সঙ্গে করে। আপত্তি করব কেন স্যার ?

ত্রিদিব ॥ আই এ্যাম্ সরি। আজ হবে না। আজ একটা এ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে। (ঘড়ি দেখে) এক্ষুণি চলে যেতে হবে। প্লিজ কাম্ এ্যানি ডে ইউ লাইক ! একা যদি যেতে না পারেন মিত্র পৌঁছে দেবে। মিত্র—

দীপক ॥ একাই যেতে পারবে স্যার। দুনিয়া চষে খায়—

[ত্রিদিব হো হো ক'রে হেসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়]

ত্রিদিব ॥ (স্থির দৃষ্টিতে) কতদিন পর একটু জোরে হাসতে পারলাম। প্রাণ খুলে হাসার স্কোপ সবার থাকে না। আপনাদের এখানে এসে আমার খুব ভাল লাগল। আজ তাহলে উঠলাম।

[ত্রিদিব চলে যায়। দীপক তার পেছন পেছন বাইরে যায়। একটু পরে একটা স্লিপ হাতে ক'রে ঢোকে]

মিতা ॥ আপনার হাতে ওটা কি ?

দীপক ॥ আমার কপাল! অনল চলে গেছে। লিখে গেছে—(পড়ে) "দাদা, তুমি বিয়ে করেছ। গোপন করার অনেক চেষ্টা করেছিলে। শেষ পর্যন্ত অফিসারের সামনে আর চাপতে পারনি। আমি সাতটার ট্রেনে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। বাড়ীতে চিঠিপত্র না দেওয়ার কারণ মাকে বুঝিয়ে বলব।" এর ফলাফল কি হবে বুঝতে পারছ?

মিতা ॥ আমি কি ক রে বুঝব? আপনিইবা মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন? আপনার তিন কুলে কেউ নেই!

দীপক ॥ বলেছিলাম নাকি? কেন বলেছিলাম বলুন তো?

মিতা ॥ আমি কি ক'রে জানব?

দীপক ॥ একটা কিছু বুদ্ধি দিন। আমি তো কোলাপস্ হয়ে যাচ্ছি।

মিতা ॥ সাতটা বাজতে এখনও দেরী আছে। যান, স্টেশন থেকে ভাইকে ধরে নিয়ে অসুন।

দীপক ॥ তারপর ঠ্যালা সামলাবে কে?

মিতা ॥ পরের ব্যাপার পরে দেখা যাবে। যান দেরী করবেন না।

দীপক ॥ (কান্না ভাঙ্গা গলায়) কি লটকান্ লটকেছি বাবা!

[দীপক ঝড়ের বেগে বাইরে বেরিয়ে যায়। মিতা দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। তারপর একটা স্যুটকেস্ খুলে সেখান থেকে একটা বাঁধানো ফটো বার করে। ফটোটাকে আঁচল দিয়ে মোছে। ফটোর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। বাইরের দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ হয়। মিতা তাড়াতাড়ি ফটো স্যুটকেসে বন্ধ ক'রে রেখে দরজা খুলে দেয়। মঞ্জু প্রবেশ করে]

মঞ্জু ॥ কি করছিলি?

মিতা ॥ কিছু না। আয়, বস।

মঞ্জু॥ দীপকদা বাড়ী নেই ?

মিতা॥ না।

মঞ্জু॥ ভদ্রলোককে ভালই বলতে হবে। নাহলে তোর স্বামী-সাজা-সর্তে অন্য কোন লোক রাজী হতো কিনা সন্দেহ!

মিতা॥ ভাল তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কতদিন আর এইভাবে থাকব বলতো মঞ্জু। একটা চাকরীর জন্য আমাকে কতদিকে মিথ্যের জাল বুনতে হয়েছে। দিনের পর দিন মিথ্যে অভিনয় করতে আর ভাল লাগে না। এক এক সময় মনে হয় দীপকবাবুর কাছে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ ক'রে দিই। আবার ভয় হয়। দীপকবাবু যদি আমার সব কিছু শুনে আমাকে ছেড়ে চলে যান, তাহলে আমি অকূল সাগরে পড়ব॥

মঞ্জু॥ বোকার মত সব বলতে যাবি কেন ?

মিতা॥ তারও তো ভবিষ্যৎ জীবন আছে। যদিও আমি ঠাট্টা ক'রে বলি সহজে মুক্তি দেব না। কিন্তু মনে মনে তো ঠিকই জানি যেদিন তার বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে, সেদিন তাকে মুক্তি দিতেই হবে। সেদিন আমার উপায় কি হবে বলতো ?

মঞ্জু॥ ভগবানই বাঁচার পথ দেখিয়ে দেবেন। এখন থেকেই অত ভাববার কি আছে ?

মিতা॥ ভাবনা হয়রে মঞ্জু—ভীষণ ভাবনা হয়। তুই বুঝবি না—

মঞ্জু॥ তোর কাছে আমি একটা দরকারে এসেছিলাম—মিতা।

মিতা॥ বল। আমি তো শুধু আমার কথাই ব'লে যাচ্ছি।

মঞ্জু॥ দিদির ব্যাপারটাতো তুই সবই জানিস। জামাইবাবুকেও তুই ভালই চিনিস।

মিতা॥ চিনব না, বাবা!

মঞ্জু॥ তুই যদি একটু হেল্প না করিস, দিদিকে হাসপাতাল থেকে কিছুতেই আনা যাবে না।

মিতা ॥ মঞ্জু, তুই আমার জন্য যা করেছিস, আমার মা-বাবা বেঁচে থাকলেও তা করতে পারত না। তুই বল কি করতে হবে? আমি তোর জন্য সব কিছু করব।

মঞ্জু ॥ দিদি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—হাজব্যাণ্ড খাতায় সই করলেই পেশেণ্টকে ছেড়ে দেবেন। জামাইবাবুকে হাসপাতালে হাজির করানো আমার সাধ্য নয়। তুই যদি দীপক-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা ব্যবস্থা করতে পারিস, তাহলে খুব ভাল হয়। দিদির যা মনের অবস্থা দেখলাম, দু'একদিনের মধ্যে না আনলে ওখানেই সুইসাইড ক'রে মরে যাবে।

মিতা ॥ তুই ভাবিস না মঞ্জু, নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব।

মঞ্জু ॥ আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি। কিছু করতে না পেরে তোর কাছে ছুটে এসেছি।

মিতা ॥ নিশ্চয়ই আসবি। আমিও তো তোর কাছে একদিন ছুটে গিয়েছিলাম। তুই তো আমাকে বাঁচার পথ দেখিয়েছিলি।

[বাইরে থেকে তরুণ প্রবেশ করে]

তরুণ ॥ এই যে বৌদি, সেই স্টুপিড্‌টা কোথায় গেল? (মঞ্জুকে দেখে একটু সংযত হয়) ওঃ আপনি ব্যস্ত নাকি?

মিতা ॥ মোটেই ব্যস্ত নই। বসুন। পরিচয় করিয়ে দিই। এ আমার বান্ধবী মঞ্জু।

তরুণ ॥ (উৎসাহ নিয়ে) তবে তো আমারও বান্ধবী। নমস্কার।

মঞ্জু ॥ নমস্কার।

মিতা ॥ ইনি হচ্ছেন তরুণবাবু। ওঁর অফিসের বন্ধু।

তরুণ ॥ এখন থেকে আপনারও বন্ধু।

মঞ্জু ॥ (হেসে) আচ্ছা—তাই হবে।

তরুণ ॥ বোদ, আপনার কাছে আমার অনেক কমপ্লেন আছে। নিজের স্বামী ব'লে দেবতা ভাববেন না। দরজার বাইরে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার মত লাথি ঝেড়েছে।

মিতা ॥ আপনি একটা উল্টে দিলেন না কেন ?

তরুণ ॥ ঘোড়ার কাজ ঘোড়া করিয়াছে, মানুষের তাহা কি সাজে ?

মিতা ॥ তবে হজম ক'রে নিন। চা খাবেন তো ?

তরুণ ॥ খাব না মানে ? তখনতো চা খেতে এসেই লাথি খেয়ে গেছি।

মিতা ॥ বসুন। আপনার বন্ধু বাড়ী নেই।

তরুণ ॥ যাক্, কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে বসা যাবে।

মিতা ॥ মঞ্জু আয়।

তরুণ ॥ মঞ্জু আয় মানে ? আমি কি এখানে একাবশে বসেঘোড়ার ঘাস কাটব ?

মিতা ॥ আচ্ছা মঞ্জু থাক তাহলে। তরুণবাবুর সঙ্গে গল্প কর। তরুণবাবুকেও তোর কাজে লাগিয়ে দেব।

তরুণ ॥ হ্যাঁ—দিন তো আমাকে কাজে লাগিয়ে। আজ পর্যন্ত মেয়েদের কোনো কাজ করার সুযোগই জুটল না।

[মিতা হেসে চলে যায়]

আমার একটু লাজ-লজ্জা কম বুঝলেন। আপনি হয়তো ভাবছেন, একটু আলাপ হতে না হতেই এক রাশ কথা ব লে গেল। আমার স্বভাবই ঐ। বেশি কথা বলি, কাজ কম করি। যাকৃগে আপনাকে তো আগে এ বাড়ীতে কখনও দেখিনি।

মঞ্জু ॥ আমি এ বাড়ীতে আগে একবারই এসেছিলাম। আজ নিয়ে দ্বিতীয়বার।

তরুণ ॥ এখন তো আমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে আসবেন। এলেই আমার দেখা প বেন।

মঞ্জু ॥ (হেসে) চেষ্টা করব।

তরুণ ॥ আপনি কোথায় থাকেন বলুন তো ?

মঞ্জু ॥ শ্রীমতী লজে।

তরুণ ॥ সেখানে তো সব মেয়ে। ইশ্ এইভাবে জীবনটাকে নষ্ট করছেন ?

মঞ্জু ॥ জীবন তো নষ্ট করছি না।

তরুণ ॥ করছেন না মানে ? সন্ধ্যে হতে না হতেই শ্রীমতী লজের গেটে তালা পড়ে যায়। এরপর আর জীবনের বাকী কিছু থাকে ?

মঞ্জু ॥ সে খবরও জানেন ?

তরুণ ॥ এরকম একটা মর্মান্তিক ব্যাপার সবাই জানে।

মঞ্জু ॥ সবটা তাহলে জানেন না। চাকরী-করা মেয়েরা রাত দশটা পর্যন্ত লজে ঢুকতে পারে।

তরুণ ॥ আপনি চাকরী করেন বুঝি ?

মঞ্জু ॥ হ্যাঁ। আমি আর মিতা একই অফিসে কাজ করি ?

তরুণ ॥ বাঃ বাঃ খুব ভাল। আজকালকার দিনে একার রোজগারে সংসার চলে না। স্ত্রীর কাছ থেকে একটু হেল্প দরকার। যাক এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

মঞ্জু ॥ কোন্ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন ?

তরুণ ॥ আর্থিক ব্যাপারে আপনার সাহায্য পাব।

মঞ্জু ॥ কেন—আপনাকে সাহায্য করতে যাব কোন্ দুঃখে ?

তরুণ ॥ করা উচিত। আমি তো খুব বেশি মাইনে পাই না।

মঞ্জু ॥ আপনি বেশি মাইনে না পেলে আমার কি ?

তরুণ ॥ সংসারটাতো আমার একার হবে না। জয়েন্ট্ রেসপন্সিবিলিটি। অবশ্য আইনতঃ আমারই চালানো উচিত। খাওয়া-পরা আমিই চালিয়ে নেব। কিন্তু শুধু খাওয়া-পরাইতো নয়। মনের খোরাকের জন্য সিনেমা, থিয়েটার, বেড়ানো— তারপর বছরে একবার ক'রে দূর দেশে যাওয়া, এসবতো আছে। জানেন, এগুলোও বেশি দিন করা

যাবে না। বেবিফুড বাড়ীতে ঢুকলে, আস্তে আস্তে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

মঞ্জু॥ ও বাবা, আপনি যে অনেক গভীরে ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছেন।

তরুণ॥ আগেইতো ভেবে রাখা ভাল। পরে লাইফটা অনেক ইজি হয়ে যাবে।

মঞ্জু॥ যাকে নিয়ে ভাবছেন, তারওতো মতামত দরকার।

তরুণ॥ এতক্ষণ চুপ ক'রে আছেন কেন? কিছু বলছেন না ভেবে আমি তো সব কিছু ফাইনাল ক'রে ফেলছিলাম। বলুন আপনার মতামত।

মঞ্জু॥ যদি বলি অন্য একজনের সঙ্গে আমি সংসারের জয়েণ্ট রেসপন্‌সিব্লিটি নেওয়া ঠিক ক'রে ফেলেছি।

তরুণ॥ এ্যাঁ! কতদিন ঠিক ক'রে ফেলেছেন?

মঞ্জু॥ তা—ধরুন বছরখানেক।

তরুণ॥ কাটিয়ে দিন।

মঞ্জু॥ কাটিয়ে দেব?

তরুণ॥ হ্যাঁ—কাটিয়ে দিন। এক বছরে ভাল ক'রে পাক ধরেনি। এখনও অনেক জায়গা কাঁচা আছে। তাকে শ্রীমতী লজের গেটটা দেখিয়ে আপনি হড়কে বেরিয়ে আসুন।

মঞ্জু॥ সে কি ক'রে হয়? বেচারা কত আশা ক'রে আছে। তাছাড়া আমাকে কত জিনিস প্রেজেণ্ট করে।

তরুণ॥ আরে আমি আপনাকে রাজরানী ক'রে দেব। হোল?

মঞ্জু॥ সে আমাকে গাড়ী ক'রে নিয়ে বেড়ায়।

তরুণ॥ গাড়ী আছে নাকি?

মঞ্জু॥ হ্যাঁ—নিজে চালায়। কি মজা লাগে!

তরুণ॥ বোকা যারা তারাই গাড়ী চালায়। সব সময় রাস্তার ওপর নজর রাখতে হয়, এই বুঝি লোক চাপা পড়ল, এই বুঝি ধাক্কা লাগল। এর

মধ্যে মজা লাগার সুযোগ কোথায়? আমি আপনাকে রিক্সা চড়াবো। রিক্সাওয়ালা চালাবে—আর আমরা দু'জনে নিকটতর হয়ে বসে থাকব। রাজী তো?

মঞ্জু॥ দাঁড়ান, চট ক'রে কি সব ব্যাপারে রাজী হওয়া যায়? ভাবতে দিন।

[মিতা ভেতর থেকে দু' কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করে]

মিতা॥ গল্প কি রকম জমেছে?

[দু'জনকে চা দেয়]

মঞ্জু॥ গল্প? এ তো রীতিমত আবেগের কথা। এর কাছে বেশিক্ষণ থাকলে মাথাটা যে খারাপ হয়ে যাবে।

মিতা॥ কেন, কি বলছেন?

মঞ্জু॥ বলার কিছু বাকী নেই। সংসার করা থেকে শুরু ক'রে বেবিফুড আনা পর্যন্ত হয়ে গেছে।

[উভয়ে হেসে ওঠে]

মিতা॥ বেচারা কি আর করবেন! বন্ধু-বান্ধব সবার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, ওনার কিছু হচ্ছে না।

তরুণ॥ মুখে দুঃখ প্রকাশ ক'রে কি লাভ? আমার জন্য চেষ্টা করেছেন কোনোদিন?

মিতা॥ সত্যি এবার থে'ক চেষ্টা করতে হবে।

মঞ্জু॥ দোহাই বাবা, আমার কাছে চেষ্টা করতে এসো না।

তরুণ॥ আপনি আপত্তি করছেন কেন? আমি ছেলে হিসেবে মোটেই খারাপ নই। সামনা-সামনি দেখতে আমাকে ভাল লাগবে না ঠিকই। কিন্তু একটু দূরে গিয়ে এ্যাংগেল ক'রে দাঁড়ালেই আমাকে রাজপুত্রের মত মনে হবে।

মঞ্জু॥ একটু দূরে দাঁড়ান না। আপনার রাজপুত্রের মত চেহারাটা দেখে নিই।

তরুণ ॥ আপনাকে দেখিয়ে কি লাভ? আপনিতো অলরেডি এন্‌গেজ হয়ে আছেন।

মিতা ॥ মঞ্জু, তুই আবার এন্‌গেজ হলি কবে?

মঞ্জু ॥ যা পাল্লায় পড়েছিলাম। ওকথা না বল্লে কি আমার রক্ষে ছিল?

মিতা ॥ দূর, তুইও যেমন! তরুণবাবু ভীষণ মজার লোক। সিরিয়াস্‌লি এমন ইয়ার্কী করবেন যে, না জানলে সবাই মনে করবে সত্যিই বুঝি বলছেন।

তরুণ ॥ বৌদি আপনি দিলেন সব মাটি ক'রে। আমি আপনার বান্ধবীর মনের জোর পরীক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত কি বলেন দেখতাম।

মঞ্জু ॥ আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই। এই সব ব্যাপার নিয়ে কেউ এরকম রসিকতা করে!

তরুণ ॥ ব্যাপার কি জানেন—জীবনে আনন্দের স্বাদ আমরা ভুলে গেছি। বাঁচতে গেলে এটারও প্রয়োজন। যাকগে—যে আপনাকে গাড়ী চড়ায়, তাকে নিয়ে আপনি সুখে থাকুন। আমি চলি।

মঞ্জু ॥ আপনিতো আমাকে রিক্‌সা চড়াবেন বললেন।

তরুণ ॥ যার যেমন ক্ষমতা বুঝলেন না। আমার চাইতে কম ক্ষমতার লোক যদি হয়, সে আপনাকে গরুর গাড়ী চড়াতে চাইবে। তার চাইতে কম ক্ষমতা হলে, সে ঠ্যালাগাড়ী চড়াবে। একেবারে ক্ষমতা না থাকলে সে শুধু ঠ্যালাই মারবে—

[মিতা ও মঞ্জু হাসে]

মিতা ॥ তরুণবাবু, মঞ্জুর সঙ্গেতো আপনার আলাপ হয়ে গেল। ও কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব বিপদের মধ্যে আছে। ওকে আপনাদের সাহায্য করতে হবে।

তরুণ ॥ তরুণীর বিপদ! তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার! ওঃ এই সুযোগের অপেক্ষায় এতদিন ছিলাম। বলুন কি করতে হবে?

মিতা ॥ আপনার বন্ধু বাড়ী আসুক। তার সঙ্গে বসে পরামর্শ করতে হবে।

তরুণ ॥ ঐ লঙ্কাটাকে কেন সঙ্গে দিচ্ছেন? ওর হাত-পা সব চলে। একটা চান্স যাও বা ছিল, তাও হবে না।

মিতা ॥ ধৈর্য ধরে থাকুন, ঠিক হবে।

মঞ্জু ॥ মিতা আমি তো ব'লে আসিনি। শ্রীমতি লজে একটা ফোন করতে হবে যে। কাছাকাছি কোথায় ফোন আছে?

মিতা ॥ (অর্থপূর্ণ হেসে) তরুণবাবু—

তরুণ ॥ আমি তো রেডি হয়েই আছি। চলুন।

[তরুণ ও মঞ্জু বাইরে চলে যায়। মিতা কাপ-ডিসগুলো তুলতে থাকে। হঠাৎ বাইরে থেকে রমেন প্রবেশ করে। তাকে দেখে মিতা চমকে উঠে গম্ভীর হয়ে যায়। রমেন বক্র হাসি হাসে]

মিতা ॥ তুমি?

রমেন ॥ হ্যাঁ—আমি।

মিতা। ঠিকানা কোথায় পেলে?

রমেন। চেষ্টা করলে সাপের মাথার মণি পাওয়া যায়, আর সামান্য ঠিকানা পাব না! হাঃ হাঃ হাঃ।

মিতা। বিশ্রীভাবে হাসবে না।

রমেন। হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে, এত চেষ্টা ক'রেও লুকিয়ে থাকতে পারলে না।

মিতা তোমার ভয়ে আমি লুকিয়ে আছি মনে করেছ?

রমেন ॥ আমার ভয়ে কিনা জানি না। তবে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখতে চাইছ এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাড়ীটা বার করতে আমার একটু কষ্ট হয়েছে। নম্বরটা পাইনি তো। নিউ রোডে যত

বাড়ী আছে তন্নতন্ন করে খুজেছি। বাড়িটা বেশ ভালই হয়েছে। রাস্তার ওপর। আমার আসতে আর অসুবিধে হবে না।

মিতা ॥ তুমি কি আমাকে মুক্তি দেবে না? কেন—কেন তুমি আমাকে এইভাবে উৎপীড়ন করছ? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।

রমেন ॥ না-না, আমার ক্ষতি করবে কেন? তোমার সঙ্গে আমার একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে আছে। তুমিও আমার ক্ষতি করবে না, আমিও তোমার ক্ষতি করব না—হাঃ হাঃ হাঃ।

মিতা ॥ আমি তো সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসেছি। তবু কেন আমার পেছনে এইভাবে লেগে আছ?

রমেন ॥ তুমি ছেড়ে দিলেও কি আমি ছাড়তে পারি বল? বিশেষ ক'রে একটা রিলেশন যখন হয়ে গেছে।

মিতা ॥ কিসের রিলেশন? তুমি একটা ছোটোলোক, শয়তান! চলে যাও এখান থেকে।

রমেন ॥ আমি তো থাকতে আসিনি এখানে। আমার পাওনাটা পেলেই আমি চলে যাব।

মিতা ॥ না—আমি দিতে পারব না।

রমেন ॥ দিতে পারবে না? ওভাবে 'না' কোরো না। তিন-চারমাস তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আমার অবস্থা কি হয়েছে তুমি আন্দাজ করতে পার। আজ যখন সামনা-সামনি এসে পড়েছি, তখন একেবারে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে যাব।

মিতা ॥ আমি মাসের পর মাস তোমাকে কেন টাকা দেব? পুরুষ মানুষ খেটে রোজগার করতে পার না?

রমেন ॥ এত ইজি টাকা পেলে শুধু শুধু খাটতে যাব কেন বলতো? তুমি নিজের পরিচয় গোপন রেখে জোচ্চুরি ক'রে চাকরি জুটিয়েছ। সেই

চিটিংবাজীর একটা অংশ আমি নিই মাত্র। ধরে নাও না, তোমার অসৎ কর্ম চাপা দেবার জন্য এটা একটা মান্থলি খরচা।

মিতা ॥ একজন অসহায় মেয়েছেলের ওপর তুমি জুলুমবাজী করছ। ভগবান এর শাস্তি তোমাকে দেবেন।

রমেন ॥ অসহায় তো তুমি নও। তোমার এখন অনেকে সহায়। তোমার অফিসে গিয়ে শুনলাম তুমি আবার বিয়ে করেছ। ডবল্ সোরস্ অফ ইন্‌কাম। দাও—দাও, টাকা দাও আমি চলে যাই। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

[মিতা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ভেতরে যায় এবং টাকা ভর্তি একটা খাম নিয়ে প্রবেশ করে]

মিতা ॥ (খাম দিয়ে) এই নাও।

[রমেন টাকা বার ক'রে গোনে]

রমেন ॥ মাত্র পঞ্চাশ? এ তো এক মাসের টাকা। তিন মাসের টাকা চাই।

মিতা ॥ আর দিতে পারব না।

রমেন ॥ তিন মাস চাকরী করেছ, আর টাকা দিতে পারব না বললে তো চলবে না। যাও বাকী টাকা নিয়ে এসো।

মিতা ॥ বললাম তো দিতে পারব না।

রমেন ॥ তুমি তো ভাল করেই জানো টাকা না পেলে আমি সব কিছু ফাঁস ক রে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করব না।

মিতা ॥ তুমি আমাকে রেহাই দাও রমেন। আমি আর পারছি না।

রমেন ॥ তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে? সামান্য টাকার জন্য নিশ্চয়ই ভাল চাকরী, এই সুখের সংসার নষ্ট করবে না। টাকা যদি না দাও, কালই তোমার অফিসারের সঙ্গে দেখা করব। তাকে তোমার আসল পরিচয় জানিয়ে দেব। তারপরের ঘটনা তুমিই পর পর সাজিয়ে নাও—

মিতা ॥ (ভীত হয়ে কান্না ভাঙা গলায়) তুমি একটা অমানুষ—একটা অমানুষ—

[মিতা আবার ভেতরে যায় এবং টাকা এনে রমেনকে দেয়]

রমেন ॥ তিনটা মিটে গেল। আরেকটা পাওনা রইল। তুমি বিয়ে করেছ, এটাও তো একটা ক্রাইম। তারজন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা। টাকাটা রেডি রেখো। সামনের সপ্তাহে এসে নিয়ে যাব।

মিতা ॥ আমি বিয়ে করিনি।

রমেন ॥ তবে কি দীপকবাবুর কেপ্ট্ হয়ে আছ—হাঃ হাঃ।

মিতা ॥ বেরিয়ে যাও এখান থেকে !

রমেন ॥ এই ত্যাখ, আমার কাছে বলছ, বিয়ে করনি। অথচ লোকের কাছে, অফিসে প্রচার করেছ, তুমি বিয়ে করেছ। দীপকবাবুর কাছেই নিশ্চয়ই তোমার আসল পরিচয় গোপন করেছ। না—না আমি কিছু প্রকাশ করব না। শুধু তুমি নিয়মিত আমার টাকাটা যোগান দিয়ে যেও। আচ্ছা আজ আসি—সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

[রমেন বক্র হেসে চলে যায়। মিতা ক্লান্ত-ভাবে চৌকিটার ওপর ব'সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ! পর্দা নেমে আসে]

জীবনরঙ্গ

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[বিশ্বনাথ গাঙ্গুলীর সেই ঘর। বিশ্বনাথ ও তার একজন সঙ্গী জগা, দু'জনে বসে মদ খাচ্ছে। জগার ঝিমুনি আসে। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হলে বিশ্বনাথ জগার দিকে তাকায়]

বিশ্বনাথ॥ জগা—

জগা॥ (চোখ আধবোজা অবস্থায়) দাদা—

বিশ্বনাথ॥ জগা—

জগা॥ (একইভাবে) দাদা—

বিশ্বনাথ॥ এই শালা জগা!

জগা॥ (তাকিয়ে) কি শালা দাদা?

বিশ্বনাথ॥ তুই একটা ওয়ার্থলেস্!

জগা॥ কেন দাদা? আমি লক্ষ্মণের মত ভাই হয়ে দিনরাত আপনার সেবা ক'রে যাচ্ছি। ওয়ার্থলেস্ কি ক'রে হলাম দাদা?

বিশ্বনাথ॥ এর নাম সেবা? আসছ, আর আমার টাকায় মাল খেয়ে চলে যাচ্ছ। আমার মনের দুঃখ কোনো দিন বোঝার চেষ্টা করেছ শালা?

জগা॥ কিসের দুঃখ আপনার দাদা? লক্ষ্মণের মত ভাই পেয়েছেন। আপনার কোনো দুঃখ্-খু আমি থাকতে দেব না। বলুন দাদা কি ভাবে আপনাকে সেবা ক'রে সন্তুষ্ট করতে পারি?

বিশ্বনাথ ॥ আমার একটা বৌ যোগাড় ক'রে দিতে পারবি ?

জগা ॥ আপনার কিরকম বৌ চাই বলুন তো দাদা ?

বিশ্বনাথ ॥ খুব হেলদি, মোটাসোটা—কোনো দিন যার অসুখ করবে না।

জগা ॥ খুব হেলদি, মোটাসোটা ! পেয়ে গেছি দাদা। কালই এনে দেব।

বিশ্বনাথ ॥ রাস্কেল কোথাকার, দেখলিনা-শুনলিনা—কোত্থেকে তুই নিয়ে আসবি ?

জগা ॥ একজন আছে দাদা। রিটায়ার্ড হেডমিস্ট্রেস। এতদিন বিয়ে করেনি। রিটায়ার করার পর ঠিক করেছে, বিয়ে করবে। তার সঙ্গেই আপনার বিয়ে লাগিয়ে দেব।

বিশ্বনাথ ॥ তুই একটা স্টুপিড ! রিটায়ার্ড হেডমিস্ট্রেস তো আমার ডবল বয়স হবে।

জগা। তা হোক দাদা। দারুণ হেলথ। এক একখানা হাত তার পঁচিশ কে. জি. ওজন হবে।

বিশ্বনাথ ॥ আড়াইমণি লাস তুই আমার কাঁধে চাপাতে চাস ?

জগা ॥ বেশি ওজন হয়ে গেল, না দাদা ? আরেকটু কম ওজনের দেখব ?

বিশ্বনাথ ॥ আমি ঠিক কিরকম বৌ চাই, তুই বুঝতে পারছিস না।

জগা ॥ বুঝিয়ে দিন দাদা। বিয়ে-থার ব্যাপারে কোনো কিছু গোপন করবেন না। মন খোলসা ক'রে বলুন। সাতদিনের ভেতর আপনার বাড়ীতে প্রজাপতি উড়িয়ে দেব।

বিশ্বনাথ ॥ আচ্ছা জগা, এমন কাউকে যোগাড় ক'রে দিতে পারিস না—যাকে বিয়ে করতে হবে না অথচ বৌয়ের মত সার্ভিস্ দেবে। মানে আমি চাই ভদ্রলোক হয়ে থাকব, অথচ আমার চরিত্রটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

জগা ॥ দাঁড়ান, জিনিসটা বুঝে নিই। ভদ্রলোক হয়ে থাকবেন, অথচ চরিত্রটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বুঝেছি দাদা—বুঝেছি। ভদ্রলোক হয়ে

ভদ্রমহিলার আঁচল ধরে টানাটানি করবেন, অথচ ভদ্রমহিলা কোনো অবজেকশন্ করবেন না। এই তো ?

বিশ্বনাথ ॥ এতক্ষণে তোর মগজে একটু ঢুকেছে।

জগা ॥ হয়ে যাবে দাদা। আপনাকে এ্যারিষ্ট্রক্রাট হতে হবে।

বিশ্বনাথ ॥ এ্যারিষ্ট্রক্রাট হলে কি হবে ?

জগা ॥ ওই যে, যা চাইছেন। ভদ্রলোক হয়ে থাকবেন, অথচ চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ ॥ আসল ব্যাপারটা কি করতে হবে, তাই বল্না শালা।

জগা ॥ পোশাক-পরিচ্ছদে চকমকী এনে মুখে হাইসোসাইটির কথা অনর্গল বলতে বলতে সন্ধ্যের পর বড় হোটেলে ঢুকে পড়বেন। সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন কত মেয়েছেলে ব্যাটা-ছেলেদের সঙ্গে বসে মাল খাচ্ছে। আপনিও মাল খেয়ে—"হ্যালো. হাউ আর ইউ" বলে একজন মেয়েছেলের হাত চেপে ধরবেন। সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার গলা জাপ্টে ধরবে। আপনিও তখন মাই ডার্লিং বলে তার কোমর ধরে ফেলবেন। হোটেলের বাজনা জোরে বাজতে আরম্ভ হবে। সে তখন নাচতে নাচতে আপনার কোলে উঠতে চাইবে। আপনি এ্যাট্‌ওয়ান্স্ তাকে এক ল্যাং মেরে মেঝেতে ফেলে দেবেন। সে আপনার হাত ধরে টানবে। আপনিও তখন মেঝেতে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে যাবেন। নেশার ঘোরে দু জনের চরিত্রই নষ্ট হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ ॥ তারপর ?

জগা ॥ তারপর নেশা কেটে গেলে চরিত্র আবার ভাল হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ ॥ এতো সুন্দর ব্যবস্থা।

জগা ॥ খুব সুন্দর ব্যবস্থা দাদা। টপ্ ভদ্রলোক হয়ে ইচ্ছেমত সুতোয় বেঁধে আপনি চরিত্রটাকে নীচে নামিয়ে দিতে পারেন। আবার সুতো টেনে ইজিলি চরিত্রটাকে তুলে নিয়ে আসতে পারেন।

বিশ্বনাথ ॥ কিরকম খরচা হবে, বলতো জগা ?

জগা ॥ মাসে হাজার টাকা ধরুন।

বিশ্বনাথ ॥ দূর শালা! রোজগার করি মাসে পাঁচশ' টাকা, হাজার টাকা কোথায় পাব ?

জগা ॥ ঘরের জিনিসপত্র বেচে স্টার্ট ক'রে দিন দাদা। বড় বড় লোকের সুন্দরী বৌয়েরা সেখানে যায়। যদি কারো মনে দাগ কেটে দিতে পারেন, সেই তখন নিজের টাকা খরচ ক'রে আপনাকে কেপ্ট্ ক'রে রাখবে।

বিশ্বনাথ ॥ তুই তো বড় ভাল কথা শোনালি রে জগা—

জগা ॥ বলেছিতো দাদা, লক্ষ্মণের মত ভাই আপনার রয়েছে। আপনার কিসের ভাবনা ? দাদা বোতল যে ফাঁকা হয়ে গেল!

বিশ্বনাথ ॥ নিয়ে আয় আরেক বোতল।

জগা ॥ টাকা দিন দাদা, নিয়ে আসছি। আমি তো সেবা করার জন্যেই আছি।

বিশ্বনাথ ॥ আমার হাত-ঘড়িটার দাম কত হবে রে জগা ? শ'খানেক টাকা নিশ্চয়ই হবে।

জগা ॥ বেচে দেবেন ?

বিশ্বনাথ ॥ হ্যাঁ—বেচে দেব।

জগা ॥ ঘড়িটা তাহলে খুলে দিন দাদা—

বিশ্বনাথ ॥ বিয়েতে পাওয়া ঘড়ি। নিজের হাতে খুলে দিতে বড় কষ্ট হবেরে জগা। তুই খুলে নে, আমি মনে করব ছিনতাইকারীরা ছিনতাই ক'রে নিয়ে গেছে।

জগা ॥ আপনি তাহলে মুখটা ওদিকে ঘুরিয়ে রাখুন। আমি ঘড়িটা ছিনতাই ক'রে নিচ্ছি।

[বিশ্বনাথ তার হাতটা জগার দিকে বাড়িয়ে

দিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখে। জগা বিশ্বনাথের হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নেয়]

ছিনতাই হয়ে গেছে দাদা। আমি তাহলে বেচে বোতল নিয়ে আসি?

বিশ্বনাথ ॥ মনটা বড় খারাপ লাগছেরে জগা। এতদিনের হাত-ঘড়িটা—

জগা ॥ কি করবেন দাদা! সমাজ-বিরোধীতে দেশ ছেয়ে গেছে। চুরি-ছিনতাই হলে আমি-আপনি কি ক'রে আটকাবো? আমি তাহলে চললাম দাদা—

[জগা চলে যায়]

বিশ্বনাথ ॥ জগা বুদ্ধিটা মন্দ দেয়নি। শালার বুদ্ধি আছে। হোটেলে গিয়ে কারো মনে একটু দাগ কেটে দিতে পারলেই—হাঃ হাঃ হাঃ!

[বাইরে থেকে হঠাৎ মঞ্জু প্রবেশ করে]

আরে! এযে আমার শালিকা শ্রীমতী মঞ্জু দেবী। আবার কি অভিযোগ নিয়ে এসেছ সখী?

মঞ্জু ॥ আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।

বিশ্বনাথ ॥ আমার কাছে—দাঁড়াও বুঝে নিই—আমার কাছে—হেঃ হেঃ হেঃ। তুমি বোধ হয় ভুল বাড়ীতে ঢুকে পড়েছ।

মঞ্জু ॥ না আমি তো আর আপনার মত নেশা করিনি। আমি ঠিক বাড়ীতে ঠিক লোকের কাছেই ক্ষমা চাইতে এসেছি।

বিশ্বনাথ ॥ সূর্য পূর্ব দিকে উঠছে তো?

মঞ্জু ॥ উঠছে।

বিশ্বনাথ ॥ পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে তো?

মঞ্জু ॥ যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ ॥ তাহলেতো সব ঠিক আছে। তবে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছ কেন?

মঞ্জু ॥ আপনি যে প্রস্তাব দিযেছিলেন, ভেবে দেখলাম, সেটাকে আরেকটু

কারেক্‌শন্ ক'রে আমার মেনে নেওয়াই উচিত।

বিশ্বনাথ॥ কি প্রস্তাব দিয়েছিলাম বলতো ? নেশার ঘোরে কাকে কি বলি মনেও থাকে না।

মঞ্জু॥ আপনি বলেছিলেন কেউ জানতে পারবে না, শুধু তুমি আর আমি। আমি আপনাকে পাল্টা প্রস্তাব দিচ্ছি—সবাই জানুক শুধু আপনি আর আমি।

বিশ্বনাথ॥ তার মানে ?

মঞ্জু॥ আমি চাই না দিদির জন্য আপনার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাক। তার দুর্ভাগ্যে সে শয্যাশায়ী হয়ে আছে। আপনি সুস্থ সবল—আপনি কেন তার দুর্ভাগ্যের অংশীদার হবেন ?

বিশ্বনাথ॥ আমার জন্য তুমি এতটা ভেবে ফেলেছ ?

মঞ্জু॥ শুধু তাই নয়। আমারও তো বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। আমারও তো ইচ্ছে করে, আমি কাউকে অবলম্বন ক'রে থাকি।

বিশ্বনাথ॥ তুমি যা বলছ আমার মাথায় ঢুকেও ঢুকে ঢুকছে না।

মঞ্জু॥ আমি সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। উকিলের বাড়ী গিয়ে শুধু একটা কাগজে সই ক'রে দিতে হবে।

বিশ্বনাথ॥ উকিল ? উকিল কেন ?

মঞ্জু॥ চিররুগ্না স্ত্রীকে গলায় রেখে কেন আপনার জীবনটাকে নষ্ট করবেন ? তাকে ডিভোর্স করুন। তিন মাসের মধ্যে আদালতের ব্যাপার মিটে যাবে। তারপর আপনি যা চেয়েছিলেন তাই হবে। শুধু আপনি আর আমি।

বিশ্বনাথ॥ ওরে বাবারে বাবা—এ সব কি শুনছি বাবা। এসব কি সত্যি শুনছি না হিন্দী সিনেমা দেখছি বলতো ?

মঞ্জু॥ চলুন ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্বনাথ॥ ট্যাক্সি নিয়ে এসেছ ? তোমার এই পরিবর্তন দেখে না আমি

শালা কি রকম ভড়কে যাচ্ছি। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম?

[বাইরে থেকে জগা একটা বোতল, হাতে প্রবেশ করে]

জগা ॥ দাদা এনেছি।

বিশ্বনাথ ॥ তোর বৌদি, প্রণাম কর।

জগা ॥ (অবাক হয়ে) বৌদি! (প্রণাম করতে যায়)

মঞ্জু ॥ না—না, প্রণাম কেন? যখন বৌদি হব, তখন করলেই চলবে।

জগা ॥ দাদা, ট্যাক্সিতে দু'ভদ্রলোক বসে আছেন। ওঁরা তাড়াতাড়ি যেতে বললেন।

বিশ্বনাথ ॥ ট্যাক্সিতে আবার ভদ্রলোক কোত্থেকে এলো? এ্যাঁ?

মঞ্জু ॥ উকিলবাবু বসে আছেন।

বিশ্বনাথ ॥ ছি—ছি—উকিলবাবুকে তুমি ট্যাক্সিতে বসিয়ে রেখেছ? যাও, ডেকে নিয়ে এসো।

মঞ্জু ॥ উকিলবাবু, এখানে আসবেন না।

বিশ্বনাথ ॥ ওর বাবা আসবে। আমি কি বিনে পয়সায় কাজ করাব?

মঞ্জু ॥ আপনিই চলুন না।

বিশ্বনাথ ॥ বোতলটা আনলাম। না খেয়ে গেলে বোতলটা জগা শালা শেষ ক'রে দেবে। অন্‌লি ফাইভ মিনিটস্। তুমি ডেকে নিয়ে এসো।

[মঞ্জু বাইরে যায়]

জগা ॥ একে কি ক রে যোগাড় করলেন দাদা? কড়া দেখতে!

বিশ্বনাথ ॥ কপাল কপাল! নিজেই উড়ে এসে প্রস্তাব দিল।

জগা ॥ আচ্ছা দাদা, বিয়ের আগে কি মেডিক্যাল একজামিনেশন্ করাতে হয়?

বিশ্বনাথ ॥ তুই একটা রাস্কেল! কি যা-তা বকছিস?

জগা ॥ ট্যাক্সির পাশ দিয়ে আসবার সময়—ওরা বলাবলি করছিল—আপনাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে।

বিশ্বনাথ॥ বলাবলি করছিল? তুই শুনলি?

জগা॥ মাইরী দাদা, তাই শুনলাম।

বিশ্বনাথ॥ ডাকতো শালা উকিলকে। হাসপাতালে আমাকে কেনো নিয়ে যাবে জিজ্ঞেস করি।

জগা॥ ডাকছি দাদা।

[জগা বাইরে যায়। একটু পরে জগা, মঞ্জু ও তরুণকে সঙ্গে ক'রে প্রবেশ করে]

তরুণ॥ আমিই উকিল। বলুন, আমাকে ডাকলেন কেন?

বিশ্বনাথ॥ আপনি পারবেন, আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ তাড়াতাড়ি করিয়ে দিতে?

তরুণ॥ ও বিষয়ে আমি তো স্পেশালিস্ট্। আমার কাজই হচ্ছে জোড়গুলোকে বিজোড় করিয়ে দেওয়া। আপনার প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের পর, আমি আপনার দ্বিতীয় বিবাহও বিচ্ছেদ করিযে দেব। যদি চান তৃতীয়, চতুর্থ—

বিশ্বনাথ॥ দূর মশাই, অত বৌ পাব কোথায়? একটা করলেই যথেষ্ট!

তরুণ॥ তাহলে তাড়াতাড়ি চলুন! ট্যাক্সির মিটারে ত্রিশ টাকা উঠে গেল।

বিশ্বনাথ॥ কিছুছু ভাববেন না। সব পেমেণ্ট ক'রে দেব। বসুন, একটু মাল খান।

তরুণ॥ এখন মাল খেতে গেলে ওদিকের কারবার সব পয়মাল হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ॥ তা হোক, আমার বাড়ী এসে মাল না খেলে আমার পরিবারের অকল্যাণ হবে। একটু খেতেই হবে।

তরুণ॥ এক কাজ করুন। বোতলটা বরং গাড়ীতে নিযে চলুন। যেতে যেতে খাওয়া যাবে।

বিশ্বনাথ॥ যেতে-যেতে, বুদ্ধিটা মন্দ বলেননি। আচ্ছা উকিববাবু, আপনি

আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার মতলব করেছেন ?

[তরুণ মঞ্জুর দিকে তাকায়]

মঞ্জু ॥ কে বলল ?

তরুণ ॥ হাসপাতালে তো নয়। আপনি আমার বাড়ীতে যাবেন।

বিশ্বনাথ ॥ না, জগা নিজে কানে শুনেছে। ও শালা লক্ষ্মণের মত ভাই আমার সে তো মিথ্যে কথা বলবে না।

তরুণ ॥ ওহো—মনে পড়েছে।

বিশ্বনাথ ॥ কি মনে পড়েছে ?

তরুণ ॥ ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। আপনার ভাইকে এখান থেকে চলে যেতে বলুন। তারপর বলছি।

বিশ্বনাথ ॥ জগা—তুই এখান থেকে চলে যা। আমি গোপন কথাটা শুনে নিই।

জগা ॥ হাতে ক রে বোতলটা আনলাম, এক চুমুক না খেয়েই চলে যাব দাদা ?

বিশ্বনাথ ॥ আচ্ছা, এক চুমুক খেয়ে যা।

[জগা একটু মদ গলায় ঢেলে দিয়ে চলে যায়]

এবার বলুন তো গোপন ব্যাপারটা ?

তরুণ ॥ বলছি। আরেক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আছেন। উনি এলেই সব বুঝতে পারবেন। (মঞ্জুকে) ডাকুন।

[মঞ্জু তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যায়]

মঞ্জুকে আপনার খুব পছন্দ, না ?

বিশ্বনাথ ॥ হবে না কেন ! কি সুন্দর কচি কচি মুখ, মিটি মিটি হাসি, ওকে বড়ই ভালবাসি।

[মঞ্জু দীপককে সঙ্গে ক'রে প্রবেশ করে]

তরুণ ॥ এবার চলতো বাছাধন।

বিশ্বনাথ ॥ কোথায় ?

তরুণ ॥ হাসপাতালে। বৌয়ের কাছে গিয়ে গোপন কথা শুনবে।

বিশ্বনাথ ॥ হাসপাতালে আমি যাব না।

তরুণ ॥ মাসের পর মাস বৌটাকে হাসপাতালে ফেলে রেখেছ, তাকে আনতে হবে না? দীপক ধর, আমি লাশটাকে টানতে পারব না।

বিশ্বনাথ ॥ ঐ ডেডবডিটাকে আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্য একটা চক্রান্ত করা হয়েছে। বাট্ আই মাস্ট্ নট্ গো!

তরুণ ॥ ইওর ফাদার উইল গো!

দীপক ॥ আপনার স্ত্রী এখন সুস্থ। চলুন গিয়ে দেখবেন।

বিশ্বনাথ ॥ ও কোনো দিন সুস্থ হতে পারে না। হাঁপানী রুগী, সব সময় গলা দিয়ে মোটর সাইকেল চালায়। মঞ্জুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ওকেই আমি বিয়ে করব। চলো মঞ্জু অন্তরালে যাই—

তরুণ ॥ সখ কতো! সেকেণ্ডহ্যাণ্ড লোক হয়ে একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করবে! আমি আছি কি জন্যে? ওঠো! না হলে তুলে নিয়ে যাব।

বিশ্বনাথ ॥ তাই চলো। আমি মনে করব, বরের সাজে বিয়ে করতে যাচ্ছি। হাসপাতালে মৃতদেহকে কনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার উষ্ণ রক্ত হিম ক'রে দেওয়া হবে। (চিৎকার করে) আপনারা বরযাত্রী নন, শবযাত্রী। "বলো হরি হরি বল" ব'লে তোলো আমাকে—

মঞ্জু ॥ নেশার ঘোরে আবোল-তাবোল বকছে। হাত ধরে তুলুন আপনারা।

বিশ্বনাথ ॥ মৃত্যুর বিভীষিকা দেখার আগে, চলো মঞ্জু আমরা একবার অন্তরালে যাই।

মঞ্জু ॥ দেরী করবেন না আপনারা। আসুন—[ওরা বিশ্বনাথের হাত ধরে তোলে]

বিশ্বনাথ ॥ (চেঁচিয়ে) বলো হরি—হরি বল। চলো মঞ্জু অন্তরালে যাই—বলো হরি হরি বল—চলো মঞ্জু অন্তরালে যাই।

[উভয়ে বিশ্বনাথকে বাইরের দিকে টানতে থাকে। বিশ্বনাথও একই ভাবে চেঁচাতে থাকে]

—দৃশ্যান্তর—

জীবনরঙ্গ

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ত্রিদিব মুখার্জীর ড্রইং রুম। সোফায় খাতা হাতে বসে আছে মধ্যবয়সী বাড়ীর ম্যানেজার অম্বিকাবাবু। অম্বিকাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হরি]

অম্বিকা॥ হুঁ—হুঁ বাবা এর নাম পাওয়ার! বেচাল দেখলেই গলা কাটব। কি বুঝলে?

হরি॥ আপনার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

অম্বিকা॥ বুঝবে—ধীরে ধীরে। কি বুঝলে?

হরি॥ বললাম তো—আপনার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

অম্বিকা॥ অ! তা—মাইনে পেয়ে গেছ, তবু দাঁড়িয়ে আছ কেন?

হরি॥ নতুন বছরে সাহেব আমাদের শুধু মাইনে দেন না। এক মাসের টাকা বেশি দেন।

অম্বিকা॥ অ! কাজের যা ছিরি, তাতে মাইনেই দেওয়া উচিত নয়।

হরি॥ খুব যে মাতব্বরী শুরু ক'রে দিয়েছেন?

অম্বিকা॥ করবই—আমি যে ম্যানেজার হয়েছি।

হরি॥ ম্যানেজার হয়েছেন ব লে কি মাথা কিনে নিয়েছেন?

অম্বিকা॥ অ! তুমি আমায় ইনসাল্ট্ করছ? তাতো করবেই। এদিক-ওদিক ক'রে টু পাইস পকেটে ঢুকিয়ে নিচ্ছিলে। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে ব'লে রাগ তো হবেই।

হরি॥ আমি পকেটে ঢুকিয়ে নিচ্ছিলাম? আমাকে চোর বলছেন? (রেগে টাকা ছুঁড়ে দেয়) এই নিন টাকা। আপনার মত লোকের হাত থেকে আমি মাইনের টাকা নেব না।

অম্বিকা॥ অ!

[অম্বিকা টাকা তুলে নেয়। বাইরে থেকে মিতা প্রবেশ করে]

মিতা ॥ মুখার্জী সাহেব নেই ?

অম্বিকা ॥ না।

মিতা ॥ কখন আসবেন ?

অম্বিকা ॥ জানি না। কি বুঝলেন ?

হরি ॥ আপনি বসুন দিদিমনি। সাহেবফোন করেছিলেন। এক্ষুণি এসে যাবেন।

[মিতা সোফায় বসে]

অম্বিকা ॥ (খাতা খুলে) সাহেবের কাছে কি দরকার বলুন ? খাতায় লিখে ফেলি।

মিতা ॥ আপনি কে ?

অম্বিকা ॥ আমার নাম অম্বিকা চরণ মহাপাত্র। কি বুঝলেন ?

হরি ॥ উনি বাজারসরকার ছিলেন। সাহেব ওনাকে সব কিছু দেখাশুনা করতে বলেছেন ব লে, যা খুশী তাই করছেন। আপনিই বলুন তো দিদিমণি, সাহেব যেখানে নতুন বছরে মাইনের সঙ্গে বাড়তি টাকা দেন, উনি যদি সেটা দিতে না চান, তাহলে আমরা শুধু মাইনে নেব কেন ?

অম্বিকা ॥ মাইনে নাওনি তো বয়েই গেল। সাহেবের টাকা বেঁচে গেল। কি বুঝলে ?

মিতা ॥ এদের টাকা না দিয়ে সাহেব কি টাকা বাঁচাতে বলেছেন ?

অম্বিকা ॥ না, তা বলেননি।

মিতা ॥ তবে টাকা বাঁচাবার কথা বলছেন কেন ? হরি, তুমি মাইনেটা আগে নাও। তারপর সাহেবকে যা বলার বলো। (অম্বিকাকে) দিন আপনি টাকা।

[অম্বিকা টাকা দেয়]

হরি ॥ আপনি বললেন ব'লে টাকা নিলাম দিদিমনি ? উনি আমাকে চোর বলেছেন। সাহেব কোনো দিন এ কথা বলতে পারেননি।

অম্বিকা ॥ (মিতাকে) কি বুঝলেন ?

মিতা ॥ যা-বোঝার বুঝে নিয়েছি।

অম্বিকা ॥ তাহলে এবার বলুন—সাহেবের কাছে আপনার কি দরকার, আমি খাতায় লিখে ফেলি।

মিতা ॥ সাহেবের কাছ থেকেই জেনে নেবেন। চলো হরি, সাহেবের বাড়ীর ভেতরটা কি রকম দেখে আসি।

হরি ॥ দেখবেন ? আসুন— [হরি মিতাকে নিয়ে চলে যায়]

অম্বিকা ॥ আরে শুনুন—শুনুন—যাঃ চলে গেল ! এখন খাতায় কি লিখি !

[বাইরে থেকে ফাইলপত্র হাতে প্রবেশ করে ধীরেন]

ধীরেন ॥ সাহেব আছেন ?

অম্বিকা ॥ কি দরকার বলুন ? খাতায় লিখে ফেলি।

ধীরেন ॥ আছেন কিনা বলুন ?

অম্বিকা ॥ সাহেব অফিস থেকেই ফেরেননি। কি বুঝলেন ?

ধীরেন ॥ দূর মশাই ! সাহেব অফিস থেকে বেরিয়েছেন অনেকক্ষণ। আমি তো অফিস থেকেই আসছি।

অম্বিকা ॥ অ ! তাহলে দরকারটা বলুন, আমি খাতায় লিখে ফেলি।

ধীরেন ॥ আপনিতো আচ্ছা ম্যানেজার হয়েছেন মশাই। আমি কি কোনো দরকারে আসি নাকি ? রোজই আমাকে দেখছেন, অথচ আপনার ন্যাকাপনা গেল না !

অম্বিকা ॥ অ !

ধীরেন ॥ (চিন্তা করে) কিন্তু সাহেব গেলেন কোথায় ? দীপক মিত্তিরের বাড়ী গেলেন না তো ! আচ্ছা অম্বিকাবাবু, আপনিতো ম্যানেজার হয়েছেন। এই বাড়ীতে নতুন কাউকে যাতায়াত করতে দেখেছেন কি ? দীপক মিত্র নামে কোনো লোক কিংবা অন্য কোনো মহিলা ?

অম্বিকা ॥ মহিলা বলতে একজন বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

ধীরেন ॥ দেখতে কেমন ?

অম্বিকা ॥ শাড়ী পরা—

ধীরেন ॥ মহিলা হলে তো শাড়ী পরা হবেই। ভাবসাব কি রকম দেখলেন ?

অম্বিকা ॥ একেবারে ইলেক্‌ট্রিক কারেন্ট্। টাচ্ লাগলেই শক্ খেতে হবে।

ধীরেন ॥ ঠিক আন্দাজ করেছি। দীপক মিত্তিরের বৌ-ই হবে। সাহেবের অনুপস্থিতিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে ?

অম্বিকা ॥ তাইতো দেখলাম।

ধীরেন ॥ আপনি একটি ক্যালাস। আপনার পারমিশন্ নিয়েছে ?

অম্বিকা ॥ না তো।

ধীরেন ॥ তাহলেই বুঝুন, আপনাকে কি রকম ডোণ্ট কেয়ার করেছে। বাধা দেবেন, বাধা দেবেন। সাহেবকে ভালমানুষ পেয়ে, ওরা সাহেবকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নিচ্ছে। (এদিক ওদিক চেয়ে) কি বলব আপনাকে, ঐ বৌটা সাহেবের কানে কি ফুসফাস ক'রে বলল, সঙ্গে সঙ্গে দীপক মিত্তিরের একটা প্রমোশন হয়ে গেল।

অম্বিকা ॥ একেবারে প্রমোশন হয়ে গেল ?

ধীরেন ॥ তবে আর বলছি কি ? দীপক মিত্তির নিজের বৌটাকে লেলিয়ে দিয়ে—থাক এখানে বলা ঠিক নয়।

অম্বিকা ॥ তাহলে খাতির বেশ জমে উঠেছে।

ধীরেন ॥ একেবারে ঢলাঢলি—ছিঃ-ছিঃ !

অম্বিকা ॥ আচ্ছা, আমারও তো একটা বৌ আছে, দেব নাকি লেলিয়ে ?

ধীরেন ॥ আপনি না পুরুষ মানুষ ?

অম্বিকা ॥ অ ! পুরুষ মানুষ হলে বৌ লেলাতে নেই বুঝি ?

ধীরেন ॥ শুনুন, আপনি ম্যানেজার, পুরো ক্ষমতা আপনার হাতে রয়েছে। ঐ মহিলাটিকে আপনি আচ্ছা ক'রে টাইট্ দিয়ে দেবেন।

অম্বিকা ॥ তাহলে বাড়ী থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ধরতে হবে, কি বলেন ?

ধীরেন॥ শুধু ধরা নয়, ঠেসে ধরবেন। যদি মনে করেন, জাপ্টে ধরবেন। কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। [হরি ভেতর থেকে প্রবেশ করে]

হরি॥ অম্বিকাবাবু পাঁচটা টাকা দিন। সাহেবের জন্য স্পেশাল খাবার তৈরী হবে। কয়েকটা জিনিস কিনে আনব। .

অম্বিকা॥ স্পেশালই হোক, আর অর্ডিনারীই হোক, এখন টাকা পাবে না।

হরি॥ আপনি যদি টাকা না দেন, আমি নিজের মাইনের টাকা থেকে কিনে নিয়ে আসব। পরে কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবেন ব'লে দিচ্ছি।

অম্বিকা॥ দেখেছেন—ব্যাটার ছেলের আস্পর্ধা! ছোটো মুখে বড় কথা যদি বলো, মুখ একেবারে সীল ক'রে দেব।

হরি॥ দু'দিনেরা যোগী ভাতকে বলে অন্ন!

[হরি হন হন ক'রে বাইরে চলে যায়]

অম্বিকা॥ ঠাকুর-চাকরদের মধ্যে এটাই হচ্ছে সব চাইতে পাজী। এটাকে কি ক'রে শায়েস্তা করা যায় বলুন তো?

ধীরেন॥ বলব?

অম্বিকা॥ হ্যাঁ—বলুন তো দেখি।

ধীরেন॥ আপনি ওকে সাসপেণ্ড করুন।

অম্বিকা॥ সাসপেণ্ড কি ক'রে করতে হয় আমি তো জানি না।

ধীরেন॥ কাগজ-কলম বার করুন আমি ব'লে দিচ্ছি।

অম্বিকা॥ (বার ক'রে) বলুন।

ধীরেন॥ ওপরে চাকরটার নাম লিখুন।

অম্বিকা॥ (লিখে) লিখেছি।

ধীরেন॥ তারপর লিখুন—অবাধ্যতার জন্য আইন অনুযায়ী তোমাকে চাকরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হইল। কত মাইনে পায়?

অম্বিকা॥ কুড়ি টাকা।

ধীরেন॥ লিখুন, তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত 'বেতনের এক-

চতুর্থাংশ (পাঁচ টাকা) তোমার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য দেওয়া হইবে। ব্যাস্, নীচে নামটা সই ক রে কাগজটা ওর হাতে ধরিয়ে দিন।

[ভেতর থেকে মিতা বেরিয়ে আসে]

মিতা ॥ হরি এখনও আসেনি?

অম্বিকা ॥ এলে তো দেখতেই পেতেন।

মিতা ॥ ও! [মিতা ভেতরে যেতে থাকে]

ধীরেন ॥ অম্বিকাবাবু ধরুন—ধরুন—

অম্বিকা ॥ হ্যাঁ—ধরছি। এই যে শুনুন।

মিতা ॥ (ঘুরে) আমাকে বলছেন?

অম্বিকা ॥ হ্যাঁ—আপনাকে বলছি।

মিতা ॥ বলুন।

অম্বিকা ॥ আপনি পারমিশন্ না নিয়ে ভেতরে ঢুকেছেন কেন?

মিতা ॥ সে কৈফিয়ৎটা না হয় আমি সাহেবকেই দেব।

অম্বিকা ॥ আমি ম্যানেজার, আমার কাছেই আপনার পারমিশন্ নিতে হবে।

মিতা ॥ আপনি ম্যানেজার, কি ক'রে জানব! আপনার আইডেনটি কার্ড দেখান। (অম্বিকা বোকার মত তাকিয়ে থাকে) নেই তো? তবে চুপ ক'রে বসে থাকুন। [মিতা ভেতরে চলে যায়]

অম্বিকা ॥ কিসের কথা বলল বলুন তো?

ধীরেন ॥ পরিচয়পত্র। ডেন্‌জেরাস্ মেয়েছেলে, আগেই বললাম না? সাহেবকে ব'লে আজই একটা কাগজে ম্যানেজার ব'লে লিখিয়ে নেবেন।

[বাইরে থেকে হরি দু'টো ঠোঙ্গা হাতে প্রবেশ করে]

হরি ॥ এই যে নিজের টাকা থেকে নিয়ে এলাম। পরে এর ঠ্যালা সামলাবেন।

অম্বিকা ॥ আরে এদিকে এসো—এদিকে এসো—। কে এখন ঠ্যালা সামলায় তাই ভাখো। এই কাগজটা নাওতো বাছাধন।

হরি ॥ (কাগজ নিয়ে) কিসের কাগজ?

অম্বিকা ॥ কিসের কাগজ, এখন পড়ে ছাখো।

হরি ॥ কি ফ্যাঁচ্-ফ্যাঁচ্ করছেন ? আমি কি ছাই পড়তে জানি ?

অম্বিকা ॥ চাকরী চলে গেছে, তবু ব্যাটার তেজ দেখেছেন ?

হরি ॥ আমার চাকরী চলে গেছে ?

অম্বিকা ॥ সাময়িক বরখাস্ত—যেতে আর বাকী কি আছে ? বৃটীশের তৈরী আইন বাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এলেও কিছু হবে না। কি বুঝলে ?

হরি ॥ আচ্ছা, আমিও আপনার ম্যনেজারী করা বার করছি।

[হরি রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে ভেতরে ঢোকে। বাইরে গাড়ীর হর্ন শোনা যায়]

অম্বিকা ॥ কি বুঝলেন ?

ধীরেন ॥ সাহেবের গাড়ী।

অম্বিকা ॥ আমি তাহলে হিসেবপত্র মেলাই গিয়ে।

[অম্বিকা ভেতরে চলে যায়। ত্রিদিব প্রবেশ করে]

ত্রিদিব ॥ ধীরেনবাবু, কতক্ষণ হল এসেছেন ?

ধীরেন ॥ অনেকক্ষণ এসেছি স্যার।

ত্রিদিব ॥ কেন যে রোজ রোজ কষ্ট ক'রে আসেন। এ সময়টা বাড়ীতে থাকলে তো সংসারের কাজকর্ম করতে পারেন।

ধীরেন ॥ অফিসটাকেই আমি সংসার মনে করি স্যার। রাত্রে ঘুমিয়েও আমি অফিসের স্বপ্ন দেখি। কতদিন যে আপনাকেও দেখেছি তার ঠিক নেই।

ত্রিদিব ॥ আমাকেও স্বপ্নে দেখেছেন ?

ধীরেন ॥ হ্যাঁ-স্যার, কোনো দিন দেখেছি, আপনি আমার পিঠ চাপড়ে কাজের তারিফ করছেন। আবার কোনো দিন দেখেছি—অফিস স্টাফেরা হাজার পাঁচেক ফাইল আমার বুকে চাপিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করছে। আপনি তখন মহাদেবের সাজে

আবির্ভূত হয়ে ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার বুক থেকে ফাইল ক্লিয়ার ক'রে দিচ্ছেন।

ত্রিদিব॥ ধীরেনবাবু, আমি আজ খুব টায়ার্ড। যদি আপনার কিছু বলার থাকে তো তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলুন।

ধীরেন॥ বলছিলাম স্যার, টাইপ সেকশনে যে ছেলেটি এসেছে তার চরিত্রটা খুব ভাল নয়।

ত্রিদিব॥ কেন কি করেছে?

ধীরেন॥ রোজ লাঞ্চ টাইমে গিয়ে একটা মেয়ের সাথে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে আসে।

ত্রিদিব॥ অফিসের বাইরে কে কি করছে, সেটা দ্যাখা আমাদের কাজ নয়। আফটার অল উই আর নট্ দেয়ার মরাল গার্ডিয়ানস্।

ধীরেন॥ আমি বলছিলাম কি স্যার—দেশটা তো রসাতলে যেতে বসেছে। আমরা যদি এই মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে একটু আধটু বাধা দিতাম—তাহলে আবার সোনার দেশ হয়ে যেতো—।

ত্রিদিব॥ মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারের জন্য দেশ রসাতলে যায়নি। সর্বকালেই এসব ছিল। আপনাদের দেবতারা কি করতেন?

ধীরেন॥ স্যার, শ্রীকৃষ্ণ তো ডজন ডজন মেয়ে নিয়ে কেচ্ছা-কাণ্ড করতেন।

ত্রিদিব॥ তবে? এ যুগে যদি শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিতেন, আমার মনে হয় আপনার মত লোকেরা তাকে মিসায় এ্যারেস্ট করিয়ে দিতেন।

ধীরেন॥ যা বলেছেন স্যার!

ত্রিদিব॥ আজ তাহলে আসুন ধীরেনবাবু—

ধীরেন॥ আরেকটা কথা স্যার, দীপক মিত্তিরকে যে পোস্টে প্রমোশন দিয়েছেন, সেখানে ও ঠিকমত কাজ করতে পারছে না।

ত্রিদিব॥ হি ইজ্ ভেরী এফিসিয়েণ্ট। তার ফাইল আমি নিজে দেখেছি।

ধীরেন॥ অফিসে কানা-ঘুষা শুনছিলাম, তাই বললাম স্যার।

ত্রিদিব ॥ আর নিশ্চয়ই আপনার কিছু বলার নেই ?

ধীরেন ॥ সামান্য একটু আছে স্যার। (পকেট থেকে একটা লিস্ট বার করে) এই কয়েকজন স্টাফকে একটু টাইট দিতে হবে স্যার।

ত্রিদিব ॥ কেন, এরা কি করল ?

ধীরেন ॥ দুঃখের কথা কি বলব—আমার বৌয়ের নাম নিয়ে এরা ছড়া লেখে।

ত্রিদিব ॥ সেকি, আপনার বৌয়ের নাম এরা জানল কি ক'রে ?

ধীরেন ॥ এই যে স্যার, আমার হাতের আংটীতে পদ্ম লেখা। শয়তানগুলো আংটী দেখে নামটা জেনেছে। বদমাসগুলো কি বলে জানেন স্যার, আমার নাকি এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, অফিসে কোনো কিছু না পেলে আমি নাকি আপনার কাছে এসে বৌয়ের নামে কমপ্লেন ক'রে যাই।

ত্রিদিব ॥ আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি কি করা যায়।

ধীরেন ॥ একটু ভাল ক'রে ভাববেন স্যার। ওদের ভাল ক'রে টাইট দিতে না পারলে আমার আত্মার শান্তি হবে না। আমার সব কথা বলা হয়ে গেল। আর আপনাকে ডিসটার্ব করব না। নমস্কার স্যার।

[ধীরেন চলে যায়]

ত্রিদিব ॥ হরি—হরি— [হরি প্রবেশ করে]

হরি ॥ আমাকে ডাকছেন কেন সাহেব, আমার তো আর চাকরী নেই।

ত্রিদিব ॥ কে বলল তোমার চাকরী নেই ?

হরি ॥ (কাগজ দেখিয়ে) এই তো দেখুন। ম্যানেজারবাবু নতুন বছরের বাড়তি টাকা তো দিলেনই না, তার ওপর আবার চাকরী থেকে বরখাস্ত ক'রে দিয়েছেন।

ত্রিদিব ॥ (কাগজ পড়ে) ডাকো অম্বিকাবাবুকে—

[হরি অম্বিকাকে ডেকে নিয়ে আসে]

অম্বিকা ॥ আমাকে ডাকছিলেন স্যার ?

ত্রিদিব ॥ এগুলো কি লিখেছেন ?

অম্বিকা ॥ ওর চাকরী আমি খেয়ে নিয়েছি।

ত্রিদিব ॥ চাকরীটা কি খাবার জিনিস? ছিঁড়ে ফেলুন কাগজ।

অম্বিকা ॥ ম্যানেজারের পাওয়ারটা দেখিয়ে দিলাম। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

[অম্বিকা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে]

ত্রিদিব ॥ ওদের নতুন বছরের টাকা দেননি কেন?

অম্বিকা ॥ মাইনেই তো দেওয়া হয়েছে স্যার। আবার টাকা—

ত্রিদিব ॥ সেটা আমি বুঝব। আমি তো বলেছি, আগের্ বছরের খাতা দেখে সবাইকে পেমেণ্ট করবেন। যান সবাইকে টাকা দিয়ে দিন।

অম্বিকা ॥ আমাকে একটা কাগজে ম্যানেজার ব'লে লিখে দিন স্যার। অনেকে আমার পরিচয়পত্র দেখতে চায়।

ত্রিদিব ॥ কে দেখতে চায়?

অম্বিকা ॥ কিছুক্ষণ আগে একজন মহিলা আমার পারমিশন্ না নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি বাধা দেওয়াতে আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাইলেন। আমি দেখাতে পারলাম না স্যার।

ত্রিদিব ॥ কোন্ মহিলা?

হরি ॥ ঐ যে দিদিমনি একদিন এসে সবাইকে ধমকে ধমকে কথা বলছিলেন—

ত্রিদিব ॥ তাই নাকি? আপনি যান অম্বিকাবাবু। নিজের কাজ করুন।

[অম্বিকা চলে যায়]

হরি ॥ দিদিমনিকে ডেকে আনব সাহেব?

ত্রিদিব ॥ ভেতরে কি করছেন?

হরি ॥ উনি আপনার জন্য স্পেশাল খাবার তৈরি করছেন।

ত্রিদিব ॥ সেকি—ডাকো—ডাকো—।

[মিতা খাবারের ট্রে হাতে ক'রে বেরিয়ে আসে]

মিতা ॥ আমাকে ডাকতে হবে না।

ত্রিদিব ॥ আশ্চর্য, আপনি একেবারে উইদাউট নোটিশে এসে একি কাণ্ড করেছেন!

মিতা ॥ কি করব, এসে দেখলাম আপনি নেই। আপনার রান্নার ঠাকুরের একটু রেস্ট হলো, আমার সময়টাও কেটে গেল—খান।

ত্রিদিব ॥ আপনি?

মিতা ॥ আমি তো বানাবার সময় চাখতে চাখতে গোটা কয়েক শেষ ক'রে দিয়েছি। হরি, আরো দু টো আছে। তুমি আর ঠাকুর খেয়ে নাও।

[হরি চলে যায়। ত্রিদিব খেতে থাকে]

ত্রিদিব ॥ নাইস টেস্ট। ছোটবেলায় আমার মা নতুন নতুন খাবার তৈরী ক রে ঠিক এমনি ক'রেই সামনে বসিয়ে খাওয়াতেন। বহুদিন পর আবার সেই পরিবেশ মনে হচ্ছে।

মিতা ॥ একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

ত্রিদিব ॥ নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন।

মিতা ॥ আপনি বিয়ে করেননি কেন?

ত্রিদিব ॥ আমি বিয়ে করেছিলাম মিসেস মিত্র। সি ওয়াজ মাই বিলাভেড ওয়াইফ।

মিতা ॥ তিনি কি মারা গেছেন?

ত্রিদিব ॥ ন্যাচারাল ডেথ তার হয়নি। আই হ্যাড কিলড্ হার। আমি তাকে হত্যা করেছি। [মিতা উঠে দাঁড়ায়]

মিতা ॥ আপনি—আপনি স্ত্রীকে হত্যা করেছেন!

ত্রিদিব ॥ ইয়েস্। এই হাত দিয়ে তাকে যেমন কাছে টেনে আদর করেছি, মনপ্রাণ দিয়ে তাকে ভালবেসেছি, আবার এই হাত দিয়ে রিভলভারের টিগার টিপে তাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

মিতা ॥ আপনি কি বলছেন? আপনার প্রতি আমার অন্য ধারনা ছিল।

ত্রিদিব ।। আমার কথা শুনে হয়তো আমার প্রতি আপনার ঘৃণা হচ্ছে।
কিন্তু আপনি প্রশ্ন করেছেন, উত্তরতো আমাকে দিতেই হবে।

মিতা ।। আপনার শাস্তি হয়নি ?

ত্রিদিব ।। হ্যাঁ—আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাত বছর জেল হয়েছিল আমার। কিন্তু আদালত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে হিংস্র হয়ে যাবার যুক্তি সংগত একটা কারণ ছিল।

মিতা ।। আপনার স্ত্রী কি করেছিলেন ?

ত্রিদিব ।। জানেন মিসেস মিত্র, লোক ভাবে এক, আর হয় আরেক। মিলিটারী কর্নেল ছিলাম। বর্ডার ক্লাসের সময় ওকে রেখে গিয়েছিলাম কলকাতায়। ওর চিঠিগুলো পড়লে মনে হতো ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সেই কথা ছ'মাসে অনেক কমে গেল। তারপর শুধু নিয়ম রক্ষা। এক বছর পর ছুটি নিয়ে এসে কি দেখলাম জানেন মিসেস মিত্র ? মাই বেডরুম ওয়াজ ওকোপাইড বাই সাম আদার পারসন। আমার বিলাভেড্ স্ত্রী আরেকজনের শয্যা-সঙ্গিনী হয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ফর এ মোমেণ্ট আই বিকেম ম্যাড্ এ্যাণ্ড শুট্ হার লাইক এ ডগ্।

মিতা ।। ঘুম আর ভাঙল না ?

ত্রিদিব ।। না, সারা জীবনের মত ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

মিতা ।। তার কৈফিয়ৎটাও আপনার শোনা উচিত ছিল।

ত্রিদিব ।। না-না, মিসেস মিত্র—এক বছরে যার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তার কোনো কৈফিয়ৎ থাকতে পারে না।

মিতা ।। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার !

ত্রিদিব ।। মিসেস মিত্র, আপনি যেদিন স্বামীর ট্রান্সফার নিয়ে বলতে এসেছিলেন, সেদিন আমি সত্যিকারের একজন স্ত্রীকে দেখেছিলাম। স্বামীর প্রতি আপনার একাত্মবোধ আমি উপলব্ধি করেছিলাম।

[মিত্রা অলক্ষ্যে চমকে ওঠে]

মিতা ॥ ওটাতো নিজের সংসারের ঝামেলা দূর করার জন্যেই করতে হয়েছিল।

ত্রিদিব ॥ শুধু তাই নয়। আপনার স্টেট্-ফরোয়ার্ডনেসের ভেতরেও একজন মহিলার সহজাত ধর্মও দেখেছিলাম। কিছুই না—এক কাপ চা বানিয়ে দিয়ে যেটুকু কম্পানী দিয়েছিলেন, তাতেই আমি অভিভূত হয়েছিলাম। বড় লোভনীয় মনে হয়েছিল আপনার সেই সাহচর্য। এই জন্যেই বোধ হয় বাড়ীর প্রতি পুরুষের এত আকর্ষণ।

মিতা ॥ আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন?

ত্রিদিব ॥ আমার ব্রিগেডিয়ার যিনি আমাকে এই কোম্পানীতে চাকরী দিয়েছেন, তিনিও আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমার সেই মানসিক অবস্থা ছিল না। নাউ টাইম ইজ আপ্—আর সময় নেই। অথচ এখনও আমার এই জীবনটাকে কতদিন টানতে হবে।

মিতা ॥ আপনার আর কেউ নেই—মা, ভাই, বোন?

ত্রিদিব ॥ কেউ নেই। আই এ্যাম্ এ্যালোন ইন্ দিস ওয়ার্ল্ড। দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলো আমার চোখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুতেই পার হতে চায় না। তারা সব অনড় অচল!

মিতা ॥ আপনাকে দেখা-শোনা করতে পারে, এমন একজন আপনার পাশে দরকার।

ত্রিদিব ॥ মিসেস মিত্র, আপনি পারেন না, রোজ আমাকে একটু কম্পানী দিতে? যেমন ক'রে সেদিন দিয়েছিলেন, আজ দিচ্ছেন—শুধু একটু কম্পানী!

মিতা ॥ আমি?

ত্রিদিব ॥ হ্যাঁ—আপনি। আন্তরিকতার বড় কাঙাল আমি। (মিতা মাথা নীচু ক'রে ভাবতে থাকে) না-না, আপনি পারবেন না। একজনের বিবাহিতা স্ত্রী আপনি। ইমোশানালী ব'লে ফেলেছি।

মিতা ॥ (দৃঢ়ভাবে) হ্যাঁ—আমি পারব।

ত্রিদিব ॥ কি ক'রে পারবেন? সমাজের নিয়ম বড় কঠিন। দীপক মিত্র সহজভাবে নিতে পারবে না। তাতে আরেক অশান্তি হবে।

মিতা ॥ আমি আপনার বোন হয়ে রোজ আসব। আমার দাদাকে আমি রোজ দেখে যাব।

ত্রিদিব ॥ (আবেগে) এ্যাঁ—কি বললে? কি বললে তুমি? আমার বোন হয়ে রোজ আসবে? আই এ্যাম্ নট্ এ্যালোন। আমার একটা বোন হলো। আমি দাদা, তুমি আমার বোন! ইটস্ এ ওয়াণ্ডারফুল ডিসকভারী! লুক হিয়ার, জন ব্যারন্স কোম্পানীর একজিকিউটিভ অফিসার একটা বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছে।

মিতা ॥ আপনি শান্ত হোন।

ত্রিদিব ॥ শান্ত হব—কি বলছ তুমি? আজ আমার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। অনেক কিছু আমাকে করতে হবে। তোমারও অনেক কাজ। এই বাড়ীটাকে মনের মত ক'রে সাজাবে। ইউ আর দি সুপ্রিম অথরিটি। প্রয়োজন হলে তুমি প্রত্যেকের কাজের কৈফিয়ৎ নেবে। এমন কি আমারও। আমি একটা বন্ধন চাই—স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন—যার আকর্ষণে বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পাব।

মিতা ॥ আমি কথা দিচ্ছি দাদা—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনাকে দেখব।

ত্রিদিব ॥ এনাফ্—এনাফ্ মাই ডিয়ার সিস্টার—আর আমি কিছু চাই না। জানো, সবাই আমাকে বাঘ ব'লে জানে। এবার থেকে সবাই আমাকে মানুষ ব'লে জানবে।

—দৃশ্যান্তর—

জীবনরঙ্গ

তৃতীয় দৃশ্য

[দীপক-মিতার সেই ঘর। অনল গম্ভীরভাবে পায়চারী করছে। দীপক তার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য পেছন পেছন অনুসরণ করছে। অনল মাঝে মাঝে থামে। দীপকও অনুরূপ করে।]

অনল ॥ একটা অসম্ভব ব্যাপার আমি কি ক'রে মেনে নেব? বলা নেই কওয়া নেই বিয়ে করলেই হলো? মা, ভাই, বোন কেউ জানল না— বিয়ে হয়ে গেল? এ বিয়ের পেছনে তোমার কি যুক্তি থাকতে পারে?

দীপক ॥ একটা এ্যাকসিডেণ্ট।

অনল ॥ কিসের এ্যাকসিডেণ্ট? বিয়ের আগের দিনও কি তুমি বুঝতে পারনি যে তোমার বিয়ে হবে?

দীপক ॥ হ্যাঁ—তা বুঝতে পেরেছি।

অনল ॥ তাহলে এ্যাকসিডেণ্ট কি ক'রে বলছ?

দীপক ॥ আসলে এটা একটা বিয়ে নয় বুঝলি!

অনল ॥ বিয়ে নয় তবে কি?

দীপক ॥ সমঝোতা। তুমি আমার বৌ—আমি তোমার স্বামী। ছোট বেলায় অনেকে বিয়ে বিয়ে খেলে না?

অনল ॥ আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না। যা কাণ্ড করেছ। আমি দেশে গিয়ে কি বলব?

দীপক ॥ দেশে গিয়ে বলার দরকার কি—চেপে যা না। তাছাড়া তোর বৌদিকে আমি তো আর কোনো দিন দেশে নিয়ে যাচ্ছি না।

অনল ॥ চুপ করো। বৌদি বোলো না। কাকে একটা নিয়ে এসেছে।

[মিতা একটা খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে প্রবেশ করে]

মিতা ॥ ছি—ঠাকুরপো, দাদার সঙ্গে ও-ভাবে কথা বলতে নেই।

অনল ॥ আপনি আমাকে ঠাকুরপো বলবেন না। আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমার।

মিতা ॥ নাই বা থাকল সম্পর্ক। জলখাবার এনেছি, খেয়ে নিন।

অনল ॥ আপনার স্বামীকে খাওয়ান। আমার জন্য হোটেল-রেস্টুরেণ্ট খোলা আছে।

মিতা ॥ দাদার বাড়ীতে এসে হোটেল-রেস্টুরেণ্টে খেলে দাদার দুঃখ হবে।

অনল ॥ যে দাদা এত স্বার্থপর, তার দুঃখ হতে পারে না।

দীপক ॥ অনল! তুই কি বলছিস্—আমি স্বার্থপর?

অনল ॥ স্বার্থপর না হলে ফ্যামিলির এই অবস্থায় কখনও তুমি বিয়ে করতে পারতে না। অবিবাহিত বোন ঘাড়ের ওপরে, বিধবা মা রয়েছেন, আমার এখনও চাকরী হয়নি। তুমি এখানে সংসার পেতে বসে বাড়ীতে টাকা পাঠানো বন্ধ ক'রে দিয়েছ।

দীপক ॥ এই কারণে আমি টাকা পাঠানো বন্ধ করিনি অনল। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে একটা জমি কিনেছি। অনেকগুলো টাকা দিতে হয়েছে।

অনল ॥ জমি কিনেছ, এরপর বাড়ী করবে। সেই বাড়ীতে তুমি থাকবে, তোমার বৌ থাকবে। আমাদের কি?

দীপক ॥ তোরাও থাকবি। জমিতে সমান অংশ তোর।

অনল ॥ আমাকে বোকা পাওনি। আমি লেখাপড়া শিখেছি।

মিতা ॥ খাবারটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

অনল ॥ বলছিতো খাব না। আমার ব্যাগটা আটকে রেখেছেন, দিয়ে দিন। আমি দুপুরের গাড়ীতেই চলে যাব।

মিতা ॥ আমার বিছানার পাশে রেখে দিয়েছি। সেখান থেকে নিয়ে আসুন।

[অনল দ্রুত বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়]

দীপক ॥ অনল আমার কথায় বিশ্বাস করল না। আপনি বিশ্বাস করুন, যে জমিটা আমি কিনেছি, আমার সঙ্গে ওর নামও জয়েণ্টলি রেখেছি।

মিতা ॥ আমি বিশ্বাস করলে কি লাভ হবে?

দীপক ॥ হ্যাঁ—ওকে আর কোনো কিছু ব'লে আটকে রাখা যাবে না।

মিতা ॥ আপনাকেও আর আমি ধরে রাখতে চাই-না দীপকবাবু।

দীপক ॥ (স্থির দৃষ্টিতে) কি বললেন?

মিতা ॥ আমার জন্য আপনার পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যাক, আমি তা চাই না। সত্যি তো আপনি বিয়ে করেননি, তবে মিথ্যে অপবাদ কেন নেবেন?

দীপক ॥ সব কিছু মিথ্যে ঠিকই। তবু এই মিথ্যের আকর্ষণ আজ আমার কাছে কম নয়। (মিতা দীপকের চোখের দিকে তাকায়) আমি মা আর বোনের জন্য কয়েকটা জিনিস কিনতে যাচ্ছি। যদি পারেন, অনলকে আটকে রাখবেন।

[দীপক বাইরে চলে যায়। মিতা একটু সময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, হাতে হকি স্টিক নিয়ে অনল বেরিয়ে আসে]

অনল ॥ দাদা কোথায়?

মিতা ॥ আপনার মা আর বোনের জন্য কয়েকটা জিনিস কিনতে বাইরে গেছেন।

অনল ॥ বলে দেবেন, আমি চলে গেছি।

মিতা ॥ দাদা ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

অনল ॥ অপেক্ষা করতে পারব না।

মিতা ॥ আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অনল ॥ আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

মিতা ॥ আপনার ভালর জন্যেই বলছি।

অনল ॥ তিন মাস ধরে অনেক ভাল করেছেন। আর ভাল করতে হবে না।

মিতা ॥ দাদার টাকা বন্ধ হয়ে গেছে। মা-বোনের খরচ চালাবেন কি ক'রে?

অনল ॥ ভিক্ষে ক'রে চালাব। তবু আপনাদের কাছে হাত পাততে আসব না।

মিতা ॥ ছি-ছি, এত বড় ছেলে লেখাপড়া শিখে ভিক্ষে করতে চায়! চাকরী করতে পারো না।

অনল ॥ চাকরী যেন গাছের ফল, চাইলেই একটা পাওয়া যায়!

মিতা ॥ একটা চাকরী—ফুঃ! কত লোককে কত চাকরী দিলাম!

অনল ॥ আপনি অনেক লোককে চাকরী দিয়েছেন?

মিতা ॥ ক্ষমতা আছে, তাই দিয়েছি।

অনল ॥ দিন তো আমাকে একটা চাকরী। দেখি আপনার ক্ষমতা!

মিতা ॥ অনাত্মীয় লোককে চাকরী দিয়ে লাভ কি? আত্মীয় কাউকে দিলে, অনেক বেশি খুশী হবে।

অনল ॥ আমি অনাত্মীয় হলাম?

মিতা ॥ দাদা-বৌদির সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখতে চায় না, তার সঙ্গে আবার কিসের আত্মীয়তা? (অনল কিছু ভেবে চৌকিটার ওপর বসে) কি হলো বসে পড়লেন যে—?

অনল ॥ একটা চাকরী পেলে আমার ভাল হতো। দাদা এতদিন আমাদের টেনে এসেছে। সংসারের ভার এবার আমারই নেওয়া উচিত। দিন না বৌদি আমাকে একটা চাকরী?

মিতা ॥ আমাকে বৌদি বলবেন না! কাকে না কাকে একটা ধরে নিয়ে এসেছে, তাকে কখনও বৌদি বলতে আছে?

অনল ॥ যা বাবা, আপনি তো আবার উল্টো প্যাঁচ দিতে আরম্ভ করেছেন। আমার মাথা ঠাণ্ডা হলো তো—আপনার মাথা গরম হয়ে উঠল।

ব্যাপারটা কি জানেন, আমার একটু অভিমান হয়েছিল। দাদা বিয়ে করল, অথচ আমরা জানতে পারলাম না। নাহলে বিয়ে তো আনন্দেরই ব্যাপার। একটা কেন, দাদা একশ'টা বিয়ে করুক না।

মিতা ॥ (অভিনয় ক রে কান্না ভাঙ্গা গলায়) কি বললেন—আপনার দাদা একশ টা বিয়ে করুক? এই কামনা আপনি করছেন—মা গো—

অনল ॥ কি আশ্চর্য, কামনা কোথায় করলাম? কথার কথা বললাম। কাঁদছেন কেন? ইশ্, মেয়েছেলেরা এমন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'রে কাঁদতে পারে! এই যে শুনুন, চোখটা মুছুন।

মিতা ॥ (একই ভাবে) কি দিয়ে মুছব?

অনল ॥ এই নিন রুমাল দিয়ে মুছুন।

মিতা ॥ আপনি মুছিয়ে দিন।

অনল ॥ আচ্ছা দিচ্ছি।

[অনল এগিয়ে গিয়ে চোখ মোছাতে যায়। মিতা হেসে তার হাতটা ধরে ফেলে]

মিতা ॥ খুব এক্সপার্ট মনে হচ্ছে। রুমাল দিয়ে চোখ মোছানো অভ্যেস আছে বুঝি?

অনল ॥ ধ্যাৎ!

মিতা ॥ ধ্যাৎ করলে কি হবে স্যার, ধরে ফেলেছি।

অনল ॥ কোথাও কিছু নেই, আপনি একেবারে ধরে ফেলেছেন! চাকরীট দেবেন তো?

মিতা ॥ যা বলব শুনবে?

অনল ॥ শুনব।

মিতা ॥ হাঁ করো। [অনল হাঁ করে। মিতা তার মুখে খাবা দিয়ে দেয়]

অনল ॥ (খেতে খেতে) আপনি খুব ভাল বৌদি।

মিতা ॥ এবার ব্যাগটা যদি রেখে দাও,তাহলে বুঝব তুমিও খুব ভাল ঠাকুরপো—

অনল ॥ এক্ষুণি যাচ্ছি—(একটু গিয়ে ঘুরে আসে) আমরা দু'জনেই খুব ভাল।

[অনল হকি স্টিক রেখে ব্যাগ নিয়ে ভেতরে যায়। মিতা হাসতে থাকে। রমেন বাইরে থেকে প্রবেশ করে। মিতা তাকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায়]

রমেন ॥ আমি অনেকক্ষণ এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এত লোকজন তোমার বাড়ীতে যাতায়াত করে যে তোমাকে ফাঁক মত পাওয়াই যায় না।

মিতা ॥ কি জন্যে এসেছ ?

রমেন ॥ ঐ যে ব'লে গিয়েছিলাম, এক সপ্তাহ পরে আসব।

মিতা ॥ তুমি ভেবেছ কি, আমার কাছে কি টাকার গাছ আছে ? যখন খুশী এলেই টাকা পাওয়া যাবে ?

রমেন ॥ রাগ করছ কেন, এটা তো আমার পাওনা টাকা !

মিতা ॥ কিসের পাওনা টাকা ?

রমেন ॥ একই কথা যে কেন আমার মুখ থেকে বার বার শুনতে চাও বুঝতে পারি না।

মিতা ॥ আজ তোমাকে এক পয়সাও দিতে পারব না।

রমেন ॥ এক পয়সাও—না-না, এতটা বোকামী তুমি করবে না জানি। কেমন সুন্দর সংসার পেতে বসেছ—

মিতা ॥ তুমি চলে যাও রমেন। বাড়ীতে লোক আছে। জানাজানি হয়ে গেলে আমি ভীষণ বিপদে পড়ে যাব।

রমেন ॥ তোমাকে বিপদে ফেলতে আমি চাই না। টাকা দাও, চলে যাব।

মিতা ॥ বিশ্বাস করো, আজ আমার কাছে টাকা নেই।

রমেন ॥ তাহলে গলার হারটা খুলে দাও।

মিতা ॥ না—গলার হার আমি খুলে দেব না। পেতে পেতে তোমার বড় বেশি লোভ বেড়ে গেছে।

রমেন ॥ তুমি না দাও, আমি হাত লাগিয়ে খুলে নিচ্ছি।

[রমেন মিতার দিকে এগোতে থাকে]

মিতা ॥ গুণ্ডামী করতে এসেছ? আমি তোমাকে পুলিশে দেব!

রমেন ॥ পুলিশ—হাঃ হাঃ হাঃ!

[অনল প্রবেশ করে]

অনল ॥ এই লোকটা কে বৌদি?

মিতা ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) একটা জোচ্চর, একটা বদমাস—বার ক'রে দাও ওকে এখান থেকে!

রমেন ॥ আমাকে জোচ্চোর বলছ, তুমি কি?

[অনল এগিয়ে গিয়ে রমেনের জামা চেপে ধরে]

অনল ॥ বাইরে যাও—বাইরে যাও বলছি।

রমেন ॥ গায়ে হাত দেবে না। এর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে।

মিতা ॥ মিথ্যে কথা! লোকটা একটা শয়তান। কোনো সম্পর্ক নেই ওর সঙ্গে। আমি বলছি বার ক'রে দাও—।

[অনল জামা ছেড়ে পাশ থেকে হকি স্টিক নিয়ে উঁচু ক'রে ধরে]

অনল ॥ এক্ষুণি বাইরে যাও। নাহলে হকি স্টিক মেরে খুলি উড়িয়ে দেব।

রমেন ॥ (ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে) হকি স্টিক নামাও। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। (মিতাকে) এর ফলাফলের জন্য প্রস্তুত থেকো। [রমেন বেরিয়ে যায়]

অনল ॥ কি ব্যাপার বৌদি? লোকটাকে চেনেন নাকি?

মিতা ॥ অনেকদিন আগে মুখ চেনা ছিল, সেই সুযোগ নিয়ে এসে, টাকা দাও টাকা দাও ব'লে ঝামেলা করছিল। তোমার দাদাকে বোলো না যেন। শুনলেই ভাববে, কি সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। (কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে) যাকগে ওসব কথা। তোমার জামা-প্যাণ্ট ব্যাগ থেকে বার ক'রে রেখেছ তো?

অনল॥ কখন বার করব? আপনার চেঁচামেচি শুনে তো বাইরে এলাম।

[বাইরে থেকে রাধাকান্ত প্রবেশ করে]

রাধাকান্ত॥ দীপকবাবুর ভাই না?

মিতা॥ হ্যাঁ।

রাধাকান্ত॥ এখনও তাহলে আছে। দীপকবাবু বলেছিলেন, ও নাকি দাদার কাছে এসে থাকতেই চায় না।

মিতা॥ প্রায় সেই রকমই।

রাধাকান্ত॥ ভেরী ব্যাড্। এই বয়সে দেশের বাড়ীতে ঘর-কুণো হয়ে থাকা তো ভাল নয়। অবসর পেলেই ঘুরে বেড়াবে।

অনল॥ আত্মীয়ের বাড়ীতে ঠিক পোষায় না। বন্ধুদের সঙ্গে আমি বেড়াই। এই তো সামনের পূজোতে কয়েকজন মিলে দার্জিলিং বেড়াতে যাব ব'লে এখনই ঠিক ক'রে রেখেছি।

রাধাকান্ত॥ (আতঙ্কিতভাবে) খবরদার পাহাড়ে যাবে না!

অনল॥ কেন?

রাধাকান্ত॥ পাহাড় মায়াবীনী রূপসী। বাইরের সৌন্দর্য দিয়ে ওরা মানুষকে আকর্ষণ ক'রে কাছে টানতে চায়। আসলে ওরা এক-একটা রাক্ষুসী। মানুষের তাজা রক্ত খাবার জন্যে ওদের জীব সব সময় লক্ লক্ করে।

অনল॥ অনেকেই তো পাহাড়ে বেড়াতে যায়।

রাধাকান্ত॥ ভুল করে, ভুল করে। পাহাড় অনেক উঁচুতে নিজের রূপে মায়াজাল বিছিয়ে রাখে। মানুষ মুগ্ধ হয়ে সেই রূপের ছোঁয়া পেতে চায়। তাই তারা পাগলের মত ওপরের দিকে ছুটতে থাকে। আরো ওঠে—আরো ওঠে—। ব্যাস, রাক্ষসী পাহাড় আচমকা একটা ঝাঁকুনী দিয়ে মানুষকে নিজের পায়ের কাছে আছড়ে ফেলে দেয়। (ধরা গলায়) তাদের দেহগুলো থেঁতলে ফেটে ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়ে। আর রাক্ষুসী তখন উন্মাদের মত সেই রক্ত চেটে চেটে খায়। শয়তানী

বোঝে না, তার তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে সে সমতল ভূমির, কত বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়।

মিতা ॥ রাধাকান্তবাবু, আপনি এখন বাড়ী যান।

রাধাকান্ত ॥ হ্যাঁ—যাই। ছেলেমানুষতো, সব অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। তাই ওকে একটু বুঝিয়ে বললাম। নদী, জঙ্গল, সমুদ্র যেখানে খুশী যাবে, কিন্তু কখনও পাহাড়ে যাবে না।

[রাধাকান্ত চলে যায়]

অনল ॥ দাদা বলছিল, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ।

মিতা ॥ ঠিক মাথা খারাপ নয়। মেয়ে-জামাই মারা যাবার পর থেকেই এরকম হয়ে গেছে। তুমি বস। আমি বাইরে থেকে একটা কাজ সেরে আসছি।

অনল ॥ তাড়াতাড়ি আসবেন। দেরী করলে কিন্তু পালিয়ে যাব।

মিতা ॥ পালালেই হলো! আঁচল গলায় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসব না?

[মিতা হেসে বাইরে চলে যায়। অনল দরজা বন্ধ ক'রে ভেতরে যায়। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। অনল ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দেয়। দীপক প্যাকেট হাতে প্রবেশ করে]

দীপক ॥ তুই তাহলে এখনও আছিস। যা রাগারাগি শুরু করেছিলি! তোর বৌদি কোথায়?

অনল ॥ বাইরে গেছে।

দীপক ॥ মা আর কাবেরীর জন্য কাপড় কিনেছি।

অনল ॥ আমি চলে গেলে কার সঙ্গে পাঠাতে?

দীপক ॥ সে একটা ব্যবস্থা করতেই হতো। যাক্ তোর মাথাটা কি ক'রে এত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হলো অনল?

অনল ॥ একটা চাকরী পেয়ে গেলাম যে।

দীপক ॥ চাকরী! কে দিল চাকরী?

অনল ॥ বৌদি।

দীপক ॥ বৌদি!

অনল ॥ আশ্চর্য হবার কি আছে? বৌদি তো অনেককে চাকরী দিয়েছে। কেন, তুমি জান না?

দীপক ॥ (সব কিছু বুঝতে পেরে) হ্যাঁ—জানি। ওতো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। চাইলেই চাকরী পাওয়া যায়। যাক্ তোকে শাস্ত হতে দেখে ভাল লাগছে।

অনল ॥ আমি কি তোমার মত অবুঝ নাকি? আমার বুদ্ধি আছে।

দীপক ॥ তাতো আছেই। এই নে চকোলেট খা—

[দীপক চকোলেট বার ক'রে দেয়]

অনল ॥ (খেতে খেতে) শোনো দাদা, তুমি যা করার করেছ, এবার বাকী কাজগুলো তো আমাকে করতে হবে।

দীপক ॥ বাকী কাজ?

অনল ॥ তুমি আর বৌদি জোড়ে বাড়ীতে গিয়ে মাকে প্রণাম করবে। সেখানে ছোটখাট একটা অনুষ্ঠানও করতে হবে। সবাইকে না হলেও পাড়ার কিছু লোককে তো নেমনতন্ন ক'রে খাওয়াতে হবে।

দীপক ॥ আমি কি ভেবেছি জানিস? আরো বছরখানেক দেরী ক'রে, মস্ত বড় একটা অনুষ্ঠান করা যাবে।

অনল ॥ বছরখানেক দেরী কেন?

দীপক ॥ এর মধ্যে তোর ভাইপো-টাইপো জাতীয় একটা কিছু হয়ে যেতো। তার মুখে ভাত আর আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান এক খরচায় সেরে ফেলতে পারতাম।

অনল ॥ তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে?

দীপক ॥ কেনরে, সেরকম কোনো লক্ষণ দেখছিস?

অনল ॥ শোনো, তোমার কোনো অজুহাত আমি শুনব না। এ সপ্তাহটা

আমি থাকব। এর মধ্যে তুমি টাকার ব্যবস্থা ক'রে ফেলো। এখুনি আমি পোস্ট-অফিসে গিয়ে চিঠি লিখে বাড়ীতে সব জানিয়ে দিচ্ছি।

দীপক ॥ এত তাড়াহুড়ো কেন যে করছিস?

অনল ॥ শুভ কাজে দেরী করা উচিত নয়। বৌদি এলে ব'লে দিও ফার্স্ট ক্লাস ক'রে যেন রান্না করে। আজ থেকেই জোর খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে যাক।

[অনল দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায়। দীপক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পাগলের মত একা একা বকতে থাকে]

দীপক ॥ (সুর করে) আমার কি হয়েছে? আমার বিয়ে হয়েছে! আমার কি হয়েছে? আমার বিয়ে হয়েছে। (চেঁচিয়ে) ও মা—আমার বৌ এনেছি ছাখো। (বরণডালা ধরার মত হাত চিৎ ক রে উলুধ্বনি দিতে দিতে স্ত্রী-আচারের মত ভাব করে। তারপর নিজের মাকে অনুকরণ ক'রে বলতে থাকে) আয় বাবা, তোর বৌ নিয়ে আমার কাছে আয়। আহা বাছা কত কষ্ট করে বৌ নিয়ে এসেছে। এমন বিয়ে তো বাপের জন্মে কখনও শুনিনি বাবা! (নাটকীয় ভাবে) আশীর্বাদ করো মা—আমরা যেন সুখী হই। (মা-কে অনুকরণ ক'রে) হ'বি বাবা সুখী হ'বি। তোরা দু'জনে একেবারে সুখের পায়রা হয়ে আকাশে পত্‌ পত্‌ ক'রে উড়বি। হারামজাদা উল্লুক—এর নাম বিয়ে? ছি—ছি—ছি—!

[বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে তরুণ]

তরুণ ॥ আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল। ও এসেছে?

দীপক ॥ রাস্কেল এটা প্রেম করার জায়গা?

তরুণ ॥ রাগ করছিস কেন? কথা ছিল, আমি মঞ্জু এখানে এসে মিট্‌ করব।

দীপক ॥ গড়ের মাঠ আছে, লেকের পাড় আছে, সেখানে যেতে পার না? আমি ভাড়া দেব, আর তোমরা আমার ঘর দখল ক'রে প্রেম চালাবে?

তরুণ ॥ এই যে কথাগুলো বলল না, শুনে ভীষণ খারাপ লাগল। বন্ধু হিসেবে

আমার প্রতি তোরও তো কর্তব্য আছে। নাকি, নিজের বিয়ে হয়ে গেছে ব'লে ভাবছিস, আর কারো বিয়ে করার দরকার নেই ?

দীপক ॥ তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে।

তরুণ ॥ মঞ্জু রাগ করবে যে—

দীপক ॥ নিকুচি করেছে তোর মঞ্জুর।

[বাইরে থেকে মঞ্জু প্রবেশ করে।]

মঞ্জু ॥ আমি কি দোষ করলাম ?

তরুণ ॥ (একগাল হেসে) মঞ্জু এসেছ ? আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় আগেই এসে গেছ। চলো, ভেতরে যাই—

মঞ্জু ॥ দাঁড়ান, দীপকদার সঙ্গে এতদিন বাদে দেখা হলো। দীপকদা কেমন আছেন ?

দীপক ॥ মঞ্জু, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কয়েকটা কথা আছে।

মঞ্জু ॥ বলুন।

দীপক ॥ ঐ উল্লুকটার সামনে বলা যাবে না। তোমাদের কথাবার্তা সেরে এসো, পরে বলব।

মঞ্জু ॥ মিতা ভেতরে আছে তো ?

দীপক ॥ না, কাজে বেরিয়েছে।

মঞ্জু ॥ তাহলে ?

তরুণ ॥ তাহলে আবার কি ? আমাদের তো ভালই হলো।

মঞ্জু ॥ আপনার একেবারে লজ্জা নেই। মিতা বাড়ী নেই, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

তরুণ ॥ বৌদি নেই তাতে কি হয়েছে ? দীপক তো রয়েছে।

দীপক ॥ (রসিকতা ক'রে) হ্যাঁ—আমি তো রয়েছি। ঘরের মধ্যে বসে আকাশের চাঁদ দেখে দেখে আর নদীর ঢেউ গুণে গুণে তোমাদের গলা

যখন শুকিয়ে আসবে, তখন বোলো—আমি গরম চা বানিয়ে তোমাদের মুখের সামনে দিয়ে আসব।

তরুণ ॥ লাভ্‌লি—লাভ্‌লি—এই না হলে বন্ধু!

মঞ্জু ॥ আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না দীপকদা। আমিই চা বানিয়ে আপনাদের খাওয়াচ্ছি।

তরুণ ॥ সেই ভাল। চলো, আমি তোমাকে হেল্প্‌ করছি।

[তরুণ মঞ্জুর পেছন পেছন যেতে থাকে]

দীপক ॥ এই রাস্কেল, ওদিকে নয়, বাইরে।

তরুণ ॥ তার মানে?

দীপক ॥ মঞ্জু চা বানাচ্ছে, তুই বাইরে থেকে খাবার কিনে নিয়ে আয়। বড্ড খিদে পেয়েছে।

মঞ্জু ॥ ঠিক হয়েছে!

[মঞ্জু হাসতে হাসতে ভেতরে চলে যায়]

তরুণ ॥ তোর না কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। শুধু চা খেলে কি হতো? রাক্ষস কোথাকার!

[তরুণ গজ গজ করতে করতে বাইরে যায়। দীপক মঞ্জুকে ডাকে]

দীপক ॥ মঞ্জু—শুনে যাও একটু—

[মঞ্জু ভেতরে থেকে উত্তর দেয়—চায়ের জল চাপিয়ে আসছি। একটু পরে মঞ্জু প্রবেশ করে]

মঞ্জু ॥ কি বলছেন দীপকদা?

দীপক ॥ তরুণকে বাইরে পাঠালাম ব'লে তোমার রাগ হলো না তো?

মঞ্জু ॥ আপনি যে কি বলেন! বন্ধু-বান্ধব ঠাট্টা-ইয়ার্কী করবেন, তারজন্য আমি রাগ করতে যাব কেন?

দীপক ॥ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব মঞ্জু ?

মঞ্জু ॥ কি কথা ?

দীপক ॥ তোমার বান্ধবী মিতা বিয়ে করতে চায় না কেন বলতে পার ?

মঞ্জু ॥ (গম্ভীর হয়ে) আমি জানি না।

দীপক ॥ তুমি সব জানো মঞ্জু। কিন্তু বলতে চাইছ না।

মঞ্জু ॥ একথা আপনিতো মিতাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন দীপকদা—

দীপক ॥ অনেকদিন জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু ও কিছুতেই বলে না। তুমি তো জানো মঞ্জু, আমরা লোকের কাছে কি পরিচয় দিয়ে একসঙ্গে থাকি। তোমার কাছে বলতে বাধা নেই—মিথ্যে অভিনয় করতে করতে অজান্তে মনের দিক থেকে আমি অনেক দূর এগিয়ে গেছি।

মঞ্জু ॥ আপনি ভুল করেছেন দীপকদা। এ কোনো দিনও সত্যি হবে না।

দীপক ॥ এই সতর্কতা আমি মিতার কাছ থেকেও বার বার পেয়েছি। কিন্তু মনটা তো মেশিন নয়। আমি বুঝতে পারি না মঞ্জু, এমন কি বাধা থাকতে পরে, যাতে ক'রে আমরা এই অভিনয় বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি না।

মঞ্জু ॥ এখন থাক না দীপকদা এসব কথা।

দীপক ॥ না, মঞ্জু তুমি বলো। ছোট ভাই জেনে গেছে আমি বিয়ে করেছি। বাড়ীর লোকও এ খবর জেনে যাবে। সব কিছুর একটা ফয়সলা আমাকে করতেই হবে।

মঞ্জু ॥ আপনি কথা দিন—সব কিছু শোনার পর আপনি মিতার কাছ থেকে সরে যাবেন না।

দীপক ॥ আমি সরে যাব! ও যদি আমাকে সরিয়ে না দেয়, আমার পক্ষে সরে যাওয়া কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

মঞ্জু ॥ মিতাকে আপনি যে ভাবে দেখেন, সেটা ওর আসল রূপ নয়। শুধু বাঁচবার জন্য আলাদা একটা মুখোস পরে নিয়েছে।

দীপক ॥ কিসের মুখোস ?

মঞ্জু ॥ কুমারীর মুখোস ! মিতা বিধবা।

দীপক ॥ মিতা বিধবা ! আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না।

মঞ্জু ॥ মিতার জীবনটাই অবিশ্বাস্য। ছোটবেলায় মা-বাবা দু'জনেই মারা যায়। বিয়ের পর স্বামীর ঘরও বেশি দিন করতে পারেনি।

দীপক ॥ এইভাবে নিজের পরিচয় গোপন ক'রে রেখেছে কেন ? কি লাভ হচ্ছে তাতে ওর ?

মঞ্জু ॥ অনেক লাভ হচ্ছে। এক কথায় সব বলা সম্ভব নয় দীপকদা।

দীপক ॥ তুমি বলো মঞ্জু। আজ আমি সব শুনব। নিজের মনকে আমি সেই ভাবে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছি।

মঞ্জু ॥ স্বামী মারা যাবার পর শ্বশুরবাড়ীর অমানুষিক অত্যাচারে মিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। অনেক চেষ্টা করেছিল একটা চাকরীর জন্য। কোথাও কিছু না পেয়ে অবশেষে আমার কাছে আসে। তখন আমাদের অফিসে লোক নিচ্ছিল। আমাদের অফিসারের স্বভাব আমি জানতাম। তাই সহজে চাকরী পাবার জন্য আমি ওকে কুমারী সাজিয়ে অফিসারের কাছে নিয়ে যাই। তারপর—

দীপক ॥ তারপর আমি জানি।

[দু'জনে একটু সময় চুপ ক'রে থাকে]

মঞ্জু ॥ দীপকদা—

দীপক ॥ উঁ ?

মঞ্জু ॥ কি ভাবছেন ?

দীপক ॥ সব গোলমাল হয়ে গেল মঞ্জু। অঙ্ক কষে কষে একটা হিসেব মেলাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুরো হিসেবটাই ভুল হয়ে গেল।

মঞ্জু ॥ এসব কথা তো আমি বলতে চাইনি দীপকদা।

দীপক ॥ ব'লে ভালই করেছ মঞ্জু। অনেক হাল্কা ক'রে দিয়েছ আমাকে।

কোন্ পথে যাব, কি করব, কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

মঞ্জু ॥ কি করবেন এখন?

দীপক ॥ কিছু একটা করতে হবে আমাকে। এভাবে তো আর জীবনটাকে টানা সম্ভব নয়। তুমি যাও মঞ্জু, চায়ের জল নিশ্চয়ই এতক্ষণে ফুটে গেছে।

[মঞ্জু ভেতরে চলে যায়। দীপক অশান্তভাবে চুলগুলো এলোমেলো করতে থাকে। বাইরে থেকে মিতা প্রবেশ ক'রে ম্লান হেসে দীপকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। দীপকও তাকে নতুন ক'রে দেখবার চেষ্টা করে]

মিতা ॥ ভাবছেন একটি মেয়ে কি করে এত বড় একটা মিথ্যে কথা বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন কাটাতে পারে!

দীপক ॥ আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছেন?

মিতা ॥ শুনেছি। জোর ক'রে নিজের ভাগ্য বদলাবার চেষ্টা করেছিলাম দীপকবাবু। কিন্তু কপালে যা লেখা আছে, তা কেউ পাল্টাতে পারে না।

দীপক ॥ আপনি এত আক্ষেপ করছেন কেন? আমি কিন্তু আপনাকে দোষারোপ করছি না।

মিতা ॥ সেটা আপনার মহত্ব। আপনি করুণা ক'রে আমাকে দোষারোপ করছেন না।

দীপক ॥ আপনি শুধু শুধু এসব ভাবছেন।

মিতা ॥ আমার জন্য আপনি অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। এ যুগে কেউ করে না। অপাত্রে আপনি সব কিছু ঢেলেছেন। (ধরা গলায়) প্রতিদানে আপনাকে আমি কিছুই দিতে পারলাম না।

দীপক ॥ কি ব'লে আপনাকে শান্ত করতে পারব বুঝতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে—সব কিছু জানাটাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

মিতা ॥ আজ না জানলেও কাল জানতেন। আমার দেওর রাহুর মত আমার পেছনে লেগে আছে।

দীপক ॥ আপনার দেওর ?

মিতা ॥ হ্যাঁ—সে একটা শয়তান। মাসের পর মাস তাকে ঘুষ দিয়েছি, আমার চাকরীটা যাতে সে নষ্ট না করে। আজও সে এসেছিল। কিছু না দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কালই সে আমার অফিসে গিয়ে সব কিছু প্রকাশ ক'রে দেবে। তারপর আমার চাকরী আর থাকবে না।

দীপক ॥ নাই বা থাকল আপনার চাকরী। আমারতো থাকবে।

মিতা ॥ আর ওসব কথা বলবেন না। আপনাকে আমি মুক্ত ক'রে দিয়ে চলে যাচ্ছি—। আপনি সব ভুলে যান—সব—(মিতার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে) আপনার উপকার আমার চিরদিন মনে থাকবে—

[মিতা যেতে থাকে]

দীপক ॥ মিতা—

মিতা ॥ ছি-ছি—ও-ভাবে আমাকে ডাকবেন না।

দীপক ॥ জীবনটা একটা ছেলেখেলা নয়। তিল তিল ক রে মনের মধ্যে যে জিনিস গড়ে উঠছে, তাকে এক মুহূর্তে ভেঙ্গে ফেলা যায় না। তুমি রাজী হয়ে যাও মিতা। মনে সাহস আনো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিতা ॥ আমাকে ক্ষমা করবেন দীপকবাবু। মঞ্জুর কাছ থেকে আমার সবটুকু পরিচয় পাননি। আমি শুধু বিধবাই নই, আমার তিন বছরের একটি ছেলেও আছে।

[মিতা জোরে হেঁটে বাইরে চলে যায়। দীপক উদভ্রান্তের মত তাকিয়ে থাকে। একটু পরে মঞ্জুকে ডাকে]

দীপক ॥ মঞ্জু—মঞ্জু—

[মঞ্জু প্রবেশ করে]

মঞ্জু ॥ আমি সব শুনেছি দীপকদা। ভয়ে আমি মিতার সামনে আসতে পারিনি। কেন আপনাকে সব কথা বলতে গেলাম! আমার জন্যই এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল আজ!

দীপক ॥ মিতার ছেলের কথা তো তুমি আমাকে বলনি?

মঞ্জু ॥ আরও বেশি আঘাত পাবেন ব'লেই বলিনি।

দীপক ॥ ওঃ, এইভাবে গোপন ক'রে ক'রে সব কিছু তোমরা জট পাকিয়ে দিয়েছ! মিতা এভাবে চলে গেল, ওকে তো ফিরিয়ে আনা দরকার।

মঞ্জু ॥ ওর পেছনে ছুটে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। ওকে আমি জানি—

দীপক ॥ কোথায় থাকবে, কি করবে, কিছুইতো বুঝতেপারছি না। ওরছেলে কোথায় থাকে তুমি জান? বলো—চুপ ক'রে থেকো না—

মঞ্জু ॥ হ্যাঁ—জানি। হোলি চাইল্ড হোস্টেলে।

দীপক ॥ (স্থির দৃষ্টিতে) হোলি চাইল্ড হোস্টেল!

—দৃশ্যান্তর—

জীবনরঙ্গ

চতুর্থ দৃশ্য

[ত্রিদিবের ড্রইং রুম। মিতা সোফায় মাথা নীচু ক'রে বসে আছে। ত্রিদিব চিন্তিতভাবে পায়চারী করছে]

ত্রিদিব ॥ তুমি এত ভেঙ্গে পড়েছ কেন? যে যাই ভাবুক না কেন, বরং আমি তোমাকে প্রশংসাই করব। সমাজের নিকৃষ্ট কীটগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচার জন্য লড়াই করেছ। আজ পর্যন্ত কারো কাছে সারেণ্ডার করো নি, ওখানেই তোমার সাকসেস্। চাকরীর কথা ভাবছ? তোমার অফিসারকে সে সুযোগ তুমি দেবে কেন? তোমাকে ছাড়িয়ে দেবার আগে তুমি নিজে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসো।

মিতা ॥ তারপর চলবে কি ক'রে দাদা? আমার ছেলেকে তো মানুষ করতে হবে।

ত্রিদিব ॥ আমি যখন তোমার দাদা রয়েছি, তখন সব দায়িত্ব তুমি নাই বা নিলে।

মিতা ॥ দাদা!

ত্রিদিব ॥ জানো মিতা, আজ আমার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমি এতদিনে করবার মত কিছু পেয়েছি। যা সঞ্চয় করেছি, তা নিয়ে আমার কম ভাবনা ছিল না। কে খাবে, কে নেবে! কিন্তু ছাখো, যার খাবার, যার নেবার, ভগবান তাকে ঠিক ক'রে রেখেছেন। সবই ঠিক হয়ে গেল বোন। কিন্তু তোমার এই বেশ, এই সাজ-সজ্জা আমার চোখের সামনে ম্লান হয়ে যাবে, সেই ভেবেই আমি অস্থির হয়েউঠেছি।

মিতা ॥ এটাতো আমার নকল সাজ দাদা—

ত্রিদিব ॥ তা হোক এই সাজেই তোমাকে ভাল লেগেছে, এই সাজেই তোমাকে আজীবন দেখতে চাই মিতা।

মিতা ॥ তা হয় না দাদা। আমার মুখোস খুলে পড়েছে। তাকে জোর ক'রে পরে কি লাভ?

ত্রিদিব ॥ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কোনো জোর করতে চাই না। শুধু ভাবছি, আমাদের দেশ, সমাজ, এমন কতগুলো অমানবিক কাণ্ড ক'রে রেখেছে, যা সভ্য যুগে বরদাস্ত করা যায় না।

মিতা ॥ আপনি অহেতুক আমার জন্য এত ভাবছেন দাদা। আপনি আমার ছেলের দায়িত্ব নিলেন, তাতেই আমি নিশ্চিন্ত। আমার দিন একরকম ক'রে কেটে যাবে দাদা।

ত্রিদিব ॥ না—না, মিতা একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হওয়া দরকার, যাতে ক'রে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-দমনকারী এই জঘন্য সামাজিক আইনগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়।

মিতা ॥ আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন দাদা।

ত্রিদিব ॥ কেন হব না বলো। চোখের সামনে একটা তাজা ফুল, তাকে জোর ক'রে আগুনে ঝলসে শুকিয়ে ফেলা হবে—একথা ভাবতে বুকটা আমার তোলপাড় ক'রে উঠছে।

মিতা ॥ আপনি চুপ করুন দাদা।

ত্রিদিব ॥ ইয়েস্—ইয়েস্ আই শুড্ স্টপ্ ইট্। (ডাকে) হরি—হরি—

[হরি প্রবেশ করে]

হরি ॥ আমাকে ডাকছেন সাহেব?

ত্রিদিব ॥ আমার পাশের ঘরটা দিদিমনিকে দেখিয়ে দাও। আজ থেকে দিদিমনি এই বাড়ীতেই থাকবে।

হরি ॥ আসুন দিদিমনি—

ত্রিদিব ॥ আচ্ছা থাক্, আমিই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। এসো মিতা—

[ত্রিদিব মিতাকে নিয়ে ভেতরে যায়। অন্য দিক থেকে উঁকি মেরে প্রবেশ করে অম্বিকা]

অম্বিকা ॥ কি বুঝলে ?

হরি ॥ কিসের কি বুঝলাম ?

অম্বিকা ॥ এই বাড়ীতেই থাকবে নাকি ?

হরি ॥ সবই তো শুনছেন, তবে আর নেকু সাজছেন কেন ?

অম্বিকা ॥ এইবার গেছিরে হরি। এই বাড়ীতে থাকতো না তাতেই রোজ একবার ক'রে খবরদারী করতে আসতো। এখন তো হাত দিয়ে গলা কাটবে।

হরি ॥ যে যেমন লোক, তার তেমন শাস্তি হবেই।

অম্বিকা ॥ সব আমার কপাল বুঝলে না ? ভাবলাম ম্যানেজার হলাম, কত ক্ষমতাই না হাতে পেলাম। এমনই ভাগ্য যে একজন লেডি ম্যানেজার আমার ঘাড়ের ওপর চাপল।

[অম্বিকা ভেতরে যায়। বাইরে থেকে প্রবেশ করে দীপক]

দীপক ॥ সাহেব আছেন ?

হরি ॥ আছেন।

দীপক ॥ গিয়ে একটু বলতে পাররে, অফিসের মিত্রবাবু দেখা করতে চান।

হরি ॥ সাহেব আজ অফিসের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করছেন না।

দীপক ॥ ও! আচ্ছা—আমি তাহলে চলে যাচ্ছি।

[দীপক যেতে থাকে। ভেতর থেকে ত্রিদিব বেরিয়ে এসে ডাকে]

ত্রিদিব ॥ মিত্র দাঁড়াও। হ্যাঁ—আমি আজ কারো সঙ্গেই দেখা করছিলাম না। [হরি ভেতরে চলে যায়]

দীপক ॥ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি স্যার। এতদিন আমার আর মিতার সম্পর্ক যা জানতেন—

ত্রিদিব ॥ আমি সব কথা শুনেছি মিত্র। তার জন্য তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না।

দীপক ॥ আপনি কার কাছ থেকে শুনলেন স্যার? মিতা কি এখানে এসেছিল?

ত্রিদিব ॥ সে এখানেই আছে। মিত্র, আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তোমরা শেষ রক্ষা করতে পারলে না। খেলতে খেলতে তোমরা মাঝপথে খেলা ভেঙ্গে দিয়েছ। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না।

দীপক ॥ বিশ্বাস করুন স্যার, আমি কোন কিছু ভাঙ্গতে চাইনি। গড়তে চেয়েছিলাম, অনেক বড় ক'রে মজবুত্ ক'রে—হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে কি যে ক'রে দিল—

ত্রিদিব ॥ তোমার কোন দোষ নেই মিত্র। এ দেশের রীতিনীতি অনুযায়ী মনের যন্ত্রণাকে পুষেই রাখতে হবে। তোমার আর করার কি আছে?

দীপক ॥ মিতার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই স্যার। আপনি যদি একটু হেল্প্ করেন।

ত্রিদিব ॥ সিওর। ও যদি আপত্তি না করে, আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বসো।

[ত্রিদিব ভেতরে যায়। একটু পরে, এক কাপ চা হাতে, ম্লান হেসে প্রবেশ করে মিতা]

মিতা ॥ চা খান।

দীপক ॥ চা।

মিতা ॥ বাড়ী থাকলে তো অনেক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াতে হতো—

[মিতার গলা ধরে যায়। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়]

দীপক ॥ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) না—চা খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনার খোঁজ করতে আমি আপনার ছেলের হোস্টেলে গিয়েছিলাম।

[মিতা চায়ের কাপ এক পাশে সরিয়ে রাখে]

মিতা ॥ আমার ছেলেকে দেখে এসেছেন? দেখে কি মনে হ'লো?

দীপক ॥ (আবেগে) মনে হলো—ছেলেটা যদি আমাদের দু'জনেরই হতো—,একবার যদি নিজের ছেলের মত ক'রে ওকে কাছে পেতাম!

মিতা ॥ এ আপনি কি বলছেন?

দীপক ॥ যা মনে হয়েছে, তাই বলছি। ফুটফুটে একটি ছেলেকে দেখে কেমন যেন নেশা ধরে গেছে আমার। কি আকর্ষণ ওইটুকু ছেলের। পাগল ক'রে দিয়েছে ও আমাকে। ওকে যে নিজের ছেলে ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবতে পারছি না আমি।

[মিতার চোখ দু'টো অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। সে অস্থির হয়ে ওঠে]

মিতা ॥ আপনি কেন এলেন আবার—কেন? কেন?

দীপক ॥ শুধু একটু অধিকার পেতে ওকে ছেলের মত করে বুকে জড়িয়ে ধরার অধিকার—

মিতা ॥ না না না—

দীপক ॥ (ধরা গলায়) কেন অমত করছ? কোনো অনুভূতি কি তোমার নেই? হৃদয় বলে কি কিছু নেই?

মিতা ॥ আছে, সব আছে আমার, তবু আমি পারব না।

দীপক ॥ (দৃঢ়ভাবে) কেন পারবেনা? আমি তো তোমার চোখে প্রতিদিন দেখেছি অন্তর স্পর্শ করা দৃষ্টি! (মিতা চমকে ওঠে) না না, কিছুতেই

তুমি তা অস্বীকার করতে পারবে না। কিছুতেই না—। সেই বিন্দু বিন্দু স্পর্শেই তো আজ আমি উত্তাল হয়ে উঠেছি। আজ তুমি কিসের ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাইছ? মিতা আজ আমি আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব প্রশ্নের মোকাবিলা করতে এসেছি। জীবনের বিনিময়ে ঐ ছোট ছেলেটাকে নিজের করে পেতে এসেছি। (ধরাগলায়) তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিওনা মিতা। মিতা—

মিতা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) নিজের কাছে আমি নিজেই হেরে গেলাম। আমি জোর ক'রে অবচেতন মনটাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না—কিছুতেই পারলাম না! দেব অধিকার—সব অধিকার তোমাকে দেব—ও ছেলে আমারও—তোমারও—

[মিতার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। দীপক তার মুখখানা দু'হাতে তুলে ধরে]

দীপক ॥ মিতা, তোমার বাঁচতে ইচ্ছে ক'রে না?

মিতা ॥ করে। করে বলেইতো এত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছেলেকে বাঁচাতে চাই, নিজে বাঁচতে চাই। আনন্দ, সুখ মন ভরে পেতে চাই, কে দেবে আমাকে?

দীপক ॥ আমি দেব মিতা—আমি দেব। কোনো বাধা আমাকে রুখতে পারবে না।

[ভেতর থেকে ত্রিদিব বলতে বলতে বেরিয়ে আসে]

ত্রিদিব ॥ দিস্ ইজ্ হোয়াট্ আই ওয়াণ্ট। বিদ্রোহ করতে হবে। একটা হবে, দু'টো হবে, তিনটে হবে—তারপর দেখবে সমাজের বস্তা-পচা নিয়মগুলো ভেঙ্গে তছ্‌নছ্ হয়ে ডাস্টবিনে চলে গেছে।

[তরুণ ও মঞ্জু প্রবেশ করে]

তরুণ ॥ আমিও স্যার দীপককে এই কথাগুলো ঘণ্টাখানেক ধরে বুঝিয়েছি। মনে মনে যখন কানেকশন হয়ে গেছে, বাইরে থেকে বডি দু'টোকে ফিউজ করিয়ে লাভ কি ?

ত্রিদিব ॥ তুমি কোত্থেকে এলে ?

তরুণ ॥ আমিই তো দীপককে দম দিয়ে পেছন থেকে চালাচ্ছি। ওতো হাল ছেড়ে বসে পড়েছিল।

ত্রিদিব ॥ (মঞ্জুকে দেখিয়ে) ইনি কে ?

তরুণ ॥ (এক গাল হেসে) এর ব্যাপারে কোনো ঝামেলা নেই স্যার। রেজিস্ট্রী অফিসে আমরা দু'জনে গিয়ে পটাপট্ দু'টো সই করব—ল্যাঠা চুকে যাবে।

[সবাই হেসে ফেলে]

ত্রিদিব ॥ থ্যাংক ইউ তরুণ। আমরা সাময়িক যে বেদনা অনুভব করছিলাম তোমার জলি এ্যাপিয়রেন্স, তা দূর ক'রে দিল। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। কামনা করি তোমাদের সম্মুখে নতুন আলোর সূচনা হোক।

[দ্রুতলয়ে যন্ত্র-সংগীত বেজে ওঠে। পর্দা আস্তে আস্তে নেমে আসে]

যবনিকা